www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

‘আলিপুর বার্তা’র পক্ষ থেকে সকল পাঠক–পাঠিকা এবং বিক্রেতা বন্ধুদের শুভ দীপাবলীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আলিপুর বার্তা

সাপ্তাহিক

মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র
স্থান ঃ বিবেক নিকেতন, সামালি
পোঃ ন’হাজারি,
থানা ঃ বিষ্ণুপুর,
জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা
ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৪ কার্তিক – ২০ কার্তিক, ১৪২১ ঃ ১ নভেম্বর – ৭ নভেম্বর, ২০১৪, Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.2, 1 November - 7 November, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

পঞ্চাশ শতাংশ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারি দেশে ফিরে যায়নি

রাজনৈতিক নেতাদের সৌজন্যে আধার কার্ডের অধিকারীও অনেকে

কুনাল মালিক

কলকাতা : জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল সম্প্রতি নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়ে গেলেন এ রাজ্য জঙ্গি জেহাদিদের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে। কড়া হাতে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা নিতে বলেন তিনি। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, উত্তরবঙ্গ এবং দুই ২৪ পরগনার সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে গত কয়েক বছরে হাজার হাজার মানুষ অনুপ্রবেশ করেছে। সুন্দরবনের অরক্ষিত জলপথে এই অনুপ্রবেশ ব্যাপক হারে হয়েছে। এদেশে বাংলাদেশিরা ঢুকে শাসকদলের নেতা নেত্রীদের ভোট ব্যাঙ্ক নিশ্চিত করতে ভোটার আই–কার্ড এমনকি আধার কার্ড বানিয়ে নিয়ে রাতারাতি এই দেশের নাগরিক বনে গিয়েছেন। বাংলাদেশ থেকে বিগত ৫ বছরে যত জন মানুষ এসেছেন তাদের ৫০ শতাংশ আর ফিরেও যাননি। সীমান্তবর্তী অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলোতে ওপার বাংলার জামাতি ইসলাম মনোভাবাপন্ন জেহাদি কর্তা ব্যক্তিরা জাঁকিয়ে বসে নানা অবৈধ কার্যকলাপ করে চলেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রের খবর সীমান্ত এলাকায় বি এস এফ–এর নজরদারিরও গাফিলতি আছে। তাদের ভূমিকা নিয়েও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর উষ্মা প্রকাশ করেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাই উপকূলরক্ষী বাহিনী ও বি এস এফ এর উর্দ্ধতন আধিকারিকদের সতর্ক করে দিয়েছেন। সীমান্ত এলাকার বেশ কিছু এলাকা দিয়ে হাজার হাজার গরু বাংলাদেশে পাচার হয়। যেমন বাসন্তী ব্লকের সরবেড়িয়া অঞ্চল গরু পাচারের মুক্তাঞ্চল। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ সীমান্তে অনেক জায়গায় কাঁটা তারের বেড়াও নেই। তা শীঘ্রই সংস্কার করা হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্র। বর্ধমান কান্ডের পর এন আই এ তদন্তে জানতে পেরেছে এ দেশে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের সুস্পষ্ট যোগ আছে। জেহাদি মৌলবাদি ইসলামিক সংগঠনকরা ধর্মীয় ভাবাবেগের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে এ রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা অখন্ডতা বিনষ্ট করতে গভীর ষড়যন্ত্র করেছে–এই তথ্য ‘এন আই এ’র হাতে এসেছে। তাই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বিষয়টিকে যে হালকাভাবে নিচ্ছে না সেই বার্তা দিতেই মুখ্যমন্ত্রীকে সরেজমিনে বিষয়টি বুঝিয়ে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

কেন্দ্রের ছায়া দেখলেই ভয়ে কাঁটা রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিবিআই থেকে ইডি, এন আই এ থেকে এন এস জি। রাজ্যের পুলিস–গোয়েন্দাদের উপর আস্থা হারিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এখন এইসব কেন্দ্রীয় সংস্থার বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। আইন–শৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয় হওয়া সত্ত্বেও রাজ্য সরকারকে লজ্জায় ফেলে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে। একদিকে চিটফান্ডের আর্থিক কেলেঙ্কারি অন্যদিকে সন্ত্রাসের হাতছানি। এই পরিস্থিতি একদিনে হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশের আড়ালে দীর্ঘ বাম জমানায় যে ভয়ানক রাজনীতি এ রাজ্যের কালচারে পরিণত হয়েছিল তার বদল ঘটল না ‘পরিবর্তন’–এ। যার ফল হল কেন্দ্রীয় সংস্থার হস্তক্ষেপ। এখন এ রাজ্যের রাজনীতিকদের ‘দেখে নেব’ মার্কা আস্ফালন ছাড়া আর কিছুই করার নেই। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নিয়োগকে সমর্থন জানিয়ে মুখরক্ষার যে সুযোগটুকু ছিল ইতিমধ্যে তাও হারিয়ে বসেছে এ রাজ্যের সরকার ও শাসকদল। ফলে তৈরি হয়েছে এক ছায়া যুদ্ধের বাতাবরণ। আর রাজ্য সরকার নিজের ব্যর্থতাকে সঙ্গী করে লড়তে শুরু করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছায়ার সঙ্গে। আর এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে জাঁকিয়ে বসছে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির দাদাগিরি।

কেন্দ্রের গুঁতো

১। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে সিবিআই।

২। চিটফান্ড নিয়ে সিবিআই–এর পাশাপাশি সমান্তরাল তদন্তে নেমে পড়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও।

৩। বর্ধমানে বিস্ফোরণ হতেই সন্ত্রাসের আঁতুর ঘরে হানা দিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ।

৪। এনআইএ–কে সাহায্য করতে মাঠে নেমে পড়েছে অপর কেন্দ্রীয় দল এনএসজি।

শাসকদল মহাসংকটে। একদিকে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি প্রতিদিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে রাজ্যের ব্যর্থতাকে আর অন্যদিকে চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার হচ্ছে গ্রাম থেকে শহর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ, স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়ে তারই প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা নেতা–নেত্রী থেকে কর্মী–সমর্থকরা মেতে উঠেছে এলাকা দখল, দাদাগিরি আর ধান্দাবাজীতে। চারদিকে শুধু সিন্ডিকেট, প্রমোটারি ব্যবসা ও মানুষকে চমকে রাখার প্রচেষ্টা। এই বাতাবরণের অবশ্যম্ভাবি ফল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ, খুন। ঐতিহ্য বজায় রেখে এই দু–সঙ্গীতেই সঙ্গত করছে পুলিশ। আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান, হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো বদল, রাস্তাঘাটের উন্নতি, জঙ্গলমহলের শান্তি সবই চলে যাচ্ছে আড়ালে।

এই পরিস্থিতিতে শাসকদলের নেতা থেকে শুরু করে সরকারের কর্তাব্যক্তিরা সকলেই কেন্দ্রের ছায়া দেখলেই ভয় পেয়ে উল্টোপাল্টা বকছেন আর মানুষের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছেন। এমন অবস্থা চলতে থাকলে কেন্দ্রের অভিঘাত যত তীব্র হবে ততই শিথিল হয়ে পড়বে এ রাজ্যের প্রশাসন। এর সঙ্গে যুক্ত হবে মারখাওয়া প্রতিশোধপরায়ণ পুলিস ও বঞ্চিত সরকারি কর্মচারির ক্ষোভ। এই ক্ষোভ সামনে আসবে না কারণ রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি দূর অস্ত। অবশেষে হয়তো দুর্বল সরকারের অছিলায় শাসন নির্যাস সবটাই শুষে নেবে কেন্দ্রের কৌশল।

তাই সাধু সাবধান! একেবারে খোলা মনে চিটফান্ড, অনুপ্রবেশ, সন্ত্রাসের বিরোধিতা করে সামিল হতে হবে মূল স্রোতের লাইনে। রাজ্য, দেশ ও মানুষের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে। দলের নেতাদের দাদাগিরি বন্ধ করে এগোতে হবে উন্নয়নের পথে। দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষমতায় এসে ফুলে ফেঁপে ওঠা নেতারা না থাকলেও দল চলবে। কিন্তু মানুষ সরে গেলেই সর্বনাশ। ইতিমধ্যে যা শুরু হয়ে গিয়েছে।

সাগরে বিশ্বমানের বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

অশোক কুমার মণ্ডল

সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: ‘বেটার লেট দ্যান নেভার’। সাগরমেলার বয়স আনুমানিক কয়েক হাজার বছর হবে। এই মেলাকে ঘিরে সারা ভারতবর্ষে উৎসাহের অন্ত নেই। বহু মানুষ প্রতিবছর ভিড় করেন এখানে। তবুও পর্যটন মানচিত্রে এখনও নাবালক থেকে গিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রখ্যাত সাগরদ্বীপ। কোনও সরকারেরই এ ব্যাপারে মাথাব্যথা ছিল না। গত ২০০৯ সালে প্রথম সাগরমেলাকে পর্যটন মানচিত্রে পাকাপাকিভাবে স্থান দেওয়ার প্রস্তাব দেয় আলিপুর বার্তা। আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় সেই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

গত ৩০শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০টার সময় হোভারক্রাফটে সাগর সৈকতের বেলাভূমিতে পদার্পণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকাল ৩.৪৫ মিনিট নাগাদ কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দেন। সাগরমেলা প্রাঙ্গন থেকে একাধিক প্রকল্প উদ্বোধন, শিলান্যাস ও সরকারি পরিষেবা প্রদান করেন।

উন্নয়নকে বরাবরের মতো প্রাধান্য দিয়ে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় দুই শত বছরের প্রাচীন সভ্যতার কপিলমুনির লীলাক্ষেত্র সাগরদ্বীপের মাটিতে দাঁড়িয়ে রাজ্যের শিল্পপতিদের সঙ্গে নিয়ে বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে গঙ্গাসাগরকে নতুন রূপ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অজস্র মানুষের উপস্থিতিতে জনসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, সাগরে বারো হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে কেন্দ্র–রাজ্য যৌথ উদ্যোগে গড়ে উঠবে ‘‘গভীর সমুদ্র বন্দর’’। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে সাগরের বিচ পরিদর্শন করতে করতে বন্দর লাগোয়া বেলাভূমির নামকরণ করলেন ‘ভোরসাগর’। সাগরের অন্য দুটি বেলাভূমির নামকরণ করলেন ‘রূপসাগর’ এবং ‘ঢেউসাগর’। একই সঙ্গে ঝড়খালিতে একশো একর জমিতে গড়ে উঠছে পর্যটন কেন্দ্রের নব দিগন্তের ঠিকানা। সাগরকে কেন্দ্র করে পর্যটন মানচিত্রের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাত দিনের মধ্যেই কাজ শুরু করতে নির্দেশ দিলেন আধিকারিকদের। সব কুৎসা ও অপপ্রচার–এর জবাব উন্নয়নের মাধ্যমে দিতে হবে। একশো দিনের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ না করলেও রাজ্য স্বমহিমাতে এক নম্বরে পৌঁছেছে। মৎস্যজীবীদের থেকে সমুদ্র বন্দর বা পর্যটন কেন্দ্রের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হবে না বলে সাফ জানালেন তিনি। সাগরের পর্যটনের সামগ্রিক রূপরেখার কাজ সংক্রান্ত বিষয়ে দফতরের প্রধান সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্তের কথাও জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। বন্দরের কাজ তিনবছর লাগবে শেষ হতে। এদিন বিকালে সাগরে হোভারক্রাফটে নেমে শিল্পপতি সঞ্জয় বুধিয়া, রবি পোদ্দার, বিজয় দিওয়ান, হর্ষবর্ধন পাতোদিয়া, অমিত গোয়েঙ্কা, পিকে সিং, নবীন সুচান্তি, এ ভল্যা, রামরতন মোদি, ময়ঙ্ক জালান, সঞ্জয় আগরওয়াল, রুদ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে সাগর বিচ পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এরপর পাঁচের পাতায়

সমস্যা সত্ত্বেও উন্নয়নকে স্বাগত

কুনাল মালিক, রায়পুর ফেরিঘাট : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে কলকাতা থেকে নদীপথে গঙ্গাসাগর যাবেন এই খবর অনেকেরই জানা ছিল না। ৩০ অক্টোবর সকালবেলা কলকাতার মিলেনিয়াম পার্ক থেকে হুগলি নদীর দু পারে পুলিশের ব্যস্ততা দেখে মানুষ বুঝে যান এই পথেই মুখ্যমন্ত্রী সাগরদ্বীপ যাবেন। হুগলি নদীর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নুঙ্গি, আক্রা, বজবজ, পুঁজালী, বিড়লাপুর, রায়পুর, বুড়ুল, ফলতা ফেরিঘাটে সকাল ১০টা থেকে হাজার হাজার মানুষ ভীড় জমান। সকাল ১১টার সময় রায়পুর ফেরিঘাটে এসে দেখা গেল ডি–রাইপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজকুমার পরামানিক ছেলেদের নিয়ে নদীর পাড়ে তৃণমূলের পতাকা লাগাচ্ছেন। নদীপথে পোর্ট ট্রাস্টের লঞ্চে নৌকা না চালানোর জন্য মাইকে প্রচার করা হচ্ছে। রায়পুর ফেরিঘাটে চোখে পড়ল নতুন গ্লোসাইন বোর্ড লাগানো হয়েছে। নোদাখালি থানার অফিসার আতিবুর রহমান ফোনে মুখ্যমন্ত্রীর লোকেশান জানার চেষ্টা করছেন। নদীপথে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। রায়পুর ফেরিঘাট সহ

নদীপথের সব ঘাটই সকাল ১০টা থেকে বন্ধ হয়ে যায়। অনেক যাত্রী উলুবেড়িয়া, কাঁটাখালি, শাঁখাভাঙা, বাগান্ডা যাবার জন্য হাপিত্যেস হয়ে বসে আছেন। কিন্তু দুপুর ২টোর আগে ফেরি চলার কোন সম্ভাবনা না থাকায় অনেকেই সমস্যায় পড়েন। তবে এলাকার মানুষজন অনেকেই খুশি। নদীর ঘাটে জেলা যুব তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই প্রথম কোন মুখ্যমন্ত্রী নদীপথে কলকাতা থেকে সাগরদ্বীপে গেলেন। তিনি সরেজমিনে দেখলেন নদীর ফেরিঘাটগুলোর অবস্থা। আশার খবর খুব শীঘ্রই আমাদের এলাকার রায়পুর ও বুড়ুল ফেরিঘাট সংস্কার করা হবে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ প্রচণ্ড শব্দ করে দুটি হোভারক্রাফট রায়পুর ফেরিঘাট অতিক্রম করে যায়। নদীর পারে দাঁড়িয়ে থাকা উৎসুক জনগণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন। অনেকে তৃণমূলের পতাকা নাড়িয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোকে শুভেচ্ছা জানায়। ফেরিঘাটের যাত্রীদের সমস্যার কথা ভেবে দুপুর ১টার আগেই ফেরিঘাট খুলে দেওয়া হয়। যাত্রীদের চোখে মুখে খুশির ও স্বস্তির হাসি চোখে পড়ে।

আলিপুর বার্তার খবরের জের

ইগনুর অনিয়ম রোধে উদ্যোগী কেন্দ্র

আজাদ বাউল

ইন্দিরা গান্ধি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইগনু) বিভিন্ন পাঠ্যক্রমের নানা স্তরে দূর্নীতির নানা সংবাদ কিছুদিন আগে আলিপুর বার্তা লিড নিউজ করেছিল। ছাত্রদের কাছে এসএমএস পাঠিয়ে কোর্স পড়ানোর জন্য নানা পরিমাণ আর্থিক প্যাকেজসহ ছেঁড়াফাটা বই দেওয়া ইত্যাদি নানা বেনিয়মের খবর প্রকাশ করা হয়েছিল। কেন্দ্র এই অভিযোগগুলি নিয়ে রীতিমতো নড়েচড়ে উঠেছে। তার প্রমাণ পাওয়া গেল অতি সম্প্রতি ভারত সরকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে ইন্দিরা গান্ধি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম রুখতে দেশবাসীর কাছে চিঠিতে, ই–মেলে মতামত জানতে চেয়েছে। যে বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্র পরামর্শ চেয়েছে সেগুলির অধিকাংশই আলিপুর বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে যে কয়েকটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তার মধ্যে ‘ইগনু’ অন্যতম। পশ্চিমবাংলায় বহু ইগনুর সেন্টার রয়েছে। যথা সময়ে ছাত্র ছাত্রীরা কোর্স মেটেরিয়াল পায় না, পেলেও ছেঁড়াফাটা অসম্পূর্ণ।

অনিয়মিত ক্লাস, বইগুলিও সঠিকভাবে লেখা হয় না। বাইরে কোচিং নেওয়ার জন্য ছাত্র ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়া মোবাইল নম্বরে ফোন অথবা এসএমএস আসে কোর্স শেষ করানোর জন্য। এরকম এক গুচ্ছের অভিযোগ ছাত্র ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের। কেন্দ্রের এই গণতান্ত্রিক উদ্যোগকে আলিপুর বার্তা স্বাগত জানায় এবং আগামী দিনেও এই ধরনের গঠনমূলক সাংবাদিকতায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।

আজাদহিন্দ দিবসে ফাইল মুক্তির দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১ অক্টোবর আজাদহিন্দ দিবসে কলকাতার রেড রোডে আজাদহিন্দ শহিদ স্মারক বেদিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে সম্মান জানান রাজ্য সরকারের তরফে ফিরহাদ হাকিম, ফরওয়ার্ড ব্লক ও একাধিক নেতাজি অনুরাগী সংগঠন। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর সিঙ্গাপুরে নেতাজি আন্তর্জাতিক রীতিনীতি মেনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজাদহিন্দ সরকার। ভারতের মুক্তি আন্দোলনে আজাদহিন্দদের ভারত অভিযান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। আলিপুর বার্তা ও নেতাজি চেতনা মঞ্চের তরফে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানান ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, ওপেন ফোরাম ফর নেতাজি লাভার্স–এর তরফে চন্দ্রকুমার বসু, বিবেকানন্দ সেন্টার ফর সোসাল ওয়ার্কের তরফে শুভাশিস চৌধুরী, জয়শ্রী পত্রিকার তরফে বিজয় নাগ প্রমুখ। প্রত্যেক বক্তাই দাবি করেন নতুন সরকার যেন অবিলম্বে অজস্র আজাদহিন্দ ও নেতাজি সম্পর্কিত যে গোপনীয় ফাইল রয়েছে সেগুলি অবিকৃত অবস্থায় প্রকাশ করা হয়। সিলেবাসে আজাদহিন্দ শহিদদের যাতে স্বীকৃতি দেওয়া হয় সেই নিয়েও বক্তারা সরব হন। বসু পরিবারের তরফে জয়ন্তী রক্ষিত, অভিজিৎ রায়, ডঃ ডি এন বোস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ভোলবদল আর্থিক বাজারের

আমেরিকা এবং ইউরোপের হাত ধরে।

শুদ্ধাশিস গুহ

ভোল পাল্টানোর ক্ষেত্রে আর্থিক বাজার টেক্কা দিতে পারে বহুরূপীদের সঙ্গে। আবার আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার সঙ্গেও সমান তালে জুঝতে পারে শেয়ার বাজারের গতিপ্রকৃতি। এই বাজার কখন ইতিবাচক থাকবে আর কখন নেতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করবে তা ঈশ্বরেরও অজানা। অন্তত দীর্ঘদিন ধরে যারা আর্থিক বাজারে ঘাটাঘাটি করছেন তাঁরা এই অভিমত তুলে ধরেন। কখন কোন বিষয়কে বাজার ভালো চোখে নেবে, কখন কোন ঘটনাকে খারাপ হিসেবে প্রতিপন্ন করবে তাও সাধারণ জ্ঞানে ধরা খুব কঠিন।

এজন্য এ বাজার নিয়ে কোনও ধরনের ভবিষ্যৎবাণী খাটে না। বরং বলা যায় পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিকে ভেস্তে দিতে এ বাজারের জুড়ি মেলা ভার। অনেকটা নারী চরিত্রের মতো শেয়ার বাজারকে পড়ে নেওয়া খুব কঠিন। যতই কাছাকাছি থাকুক এবং সহজ মনে হোক না কেন নারী মনের হদিশ পাওয়া কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো। একই ঘটনা পরিলক্ষিত হয় শেয়ার বাজারের নাড়ি নক্ষত্র বাছার ক্ষেত্রে। এই সপ্তাহ খানেক আগে বিশেষ করে সেপ্টেম্বর মাস থেকে ভারতীয় শেয়ার বাজার এবং বিদেশের বাজারে একটা গেলো গেলো রব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মনে করা হচ্ছিল বাজার বুঝি অনেকটাই দামি হয়ে উঠেছে। যত সম্ভব দ্রুত এতে সংশোধনী আসা দরকার।

প্রায় এক মাস জুড়ে বাজারে পতনের ছবি প্রকটিত হয়েছে। আমেরিকাসহ গোটা ইউরোপ, জাপান, চিন, কোরিয়া ইত্যাদি ইনডেক্সেও কম বেশি ভালোই কারেকশন হয়েছে। সর্বোচ্চ পরিমাণের দিকে দেখলে এটা দেখা গিয়েছে ভারতীয় আর্থিক বাজারে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ পতন ঘটেছে। যার মধ্যে নিফটি ৭৮০০-র ঘর ভেঙে এবং সেনসেক্স ২৭০০০-এর অনেকটা নিচে এসেছে। একইভাবে আমেরিকার সূচক ডাও জোন্স, ন্যাসড্যাক এবং এস অ্যান্ড পি-তেও ৭-৮ শতাংশ পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। অবশ্যই তাতে আর্থিক সূচক নিচের দিকে ধাবিত হয়েছে। বেশ কিছু খারাপ খবর পৃথিবীর অর্থবাজারকে গত এক মাস বেসামাল করেছিল। এমনও রব উঠেছিল যে, বিশ্ব বাজারে আরও বড় পতন ঘনীভূত হতে পারে। স্বাভাবিক ভাবেই যার ছোঁয়া নেমে এসেছিল ভারতেও। অথচ মোদি সরকার আসার পর থেকে ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থা অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এমনটাই মনে করছেন বহু বিশেষজ্ঞ, যার মধ্যে আবার একটা বড় অংশ বিদেশি। কিন্তু যেহেতু আমরা বসবাস করি একটা বিশ্বায়নের জগতে তাই আমেরিকা এবং ইউরোপের কুফলের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হতে হয় আমাদেরও।

অর্থনীতি

তাছাড়া বিগত দিনের দিকে তাকালে একটা জিনিস পরিস্কার অক্টোবর মাসটাতে বরাবর বিদেশিরা বিক্রি করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে সূত্রের খবরে জানা যায়, এই মাসে মহাজনের কাছ থেকে আনা ব্যাপক আকারের অর্থ শোধ করার তাগিদ ওঠে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের। পোশাকী ভাষায় আমরা যাদের বলে থাকি এফ-২। এই বিদেশি লগ্নিকারীরা হাত গুটিয়ে নিলে বা বেচতে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই এদেশের বাজার বড় পতনের সম্মুখীন হয়।

অক্টোবর মাসের প্রাক্কাল থেকে সেপ্টেম্বর জুড়ে যে পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে বিশ্ব আর্থিক বাজারে তা অব্যাহত থেকেছে অক্টোবরের একটা বড় অংশ পর্যন্ত। তবে এই লেখা মুদ্রিত হওয়া পর্যন্ত বাজার জুড়ে একটা পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। তা হল আমেরিকা সহ দুনিয়ার অন্যান্য বাজারেও ভালো বিক্রি-বাট্টা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ আমেরিকার হাত ধরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বিশ্ব বাজার। এর মধ্যে অবশ্য জাপানের অবস্থা করুণ। নিজস্ব আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত দেশটি সেভাবে উত্থানের সুযোগ নিতে পারছে না। চিন সীমাবদ্ধ জায়গার মধ্যে আটকে রয়েছে। সেদিক থেকে ভারতের বাজার বিদেশিদের কাছে অনেক লোভনীয়।

মোদি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম দিকে কয়েকটি উপনির্বাচনে বিজেপি বা এনডিএ-র পরাজয় কিছুটা সমস্যা তৈরি করলেও সাম্প্রতিক কালে মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানায় তাদের একক সাফল্য অনেকটাই স্থিতি এনে দিতে পারে বাজারকে। এ মত সাধারণ মানুষের নয়, বিশেষজ্ঞরাও একই ধারণা পোষণ করেন। তাছাড়া বিশ্ব জুড়ে কাঁচা তেল বা ক্রুড অয়েলের দাম ক্রমাগত নিচে আসাও অর্থবাজারকে বাড়তে সাহায্য করছে। এর সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমে যাওয়াও ভারতকে সুবিধাজনক অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে। এত কিছু অনুকূল পরিবেশ থাকলেও বিশ্ব বাজারের দোদুল্যমানতা কিছুটা হলেও চিন্তায় রেখেছে ভারতকে। এখন দেখার আমেরিকা বা ইউরোপের বাজার তাদের কারেকশন পর্ব ঝেড়ে ফেলে নতুন উচ্চতা বা শৃঙ্গের দিকে যায় কি না। তা হলে কিন্তু ভারতও আরও অনেক ভালো জায়গায় পৌঁছাতে পারবে। সেটা সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমাদের সামনে চলে আসবে। এর মাঝে কালীপুজো এবং দীপাবলীর অবসরে মুহূরৎ কেমন কাটে সেদিকেও নজর থাকবে সকলের।

যদিও খুব কম সময়ের বেচাকেনাতে অনেক সময় ভল্যুম বা সাধারণের অংশগ্রহণ তুলনামূলক ভাবে অনেক কম হয়। এবারে তার থেকে ব্যতিক্রম ঘটার আশা নেই। শুধুই এটাই দেখার রয়েছে ওই পবিত্র তিথিতে বাজার ভালো অবস্থানে থাকে কি না। যদি তা সম্ভব হয় তবে সংস্কারের দিক থেকেও অনেক ইতিবাচক আশা পোষণ করবেন লগ্নিকারীরা।

এতো গেল ভারতবাসীর সংস্কারের বা আচার বিচারের গল্প। আরও একটি সংস্কার বা আর্থিক রিফরমেশনের দিকেও নজর থাকবে বাজারের। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ইঙ্গিত দিয়েছেন আগামী দিনে আরও অনেক সংস্কার তথা উদার অর্থনীতির পথে হাঁটবে এই সরকার। যার অন্যতম বড় উদাহরণ ডিজেলের বিনিয়ন্ত্রণকরণ। এর ফলে আগামী দিনে তেল কোম্পানিগুলি নিজে থেকে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দাম বাড়াতে বা কমাতে পারবেন। সাধারণ মানুষ বা কিছু স্বার্থান্বেষী মহল প্রচার করছেন এর ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বাজার অর্থনীতি কিন্তু তা বলছে না। বরং ভরতুকির নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এসে এর ফলে ভারত আরও মজবুত আকার ধারণ করবে বলে তাদের বক্তব্য। আর্থিক সংস্কারের পথে যত অগ্রসর হবে কেন্দ্র তথা ভারত সরকার ততটাই বিদেশিরা এ বাজারের প্রতি প্রলুব্ধ হবেন। অতীতে পি চিদম্বরম ইউপিএ-র অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন বাজার তাঁর বেশ কিছু সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিল। বিশেষ করে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের রক্ষণশীল অর্থনৈতিক মডেলের থেকে চিদম্বরমের উদারীকরণের নীতিতে বাজার অনেক সময় প্রভাবিত হয়েছে। সেই ধারা জেটলিও বহন করছেন বলে মনে করা হচ্ছে। স্বয়ং অর্থমন্ত্রী নিজে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ভারতীয় বাজার বড্ড বেশি সেন্টিমেন্ট বা আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে মূল উপাদানগুলি সেভাবে চোখে পড়ে না ভারতীয় বাজারে। এদিকটাতে নজর দিতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে জেটলি সাহেব জানিয়ে দিয়েছেন, আগামী অর্থনৈতিক বাজেটের প্রাক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তিনি এবং মোদি নেতৃত্বাধীন সরকার। এই বাজেটে আর্থিক সংস্কারের দিকটি নিঃসন্দেহে গুরুত্ব পাবে। তবে জেটলি এও জানিয়েছেন, সংস্কার সবসময় বাজেটের পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। বরং যে কোনও সময় তা অবয়ব ধারণ করতে পারে। আগামী বাজেটে আর্থিক সংস্কার এবং জনমুখী কর্মসূচি এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন তাঁরা। তবে প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলীকে সামনে রেখেই এগোতে চাইছে সরকার।

অনলাইন শপিং জিন্দাবাদ

সৌমিতা চৌধুরী

বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতাকে সবাই প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ে ব্যস্ত। কিন্তু নিজেদের ব্যস্ত বহুল জীবনেও নিজেদের বাজারে চলতি জিনিসপত্র দিয়ে ফ্যাশন করে বাকিদের টেক্কা দেওয়ার ইচ্ছেটা সবারই থেকে যায়। তার মধ্যে আবার কথায় আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। শীত হোক কিংবা বর্ষা পুজো কিংবা বিয়ে সবেতেই কেনাকাটাটা একটা হুজুগ। কিন্তু দোকানে দোকানে ঘুরে কেনাকাটা করার মতো সেই সময় আজকাল কোথায়?

সেই সমস্যার এখন সমাধান হয়েছে। বাড়িতে, অফিসে কিংবা যে কোনও জায়গায় বসে বসে আপনি সেরে নিতে পারেন আপনার মন মতো শপিং। সৌজন্যে অনলাইন শপিং। যেকোনও জায়গায় ইন্টারনেটের সামনে বিভিন্ন অনলাইন শপিং-এর সাইট খুললেই পেয়ে যাবেন আপনার মন পসন্দ কেনাকাটার বিপুল সম্ভার। জামাকাপড় থেকে শুরু করে যে কোনও রূপচর্চার সরঞ্জাম, গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় সামগ্রী, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, বই প্রভৃতি সবই ছেলে-মেয়ে-বাচ্চা সবার জন্যই পাওয়া যায়।

যে কোনও অনুষ্ঠানে কি গিফট দেবেন এটা এখন আর সমস্যাস না। এই সমস্ত বিভিন্ন সাইটগুলো খুললেই পেয়ে যাবেন অত্যাধুনিক সব জিনিসপত্র। আপনিও খুশ, যাকে দেবেন তিনিও খুশ। কেনার আগে আবার জিনিসটা সম্পর্কে জানতে রিভিউ দেখে নিতে পারেন। কেনা জিনিসে কোনও অসুবিধা হলেও সেটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাল্টাবারও সুবিধা পাবেন আপনি। তার মধ্যে উপরি পাওনা জিনিসগুলির মূল্যে প্রায়শই বিশেষ ছাড় পাওয়া। ব্যাস! পছন্দ করে নিজেদের ঠিকানা দিয়ে দিলেই আপনার পছন্দ করা জিনিস এসে যাবে আপনার বাড়িতে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার জিনিস হাতে পেয়ে, তারপর দাম দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। তাই নিজেদের ব্যস্তবহুল জীবনে ভিড় না ঠেলে ঘরে বসেই চট্‌জলদি শপিং করার স্বাদ নিন।

ভ্রম সংশোধন

গত ১১-১৭ অক্টোবরের ৪৯ সংখ্যার ছ'য়ের পাতায় 'পুজো নয় থিম পুজো দেখার আনন্দে মাতলো শহরবাসী' সংবাদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে 'লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালে'র (বেহালা) তথ্যটি অজ্ঞতাবশতঃ উল্লেখ করা হয়েছে। এটি 'লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনালে'র তথ্য পরিবেশনের জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমা প্রার্থী।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১ নভেম্বর – ৭ নভেম্বর, ২০১৪

মেষ :- নতুন কর্মলাভের যোগ অথবা কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। জমি-জমা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। জলপথে ভ্রমণে যাবেন না। বিপদ হতে পারে। বুদ্ধির ভুলে ক্ষতি।

বৃষ :- ব্যবসা বাণিজ্যে যোগ ভাল থাকলেও লেন-দেনের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। লেখাপড়ায় অমনোযোগিতার জন্য ফল ভাল পাওয়া যাবে না। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন :- অবিবাহিতের বিবাহের যোগ রয়েছে। পরিবেশের মধ্যে কেউ শত্রুতা করে আপনার ক্ষতি করতে পারে। অতিরিক্ত খরচের জন্য ঋণী হতে পারেন। অর্শ ও আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। আগুন ও বিদ্যুৎ থেকে সাবধান হবেন।

কর্কট :- প্রেম-প্রণয়ের যোগ থাকলেও বাধা আসবে। অতএব সেদিকে মন না দেওয়াই ভালো। আপনার সুন্দর চিন্তাধারা উন্নতির পথে সহায়ক হবে, কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বজায় থাকবে। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

সিংহ :- শরীরের দিকে যত্ন না নিলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বন্ধুদের সাথে মেলামেশায় সাবধান থাকবেন। পড়াশুনায় মনের মত ফল পাবেন না। আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন।

কন্যা :- কর্মস্থলে মনসংযোগ বজায় রাখুন। স্নেহ-প্রীতির বিষয়টিকে এড়িয়ে চলুন। অর্থনৈতিক বিষয়ে যথেষ্ট শুভ ফলের যোগ রয়েছে। বাত বা বাতজাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। সন্তান-সন্ততি বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে।

তুলা :- বেকারত্বের অবসান হবে, গৃহে আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আপনার ব্যক্তিত্ব আপনার উন্নতির পথে সাহায্য করবে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মস্থলে সুনাম বৃদ্ধি পাবে। নতুন বন্ধুলাভ এবং তাদের সাহায্য পাবেন।

বৃশ্চিক :- দায়িত্ববহুল কাজগুলিতে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটবে না। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে। সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। ঠান্ডাজনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বয়স্করা বাতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

ধনু :- আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে অতিরিক্ত সাবধান থাকতে হবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট। বামনহাটির মূল অবশ্যই ধারণ করবেন।

মকর :- ব্যবসায় কিঞ্চিৎ বাধা এলেও লাভবান হবেন। স্নেহ-প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। আর্থিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভ ফল পাবেন। গৃহ ভূমি সম্পর্কে শুভযোগ।

কুম্ভ :- শিল্পী ও সাহিত্যিকদের পক্ষে সময়টি শুভ। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্ম বিষয়ে শুভাশুভ মিশ্রফল পাবেন। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। নতুন বন্ধুলাভ। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন।

মীন :- মাথা গরম করবেন না। সুস্থ থাকতে হলে ক্রোধকে দমন করতে হবে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা এলেও আপনি অর্থ পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় ও কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খুব চিন্তা-ভাবনা করে অগ্রসর হবেন। শিক্ষায় শুভ ফল পাওয়া যাবে।

ইভটিজিং রুখতে

১। টিভি, সংবাদপত্র, নিউজ প্রভৃতিতে দেখে ও শুনে ইভটিজিং ব্যাপারটার সঙ্গে আমরা প্রায় সবাই পরিচিত। আজকাল অনেক মহিলাকেই রাস্তাঘাটে, বাসে-ট্রামে ছেলেদের কাছে বিভিন্নভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়। মহিলাদের উদ্দেশ্যে কটু অঙ্গভঙ্গি, অশ্রাব্য কথা বা সম্বোধন, গান করা, কোনও নিষিদ্ধ চিত্র প্রদর্শন, কুরুচিপূর্ণ স্পর্শ (যা মহিলাদের কোনো রকম মর্যাদা হানি করে) প্রভৃতি ইভটিজিং-এর আওতায় পড়ে।

ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ২৯২, ২৯৪, ৫০৯, ৩৫৪(ক) ধারায় এই অপরাধের শাস্তির বিধান রয়েছে।

২। ২৯২ ধারা অনুযায়ী যদি কোনো মহিলাকে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ চিত্র, ছবি, বই, কাগজ প্রভৃতি দেখিয়ে তার সম্মানহানি করার চেষ্টা করলে অপরাধীর ২ বছর পর্যন্ত জেল হবে ও তাকে ২০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (প্রথমবার অপরাধের ক্ষেত্রে)। আর এই অপরাধ একাধিক বার

আইন-আদালত

করার ক্ষেত্রে অপরাধীর পাঁচ বছর পর্যন্ত জেল হবে ও তাকে ৫০০০টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩। ২৯৪ ধারা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মহিলাকে উদ্দেশ্য করে কোন অশ্লীল মন্তব্য অঙ্গভঙ্গি, গান অথবা কথা বলে উত্যক্ত করার চেষ্টা করেন, তবে সেই অপরাধীর ৩ মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে।

৪। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৫০৯ ধারা অনুযায়ী কোনো মহিলার উদ্দেশ্যে কোনও রকম অভদ্র ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী, কটু মন্তব্য কিংবা এমন কিছু করা যা কোনও গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করে, তখন ওই অপরাধী ব্যক্তির ১ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা কিংবা উভয়ই শাস্তি হতে পারে।

৫। ৩৫৪ (ক) ধারা অনুযায়ী কোনো মহিলার শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ করলে, ওই ব্যক্তির তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ড হতে পারে।

কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইভটিজিংএর অভিযোগ আনলে পুলিশ আদালতের থেকে অনুমতি নিয়ে তদন্ত হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের হেফাজতে রাখতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মেল নার্সিং ট্রেনিং

পশ্চিমবঙ্গ এক বিশেষ উদ্যোগে ছেলেদের জন্য এই প্রথম 'মেল নার্সিং' কোর্স চালু হল। 'জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি (জি.এন.এম.)' ট্রেনিং কোর্স প্রথম পর্যায়ে পড়ানো হবে এই দুই হাসপাতালে (১) কলকাতার বাঘাযতিন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে, (২) উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে।

যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-১-২০১৪'র হিসাবে ১৭ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। ভোকেশন্যাল শাখার প্রার্থীরা যোগ্য নন। পশ্চিমবঙ্গে একটানা ৫ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বাংলা ভাষায় লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা দরকার। সীট ৮০টি। এর মধ্যে বাঘাযতিন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ৪০টি ও অশোকনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ৪০টি। তপশিলী জাতির প্রার্থীদের জন্য ২২%, তপশিলী উপজাতি প্রার্থীদের জন্য ৬%, ও.বি.সি 'এ' ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্য ১০%, ও.বি.সি. 'বি' ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্য ৭% সীট সংরক্ষিত। সাড়ে ৩ বছরের কোর্স। এর মধ্যে শেষের ৬ মাস ইন্টার্নশিপে থাকতে হবে। ট্রেনিং শুরু ডিসেম্বরে। চলবে ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত। প্রার্থী বাছাই হবে উচ্চমাধ্যমিকের ইংরিজি বিষয় আর ৩টি ইলেকটিভ বিষয়ে (এনভায়রণমেন্টাল স্টাডিজ ছাড়া) পাওয়া নম্বর দেখে। মনোনিত হলে থাকার জন্য মাসে ১২ টাকা দিতে হবে।

দরখাস্ত করবেন সাধারণ কাগজে, নিচের বয়ান ও বাসিন্দা সার্টিফিকেটের বয়ান আলাদা কাগজে পূরণ করুন। এছাড়াও পারেন এই ওয়েবসাইটে। www.wbhealth.gov.in এছাড়াও বয়ান পাবেন www.karmo-sangsthan.com ওয়েবসাইটের 'Download Forms'এর মধ্যে। তখন সঙ্গে দেবেন

(১) উচ্চমাধ্যমিক পাশের মার্কশিটের স্ব-প্রত্যায়িত নকল, (২) মাধ্যমিকের অ্যাডমিড কার্ড ও সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যায়িত নকল, (৩) সংশ্লিষ্ট জেলার গেজেটেড অফিসার/জেলা পরিষদের সভাধিপতি/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি/গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/পুর নিগমের মেয়র বা, কাউন্সিলর/স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর/স্থানীয় এম.পি./এম.এল.এ'র দেওয়া একটানা ৫ বছরের স্থায়ী বাসিন্দা সার্টিফিকেট (নিচের বয়ানে আলাদা কাগজে), (৪) তপশিলী আর ও.বি.সি'-রা দেবেন কাস্ট সার্টিফিকেট প্রত্যায়িত নকল, (৫) এখনকার তোলা ও নিজের সই করা ১ কপি পাশপোর্ট মাপের ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে), (৬) নিজের নাম-ঠিকানা লেখা ও উপযুক্ত ডাকটিকিট সাঁটা ১টি খাম। দরখাস্ত পাঠাবেন রেজিস্ট্রি ডাকে/স্পীড ডাকে/ক্যুরিয়ারে। দরখাস্ত পৌঁছনো চাই ৩০ অক্টোবরের মধ্যে এই ঠিকানায় : The Principal Nursing Officer, In Service Training School, Chittaranjan Seve Sadan and Sishu Sadan, 37, S.P. Mukherjee Road, Kolkata-700 026.

কাজের খবর

কর্মখালি

ডোনেশন নয়, কাজের ছেলে প্রয়োজন।
LWK-**4687**

উঃ বঙ্গ-সহ পঃ বঙ্গের ১৯টি জেলায় শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী Govt. স্বীকৃত বহু পুরাতন প্রতিষ্ঠিত সংস্থায় কিনা ডোনেশনে ডাইরেক্ট কোম্পানি পে-রোলে নিজ-নিজ জেলায় স্থায়ী কাজ। যোগ্যতা : নামসই – স্নাতক, বেতন : (9500-28500) ঊর্ধ্বে। পোস্ট : ৪র্থ-৮ম। পিওন ASV, লেবার, গার্ড বেতন (9500-12500) । ১০ম-SV, স্টোরকিপার, ATM গার্ড, অফিস বয় টাওয়ার গার্ড, রিসেপশনিস্ট- বেতন (13500-17500) H.S – স্নাতক : ক্লার্ক, ইনচার্জ, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, Back Office, Front Office বেতন : (18500-28500) ESI, PF, বোনাস, OT, CL, মেডিক্যাল, থাকা, খাওয়া ও আরও অনেক সুযোগ SC, ST, OBC-দের জন্যে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা আছে। সত্বর যোগাযোগে ব্যাঙ্কের (DSA)তে সরাসরি নিয়োগ। Ex-সার্ভিস ম্যানদের বিশেষ কাজের সুযোগ। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে প্রাইভেট কোম্পানি, ব্যাঙ্ক (DSA), ATM-এ সরাসরি নিয়োগ নিজ সাক্ষাতে। রেজিঃ + ফর্ম ২০১। সত্বর যোগাযোগ – Sreeja Job Service -7076276280.

SATYAM GROUP
ভবিষ্যতের দিশা
Reg. No. **046786**

গ্যারান্টির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিনা ডোনেশনে উঃ বঙ্গ-সহ পশ্চিমবঙ্গের ২০টি জেলায় বর্তমানে প্রচুর কাজের সুযোগ। নামসই থেকে স্নাতক বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য সরাসরি কোম্পানির পে-রোলে স্থায়ী কাজের সুযোগ বিভিন্ন MNC, NC, Ltd., Pvt. Co., শোরুম, টাওয়ার শপিংমল, হোটেল, এটিএম, ব্যাঙ্ক (ডিএসএ)তে সরাসরি নিয়োগ চলছে। যোগ্যতানুযায়ীপদ-গার্ড লেবার, পিওন, হাউসকিপার, স্টোরকিপার, এস.ভি, টেলিকলার, টাওয়ার ও এটিএম গার্ড, ব্যাক অফিস, রিসেপশনিস্ট, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ম্যানেজার ব্যাঙ্ক (ডিএসএ)-সহ অন্যান্য স্থায়ীপদ। বেতন : নামসই-৮ম (৯৭০০-১২০০০), এম.পি-এইচ এস (১১৫০০-১৫৫০০), এইচ এস-স্নাতক (১৪৫০০-২৬৫০০) ওটি-সহ সিএল, পিএফ, বোনাস, ইএসআই, প্রোমোশন, থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা। রেজিঃ ফি ১০১+ফর্ম। নিজের পছন্দমত জায়গায় কাজ পেতে শীঘ্রই যোগাযোগ-মো : ৭৮৭২০০১২০০.

স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের বিজয়া সম্মিলনী

গত ১৯ অক্টোবর, রবিবার, বিকাল ৪:৩০–এ অনুষ্ঠিত হল স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের কলকাতা মহানগর, এর বিজয়া সম্মিলনী। স্থান মানিকতলার কল্যাণ ভবন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রণয় রায়। (স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের পশ্চিমবঙ্গ প্রাপ্ত সংযোজন), কিশোর কর, বিজেপির রাজ্য আই টি সেল–এর প্রমুখ, কানাই ভট্টাচার্য্য, স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা প্রমুখ, সুব্রত মণ্ডল, স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক, সমীর বিশ্বাস, স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের কোলকাতা মহানগর সংযোজক ও ডাঃ সঞ্জয় দেব, বর্ধমান বিভাগ সংযোজক এই অনুষ্ঠানে স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার ও উৎসাহ দেওয়ার উপর আলোচনা হয়। প্রণয় রায় তার বক্তব্যে প্রদানমন্ত্রীর জন–ধন–যোজনার সুবিধা যাতে পশ্চিমবঙ্গবাসী নিতে পারেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই বিষয়ে ব্যাঙ্কের অসহযোগিতা বিষয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠান শেষ হয় ৭টায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছে 'জাগরণ মঞ্চ'।

বর্ধমানে বিজয়া সম্মিলনী

গত ১২ই অক্টোবর বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকে এক বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বদেশি প্রান্ত সংগঠন সম্পাদক সুব্রত মণ্ডল, জেলা সংগঠন সম্পাদক মহাদেব পাল, জেলা সংযোজক নারায়ণ ঘোষ, আলুচাষি কল্যাণ মঞ্চের বর্ধমান বিভাগ সংযোজক অর্দ্ধেন্দু ঘোষ ও সমীর বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। বিজয়া সম্মিলনীর শুরুতে ভারতীয় কিষান সংঘের প্রয়াত কার্যকর্তা শম্ভু নায়েকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এই সম্মেলনে সমীর বিশ্বাস বলেন যে, বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষ্যে সমস্ত অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং সংগঠক সুব্রত মন্ডল প্রয়াত কৃষক নেতা শম্ভু নায়েকের স্মরণ প্রসঙ্গে বলেন যে তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থ সেবা থেকে বর্তমান কার্যকর্তাদের শিক্ষা নিয়ে সংগঠনের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাহলে এই প্রবীণ কার্যকর্তার প্রতি সঠিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হবে।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

আগামী ৬ নভেম্বর ২০১৪, একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হয়েছে উত্তর হাজিপুর শিবালয় ক্লাবে।

ডায়মন্ডহারবারের, দঃ ২৪ পরগণা।

এই চক্ষু পরীক্ষা শিবিরটি আয়োজন করেছে শিবালয় আরোহী ও স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ সহযোগিতায় বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি।

সময় : সকাল ১০টা–দুপুর ২টা।

যোগাযোগ : পার্থ দাশ,মোবাইল নং : ৯৪৭৭০৫৭০৯৪

ব্লক অফিসে সিসি ক্যামেরা

অভিজিৎ হাজরা, উলুবেড়িয়া, অফিস চত্বর থেকে বেশ কয়েকমাস ধরে বেশ কিছু জিনিসপত্র চুরি যাচ্ছিল। ব্লক অফিসে নানান প্রয়োজনীয় কাজে আসেন সাধারণ মানুষ, ছাত্র–ছাত্রী সহ অন্যান্য অন্যান্যরা। চুরি যাচ্ছে তাদের সাইকেলও।

এই অবস্থায় ব্লক অফিসে চুরি বন্ধের জন্য সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দেবব্রত রায়ের উদ্যোগে ব্লক অফিসের বিভিন্ন স্থানে সি. সি. ক্যামেরা বসানো হল।

উলুবেড়িয়া ২ নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দেবব্রত রায় জানালেন, অফিসের প্রবেশ পথের গেটে ২টি, ভিতরে ১টি মোট ৪টি সি. সি. ক্যামেরা বসানো হয়েছে। দেবব্রতবাবুর বিশ্বাস এর ফলে বি.ডি. ও অফিসে চুরি রোখা সম্ভব হবে।

ব্লক অফিসে প্রয়োজনীয় কাজ করাতে আসা ছাত্র–ছাত্রী থেকে মানুষজনের অভিমত সি.সি. ক্যামেরা বসানোর সংখ্যা বাড়াতে হবে।

উত্তরপ্রদেশের সংস্থার নামে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের

অভিজিৎ হাজরা

আমতা : হাওড়া জেলার আমতা–১ ব্লকের অন্তর্গত রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫জন বেকার যুবককে প্রতারণার অভিযোগ আমতা থানায় দায়ের করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশের এক সংস্থার বিরুদ্ধে। আমতা থানা প্রশাসন ও রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা যায় প্রায় ৯ মাস আগে রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন ৫ জন যুবক রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আলোকলতা মণ্ডলের সুপারিশপত্র সহ পূরণ করা আবেদন ও ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ পাঠিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের এক সংস্থার ঠিকানায়। কিন্তু বিগত কয়েকমাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও চাকরি না পাওয়ায় সংস্থার সাথে কোনভাবে যোগাযোগ করতে না পেরে পঞ্চায়েত প্রধানের দ্বারস্থ হয়। এই বিষয়ে রসপুর অঞ্চলের প্রধান আলোকলতা মন্ডল জানালেন গত ২০১৩ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে উত্তরপ্রদেশের অভিন্ন পুর এলাকার একটি সংস্থার কাছ থেকে পোস্ট অফিস মারফৎ চিঠি পান। তিনি বলেন ঐ চিঠিতে ''বায়ো–এনার্জি অ্যান্ড গ্রামীণ পরিযোজনা'' প্রকল্পে চাকরির জন্য ৫ জন বেকার যুবকের নামে পাঠাতে বলা হয়। কি ধরনের কাজ করতে হবে তা চিঠিতে উল্লেখ করা হয় নি। চিঠিতে উল্লেখ ছিল চাকরি প্রার্থীদের উক্ত পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা হতে হবে এবং উক্ত পঞ্চায়েত এলাকাতেই কাজ করতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি ছিল নূন্যতম মাধ্যমিক পাশ। বেতন উল্লেখ ছিল ১১,৫০০ টাকা থেকে ১৬,৫০০ টাকা। চিঠির সঙ্গেই ৫টি আবেদনপত্র দেওয়া হয়েছিল। চিঠিতে উল্লেখ ছিল ঐ ৫টি আবেদন ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ করে প্রবীণের সুপারিশপত্র প্রত্যেক আবেদন প্রার্থীর জন্য পৃথক পৃথক ভাবে দিতে হবে। সেই সঙ্গে প্রত্যেককে ৭০০ টাকা করে ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ দিল্লির একটি সংস্থার নামে পাঠাতে হবে।

প্রধান জানালেন, উত্তরপ্রদেশের ওই সংস্থার কাছে বেকার যুবকদের চাকরি পাওয়ার সুযোগকে হাত ছাড়া না করে রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৫ জন বেকার যুবককে নির্বাচন করে নির্দিষ্ট আবেদন ফর্ম যথাযথ পূরণ করে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক সুপারিশপত্র সহ ৭০০ টাকা করে ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ পাঠানো হয়। সমস্ত ব্যাপারটাই তত্ত্বাবধান করেন রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জয়ন্ত পল্ল্যে। তিনি জানালেন পুণরায় গত ১৮ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে পুনরায় উত্তরপ্রদেশের সেই সংস্থার কাছ থেকে ২টি চিঠি আসে। ওই চিঠিগুলিতে ফের ৫ জন করে ১০ জন বেকার যুবকের নাম পাঠাতে বলা হয়। চিঠির সাথে ১০টি নির্দিষ্ট আবেদনপত্রও দেওয়া হয়। আগের যে নিয়ম সেই নিয়ম বলবৎ রেখে শুধুমাত্র ব্যাঙ্ক ড্রাফট ৭০০ টাকার পরিবর্তে ৭৫০ টাকা করে পাঠাতে বলা হয়। তিনি বলেন এরপরেই আমাদের সন্দেহ হওয়ায় আমরা আমতা পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হই। মোবাইল টাওয়ার বসানো, ঋণ দেওয়ার নামে প্রতারনা সঞ্চয় প্রকল্পে টাকা জমা দিয়ে টাকা না পাওয়ায়

আমতা থানা

প্রতারিত সংস্থা ও এজেন্ট এর নামে আমাদের দপ্তরে বহু অভিযোগ আসে বলে জানালেন হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) পুলিশ দপ্তর পানিয়াড়ার এক অফিসার। তিনি বলেন এক্ষেত্রে রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়ের করা অভিযোগের বিষয়টা নতুন। আজ এ ধরনের কোন অভিযোগ আমরা পাই নি। আবেদন পাওয়ার পরেই আমরা তদন্ত শুরু করেছি।

আমতা ১ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি দপ্তর, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দপ্তর, হাওড়া জেলা পরিষদ এবং জেলা শাসক প্রত্যেকেই স্বীকার করছেন ঘটনাটি প্রতারণার। রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জয়ন্ত পাল্যে যিনি বিগত দিনে সি.পি. এম–এর দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন এবং তৎকালীন সময়ের সি পি এম তাবড় তাবড় নেতাদের কারাবাসও করিয়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেন ''বেকার যুবকদের চাকরি হবে এই কথা ভেবে তিনি ঐ সংস্থার বিষয়ে কোন খোঁজ খবর না নিয়েই ৫জন যুবকের নামে আবেদন ফর্ম পূরণ করে প্রধানের সুপারিশ পত্রে সহ ৭০০ টাকা ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ পাঠানো হয়েছিল। তিনি আরও বলেন বিগত কয়েকমাস কেটে গেলেও ৫ জন যুবকের চাকরি না মেলায় আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি। ইতিমধ্যে ঐ সংস্থার থেকে পুনরায় আরো ২ বার কয়েকদিনের মধ্যে ২টি চিঠিও আবেদন ১০টি পাই। এবারের চিঠিগুলিতে ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ পাঠাতে বলা হয় অন্য একটি ঠিকানায়। এরপর বিষয়টা নিয়ে সন্দেহ হয়। পূর্বের পাঠানো চিঠি এবং এবারের পাঠানো চিঠি ২টিতে সংস্থার কোন ফোন নম্বর ছিল না। যার কারণে আমরা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি নি। পুরো বিষয়টা আমরা প্রশাসনিক স্তর সহ পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে লিখিতভাবে প্রমানপত্র সহ দিয়েছি।

অপরদিকে হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি করবী ধূল ও সহসভাপতি অজয় ভট্টাচার্য বলেন অনেক সময় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রামাণ্য নথি দেখিয়ে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কর্মী নিয়োগ করে কাজ করেছে ও করছে। এক্ষেত্রে ওই সংস্থা যে এলাকায় কাজ করছে সেই এলাকার জেলা বিষয়টি জানায়। অজয়বাবুর বলেন হাওড়া জেলায় ''বায়োএনার্জি এ্যান্ড গ্রামীণ পরিযোজনা''য় কাজের জন্য কোন চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবে মনে হচ্ছে এটা প্রতারণা। আমরা সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই বিষয়ে সতর্ক বার্তা পাঠিয়েছি। অপরদিকে রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এই কাজের বিরুদ্ধে সি. পি. এম ও বি.জে.পি প্রচারের আসরে নেমেছে। তাদের অভিযোগ রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের কাছে কোনওরকম না খোঁজ খবর নিয়ে একক সিদ্ধান্ত এই কাজ করেছে। এবং প্রথম দিকে যে ৫ জনের নাম ও ব্যাঙ্ক ড্রাফট্ পাঠানো হয় তাদের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত (রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত) গ্রাম সদস্যদের জানানা হয় নি। উপপ্রধান জয়ন্ত পল্যে তার পছন্দ মত ৫ জনের নাম পাঠিয়েছেন। এর দায়ভার রসপুর অঞ্চলের প্রধান ও উপপ্রধানকেই নিতে হবে।

কাকদ্বীপ–নবান্ন সরাসরি বাস চালু

মেহেবুব গাজি : সুন্দরবনের সঙ্গে এবার সরাসরি বাস সার্ভিস চালু হল রাজ্য প্রশাসনের সদর দপ্তর নবান্ন পর্যন্ত। সোমবার কাকদ্বীপ বাস স্ট্যান্ডে বাস পরিষেবার উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুদ্ধদেব দাস, বিডিও অভিজিৎ চক্রবর্তী। এখন প্রতিদিন ৩টি বাস চলবে। এর মধ্যে একটি এ সি ও ২টি সাধারণ। কাকদ্বীপ থেকে ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতা হয়ে নবান্ন হয়ে সাঁতরাগাছি পর্যন্ত যাবে। উদ্বোধনের পর মন্টুরাম বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নির্দেশে নবান্নর সঙ্গে ২০টি জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুন্দরবনের সঙ্গে এবার সরকারি যোগ হল নবান্নের। কিছুদিন আগে কাকদ্বীপ থেকে বর্ধমান সরাসরি বাস সার্ভিস চালু হয়েছে। সুন্দরবন–সহ জেলা জুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হচ্ছে। নতুন করে রুট পারমিট দেওয়া হচ্ছে।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ছাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সোমবার সকালে ধানক্ষেতের মাঠে বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয় এক পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রীর এবং জখম হয় এক গৃহবধূ। মৃত ছাত্রীর নাম শিলা সরদার (১১)। জখম গৃহবধূ ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার জয়রামখালি গ্রামে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে নিকাড়ীঘাটা পঞ্চায়েতের জয়রামখালির বাসিন্দা ছাত্রী শিলা সরদার এদিন সকালে ছাগল চরাতে গিয়ে বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। এক গৃহবধূ দেখতে পেয়ে তাকে ছাড়াতে গেলে সেও বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়। তাদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ জানান বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে এক ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণতদন্ত শুরু হয়েছে। তবে মৃতের পরিবার থেকে এখনও পর্যন্ত কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি।

বাঘের আক্রমণে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: গত ২০ অক্টোবর বিকালে সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরার সময় বাঘে আক্রমণ করলে এক মৎস্যজীবীর মৃত্যু হয়। মৃত মৎস্যজীবীর নাম রামপ্রসাদ মন্ডল (৩২)। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার গোসাবা থানার সুধন্যখালি এলাকায়। স্থানীয় ও বনদফতরের সূত্রে জানা গিয়েছে পাখিরালয় গ্রামের বাসিন্দা মৎস্যজীবী এদিন একটি নৌকা করে সুধন্যখালি নদীতে মাছ ধরতে যায়। বিকালে মাছ ধরার সময় হঠাৎই সুধন্যখালি জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে এসে মৎস্যজীবী রামপ্রসাদ মণ্ডলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাকি মৎস্যজীবীরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে লাঠি সোটা নিয়ে বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ বাঘের সঙ্গে লড়াই হওয়ার পর বাঘ ভয় পেয়ে মৎস্যজীবী রামপ্রসাদকে ছেড়ে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। জলপথে আনার সময় পথে মৃত্যু ঘটে মৎস্যজীবী রামপ্রসাদের।

আক্রান্ত সিভিক পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ : গত ২০ অক্টোবর সোমবার দুপুরে সিভিক পুলিশকে মারধরের অভিযোগে পুলিশ রাম অধিকারি, সিদাম দাস, শিবু দাসকে গ্রেফতার করে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তুললে বিচারক ধৃত ৩ জনকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার রাতে কাকদ্বীপ থানার মাইতির চক এলাকায় চারজন সিভিক পুলিশ টহল দিচ্ছিল। সেই সময় হঠাৎই বেশ কয়েকজন যুবক সিভিক পুলিশের উপর চড়াও হলে গুরুতর জখম হয় ২ জন সিভিক পুলিশ। জখম ২ জনকে কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসকরা বিশ্বজিৎ ঘোড়ুইকে পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেয় চিকিৎসকরা। এই ঘটনায় পুলিশ ৩ জনকে গ্রেফতার করে।

মহানগরে

শহরের হোটেলগুলির সম্পত্তি কর বাড়তে চলেছে

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা : দীর্ঘ দেড় দশক শহরের সমস্ত পাঁচতারা হোটেলগুলির সম্পত্তি কর সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও পর্যালোচনা হয়নি। তাই এই হোটেলগুলির সম্পত্তি কর পর্যালোচনায় হাত দিতে চলেছে পুরসভা। পুর সূত্রে খবর, এই পর্যালোচনায় করের পরিমাণ বাড়বে। যেটি 'জেনারেল রিভ্যালুয়েশনে'র পদ্ধতি মেনেই হবে। নিয়মানুযায়ী জি আর পদ্ধতিতে প্রতি ছ'বছরে ২০ শতাংশ হারে সম্পত্তি কর বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। পুর সূত্রে খবর, ১৯৯৮–৯৯–এ পাঁচতারা হোটেলগুলির শেষ সম্পত্তি কর পর্যালোচনা করা হয়েছিল। সে সময় হোটেল কর্তৃপক্ষের আপত্তিতে প্রতি বর্গফুটে গড়ে তিন টাকা করে সম্পত্তি কর ধার্য হয়েছিল। পুরসভার ব্যর্থতা যে দীর্ঘ ১৫ বছর যাবৎ এই হারে কর নেওয়া হয়েছে। এখন এই তিন টাকাকে ছ'টাকা করা হলেও পুরসভার ক্ষতিই হবে। তবে এবার সম্পত্তি কর বাবদ কত টাকা ধার্য হবে, তা 'হিয়ারিং অফিসারে'র ওপরে নির্ভর করছে। এদিকে আসন্ন পুর ভোটের আগে পুরসভার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প স্তব্ধ। ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা হওয়ায় উন্নয়নের টাকা জোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে পুরকর্তারা।

তাই এই মুহূর্তে কলকাতা পুরসভার বকেয়া করের পরিমাণ প্রায় ১০৪৯ কোটি টাকা। কোটি টাকার বেশি কর বাকি রয়েছে এমন করদাতার সংখ্যা ৩১০ জন। এরকম পরিস্থিতিতে ওই সব করদাতাদের কাছ থেকে দ্রুত টাকা আদায়ের চেষ্টা করছে পুর কর্তৃপক্ষ। প্রয়োজনে সম্পত্তি নিলাম করে বকেয়া আদায় করার ভাবনাও রয়েছে।

জোকা তাকিয়ে গার্ডেনরিচের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : কলকাতা পুরসভার অধীনস্থ জোকা এলাকার ১৪২–১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডে বর্তমানে জনস্বাস্থ্য কারিগরী দফতরের পাম্পের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। কিন্তু এই এলাকায় ক্রমশ জনসংখ্যা বাড়তে থাকায় ওই সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। তাই কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে চারটি সুগভীর নলকূপ তৈরি করা হয়েছে। এদিকে পুর জল সরবরাহ দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই গার্ডেনরিচে রোজ ৫০ মিলিয়ন গ্যালন পরিশ্রুত পানীয় জল উৎপাদন করার কাজ শেষের পর্যায়ে। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হলে জোকায় পানীয় জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা থাকবে না। এদিকে গঙ্গার পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ শুরু হলে জোকার নতুন গড়ে ওঠা চারটি গভীর নলকূপের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে। তবে দমকল বিভাগ আগুন নেভাতে প্রয়োজনে এই নলকূপগুলি ব্যবহার করবে। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, ২০১৫–র মার্চের মধ্যে গার্ডেনরিচ প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। প্রসঙ্গত, ২০১৫ কলকাতা পুরসভার নির্বাচন। তার আগে নগরবাসীর যাবতীয় সুযোগ সুবিধা এবং সাধারণ চাহিদা মেটাতে বদ্ধপরিকর পুরসভা।

শোভাযাত্রায় বিশেষ ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগর: চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোর ঐতিহ্যশালী শোভাযাত্রায় দুর্ঘটনা এড়াতে পরিবর্তন আনতে চাইছে পুলিশ প্রশাসন। প্রতিবছরই শোভাযাত্রার লরিগুলিকে সম্পূর্ণ আলোকসজ্জায় মুড়ে ফেলা হয়। এমনকী চালকের সামনের কাঁচের স্ক্রিনও আলোর স্ট্রাকচারে ঢেকে দেওয়া হয়। তাই এবার চালকের কাঁচ যাতে খালি রাখা হয় সে ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি ও এতে সম্মতি দিয়েছে। তবে কোনও কমিটি যদি চালকের সামনের কাঁচ আলোকসজ্জায় ঢাকতে চায় তাহলে সেই পুজো কমিটিকে বিকল্প হিসাবে লরির ভিতর সিসিটিভি লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্যামল কুমার ঘোষ। তিনি আরও বলেন, শোভাযাত্রায় চালকে গাইড করে পুজো কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা। তাঁদের নির্দেশেই চালক ডানদিকে ও বাঁদিকে যান। কিন্তু চালক কিছুই দেখতে পান না। এতে কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটার মারাত্মক সম্ভাবনা থাকে। সামনের আলোর বোর্ড লাগালেও ওই অংশ দিতে হবে। যাতে চালক পরিস্কার রাস্তা দেখতে পান। চন্দননগরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৈকত ঘোষ বলেন, দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্যই আমরা চালকের সামনের কিছুটা অংশ খোলা রাখতে বলেছি। এই পুজোর ভাসানের শোভাযাত্রা দেখার মতো। কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির সম্পাদক অশোক সাউ বলেন, পুলিশের কাছে প্রস্তাব পাওয়ার পর যে বারোয়ারিগুলি শোভাযাত্রায় অংশ নেবে তাদের চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

কালীপুজোয় শহর দাপালো শব্দদৈত্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ইতিমধ্যে নানা ঘটনায় প্রমাণ করেছে সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে তারা ব্যর্থ। এটা আমাদের কথা নয়। সাধারণের অভিব্যক্তি এবং জীবনধারণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বারংবার এই অভিযোগ উঠে এসেছে। এবার পুলিশ দেখালো সামান্য শব্দদূষণ রোধ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। জেলার কথা, গ্রামের কথা ছাড় খোদ কলকাতার বুকে এবার বীর বিক্রমে দাপিয়ে বেড়ালো শব্দদূষণ। অন্তত পরিসংখ্যান তাই বলছে।

শব্দদৈত্যের ত্রিফলা। নিষিদ্ধ শব্দবাজির অবাধ বিচরণ, বেশি রাত পর্যন্ত শব্দসীমার তোয়াক্কা না করে চলল মাইক বাদন, গঙ্গার ঘাটে গভীর রাত পর্যন্ত চলল শব্দ দূষণের ছড়াছড়ি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল পুলিস। আর দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের টিকিও পাওয়া যায়নি পুরো উৎসব মরশুমেই।

রাস্তা ঘাটে পরিক্রমা করে আমাদের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন সারা শহর জুড়ে এবার অবাধ শব্দদূষণ নতুন প্রাপ্তি। কর্তব্যরত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্তব্য পুলিশ কর্মীরা জানিয়েছেন, 'কি করব দাদা, প্রায় সব পুজোই রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় চলে। উপরমহলের সঙ্গে তাদের দহরম মহরম। আমরা প্রতিবাদ করে মরতে যাই কেন!' এলাকার নাগরিকরা রাতে অতিষ্ঠ হয়ে কেউ কেউ থানায় ফোন করলে হয় ফোন বেজে গেছে, নয়তো ব্যর্থ আশ্বাস মিলেছে। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় একই চিত্র। শহর জুড়ে কলকাতাবাসীর উপলব্ধি এ জিনিস বহু বছর দেখা যায়নি। গত

বছরও পুলিশ অনেক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তাদের কন্ট্রোল রুমের নম্বর দিয়ে প্রচার করেছিল। এবার সব উধাও, ফলে দাপিয়ে বেড়ালো শব্দদূষণ। অথচ শহরে ঢোকার মুখগুলোর ছিল শব্দবাজি চেকিং–এর ব্যবস্থা। শব্দ বাজির রমরমা প্রমাণ করেছে এসব ছিল লোক দেখানো। বরং এসব চেকিং–এ পয়সা কামিয়েছে একশ্রেণীর অসাধু পুলিশ কর্মীরা। নিরিহ নাগরিকদের চমকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে সাধারণ বাজি যেখানে শব্দবাজির দেখা নেই।

এবার পুজোয় আরও একটা নতুন প্রাপ্তি হয়েছে কলকাতাবাসীর। তা হল যখন এমন তো সন্ধ্যারাতেই হোক বা দিনের ব্যস্ত সময়ই হোক, চলল রাস্তা বন্ধ করে জলসার আসর। কোন আগাম ঘোষণা ছাড়াই 'নো–এন্ট্রি' বোর্ড বসিয়ে চলল উৎসব। কে শুনবে কার কথা। ওই যে সবাই নাকি প্রভাবশালীদের আশীর্বাদধন্য। এদের ছোবে কে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ইতিমধ্যে নানা ঘটনায় প্রমাণ করেছে সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে তারা ব্যর্থ। এটা আমাদের কথা নয়। সাধারণের অভিব্যক্তি এবং জীবনধারণের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বারংবার এই অভিযোগ উঠে এসেছে। এবার পুলিশ দেখালো সামান্য শব্দদূষণ রোধ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। জেলার কথা, গ্রামের কথা ছাড় খোদ কলকাতার বুকে এবার বীর বিক্রমে দাপিয়ে বেড়ালো শব্দদূষণ। অন্তত পরিসংখ্যান তাই বলছে।

শব্দদৈত্যের ত্রিফলা। নিষিদ্ধ শব্দবাজির অবাধ বিচরণ, বেশি রাত পর্যন্ত শব্দসীমার তোয়াক্কা না করে চলল মাইক বাদন, গঙ্গার ঘাটে গভীর রাত পর্যন্ত চলল শব্দ দূষণের ছড়াছড়ি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল পুলিস। আর দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের টিকিও পাওয়া যায়নি পুরো উৎসব মরশুমেই। রাস্তা ঘাটে পরিক্রমা করে আমাদের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন সারা শহর জুড়ে এবার অবাধ শব্দদূষণ নতুন প্রাপ্তি। কর্তব্যরত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্তব্য পুলিশ কর্মীরা জানিয়েছেন, 'কি করব দাদা, প্রায় সব পুজোই রাজনৈতিক নেতাদের ছত্রছায়ায় চলে। উপরমহলের সঙ্গে তাদের দহরম মহরম। আমরা প্রতিবাদ করে মরতে যাই কেন!' এলাকার নাগরিকরা রাতে অতিষ্ঠ হয়ে কেউ কেউ থানায় ফোন করলে হয় ফোন বেজে গেছে, নয়তো ব্যর্থ আশ্বাস মিলেছে। কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় একই চিত্র। শহর জুড়ে কলকাতাবাসীর উপলব্ধি এ জিনিস বহু বছর দেখা যায়নি। গত বছরও পুলিশ অনেক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ তাদের কন্ট্রোল রুমের নম্বর দিয়ে প্রচার করেছিল। এবার সব উধাও, ফলে দাপিয়ে বেড়ালো শব্দদূষণ। অথচ শহরে ঢোকার মুখগুলোর ছিল শব্দবাজি চেকিং–এর ব্যবস্থা। শব্দ বাজির রমরমা প্রমাণ করেছে এসব ছিল লোক দেখানো। বরং এসব চেকিং–এ পয়সা কামিয়েছে একশ্রেণীর অসাধু পুলিশ কর্মীরা। নিরিহ নাগরিকদের চমকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে সাধারণ বাজি যেখানে শব্দবাজির দেখা নেই।

এবার পুজোয় আরও একটা নতুন প্রাপ্তি হয়েছে কলকাতাবাসীর। তা হল যখন এমন তো সন্ধ্যারাতেই হোক বা দিনের ব্যস্ত সময়ই হোক, চলল রাস্তা বন্ধ করে জলসার আসর। কোন আগাম ঘোষণা ছাড়াই 'নো–এন্ট্রি' বোর্ড বসিয়ে চলল উৎসব। কে শুনবে কার কথা। ওই যে সবাই নাকি প্রভাবশালীদের আশীর্বাদধন্য। এদের ছোবে কে? রাজনৈতিক মদতের এই পরম্পরা যথারীতি আজও সমাজকে কলুষিত করছে। নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা সান্ত্রীরা এতে মদত যোগাচ্ছেন। কিন্তু ভেবে দেখছেন না, এর ফলে আদতে কোন স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে আমাদের সমাজ। আদিম মধ্যযুগীয় বর্বরতার পৈশাচিক উল্লাস যেন ধ্বনিত হচ্ছে এইসব হুলিগান্সদের মধ্যে। যার বিষদাঁত এখনই যদি উপড়ে ফেলা না যায় তবে ভবিষ্যৎ করাল অন্ধকারের দিকে নিমজ্জিত হবে। আগামী প্রজন্ম এবং বর্তমানের কথা মাথায় রেখে এই মুহূর্তে সংযত হয়ে এগোতে হবে আমাদের।

শব্দ দৈত্যের ত্রিফলা

- নিষিদ্ধ সীমার শব্দবাজি
- সময় সীমা ছাড়িয়ে তারস্বরে মাইক বাদন
- বিসর্জনে গভীর রাতেও শব্দবাজী ও তারস্বরে শব্দের দামামা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ২ সংখ্যা, ১ নভেম্বর – ৭ নভেম্বর, ২০১৪

মোদির প্যাটেল ভজনার কারণ কী?

সম্প্রতি গুজরাটের ভূমিপুত্র বর্তমানের ভারতকাণ্ডারী নরেন্দ্র দামোদর মোদি ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন 'লৌহমানব' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের লৌহমূর্তি স্থাপনের লক্ষ্যে। অনেকটা জগৎবিখ্যাত 'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি'র অনুকরণে। স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম নেতা বল্লভভাই প্যাটেল অবশ্যই কৃতিত্বের দাবি রাখেন। স্বাধীন ভারতে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন জওহরলাল নেহেরু আর উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার প্যাটেল। সম্প্রতি কেন্দ্রের সরকার জানিয়েছেন গান্ধিজী ও প্যাটেল ব্যতীত আর কারোও জন্মদিন উদ্‌যাপন হবে না। এর মাধ্যমে মোদি ভারতীয় সমাজে কি বার্তা দিতে চেয়েছেন তা সময়ই বলবে। ইতিহাস সচেতন নাগরিকরা কিন্তু মোদির এই ঘোষণায় প্রাদেশিকতার আঁচ পাচ্ছেন। দেশভাগের যন্ত্রণা শেষ জীবনে গান্ধিজীকে একেবারে একা করে দিয়েছিল। ইতিহাস বলছে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭–এর মধ্যরাতে যখন জওহর লাল স্বাধীনতার ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন মহাত্মা গান্ধি একেবারেই ব্রাত্য ছিলেন। কলকাতার বেলেঘাটায় সেদিন গান্ধিজী চোখের জল ফেলেছিলেন আর আফশোস করেছিলেন 'বেটা সুভাষ'–এর জন্য। এ এক ইতিহাসের প্রহসন। ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়েছিল দ্রুত এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র তাদের পয়লা নম্বরের শত্রু সুভাষ বোস ও তা আজাদ হিন্দ–এর ভারত অভিযানের জন্য। একথা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এ্যাটলি কলকাতা রাজভবনে স্বীকার করেছিলেন। কারণ গান্ধিজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলন ১৯৪২ সালেই স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। অহিংস ম্যাজিকে ভারত স্বাধীনতার গল্প কাহিনী পরবর্তীকালে প্রচার করা হয়েছে। ক্ষমতা দখলের আগে লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ–এর তিন সেনানীর বিচার চলাকালীন ভারতীয় গণমানস উত্তাল হয়ে উঠেছিল নেতাজীর জন্য। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে বিশেষ করে ভারতের নৌসেনায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছিল। সেদিন নেহেরু–প্যাটেলরা 'জয় হিন্দ' ধ্বনি প্রকাশ্যে দিতেন ভাষণের শেষে। 'জয় হিন্দ'–এর ইঙ্গিত ও সম্ভাবনা তাঁরা জানতেন তাই ১৫ আগস্ট রাত্রে তাঁরা নেতাজী বা আজাদ হিন্দকে একবারও স্মরণ করেননি। আজাদ হিন্দ–এর প্রতিফলিত গরিমায় ক্ষমতায় আসার পর সুভাষ বর্জনের জন্য নেহেরু–প্যাটেল জুটি যে কুটিল পথ অবলম্বন করেছিল তা আজ ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৪৫–এর ২৫শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে ব্যাকরাপুরের নীলগঞ্জের সাহেববাগানে আজাদহিন্দ বন্দী শিবিরে মধ্যরাতে ব্রিটিশ সেপাইরা গুলি করে হত্যা করে দেড়হাজারের ওপর তরুণ আজাদী সেনাদের। সভ্য দুনিয়ায় ব্রিটিশরা তাদের এই বর্বরতা গোপন করলেও পরবর্তী কালে এ ভয়ংকর হত্যাকান্ডের নথি পাওয়া গেছে ভারতীয় মহাফেজখানায়। সুভাষ বর্জনের জন্য প্যাটেল গোপনে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে সেনাব্যারাকের কোথাও নেতাজীর ছবি না রাখা হয়। প্রশাসন সতর্ক ছিল যাতে একটিও আজাদী তরুণ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে চাকরি না পায়। গান্ধিজীর 'দেশপ্রেমিক রাজপুত্র' আর রবিঠাকুরের 'দেশনায়ক' সুভাষচন্দ্র ও তাঁর দেশপ্রেমিক শহীদদের ভারত ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার দায়িত্ব প্যাটেল তুলে নিয়েছিলেন। এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। এমন কি বিদেশে সুভাষের দেশপ্রেমে মুগ্ধ বিঠল ভাই প্যাটেল যে উইল সুভাষচন্দ্রের জন্য করেছিলেন, বল্লভভাই পরবর্তীকালে সুভাষকে বঞ্চিত করেছিলেন। নেহেরু প্যাটেলের 'সাচ্চা দেশপ্রেম' নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠে যায় তখন স্বচ্ছ ভারতের কামনায় মোদির ভাবনায় স্বচ্ছতা আছে তো?

অমৃত কথা

৩৩১ যার এখানে আছে তার সেখানেও আছে, যার এখানে নেই তার সেখানেও নেই।

৩৩২ কে কার গুরু? ঈশ্বর সকলকার গুরু।

৩৩৩ স্ত্রীলোক মাত্রেই ভগবতীর অংশ, অতএব মাতৃস্থানীয়া।

৩৩৪ যেমন এক পতিতে নিষ্ঠা থাকলে সতী হয়, তেমনি ইষ্টে নিষ্ঠা থাকলে ঈশ্বর লাভ হয়।

৩৩৪ যার যেমন ভাব তার তেমনি লাভ। দুই বন্ধুতে বেড়াতে বেড়াতে দেখতে পেল এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছে। একজন বললে, 'চল ভাই খানিকক্ষণ ওখানে বসে ভাগবত শুনিগে?' অপরজন বললে, না ভাই, ভাগবত শুনে কি হবে, চল ততক্ষণ বেশ্যালয়ে গিয়ে আমোদ করিগে।' প্রথম জন তাতে রাজী হল না, সে সেখানে গিয়ে ভাগবত শুনতে লাগলো, অপরজন বেশ্যালয়ে গেল। কিন্তু বেশ্যালয়ে তার আমোদ করা হল না, সে কেবলই ভাবতে লাগলো যে, হায়! হায়! আমি কেন এখানে এলাম, না জানি আমার বন্ধু এতক্ষণ সেখানে বসে কত হরিগুণ গান শুনছে। অপরজন ভাগবত শুনতে বসলো, কিন্তু তার ভালো লাগলো না, সে সেখানে বসে কেবলই ভাবতে লাগলো যে, হায়! হায়! আমি কেন আমার বন্ধুর সঙ্গে গেলাম না, না জানি বেশ্যালয়ে সে এতক্ষণ কত আমোদ করছে। ফলে যে বন্ধু ভাগবত শুনছিল তার বেশ্যালয়ে যাওয়ার ফল হল এবং যে বন্ধু বেশ্যালয়ে গিয়েছিল, তার ভাগবত শোনার ফল হল।

৩৩৫ একটা লোক তেল মেখে নাইতে যেতে যেতে পথে শুনতে পেলো যে, অমুক সন্ন্যাসী হয়ে যাবে, আজ ক'দিন ধরে তার যোগাড় করছে। এই কথা শুনেই তার বোধ জন্মালো যে, সন্ন্যাসী হওয়াই সার এবং তক্ষুনি সেই তেল মাখা গায়েই সে বের হয়ে চলে গেলো, আর বাড়িতে ফিরলো না। এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য।

ফেসবুক বার্তা

প্রকৃতির অপার বিস্ময় ধরা পড়েছে ফেসবুকের নজরদারিতে। যেখানে গজরাজ এবং কুচকুচে কালো ম্যাওপুষি মুখোমুখি হয়েছে পরস্পরের।

পশ্চিমের যোগে পূর্বে তাকাও : কি আদৌ সম্ভব?

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

ইংরেজ কবি রুডওয়ার্ড কিপলিং 'র‍্যালড অব্ দ্যা ইস্ট এ্যান্ড ওয়েস্ট' কবিতায় লিখেছিলেন, "East is east and west is west and never the twin shall meet" পূর্ব–পশ্চিম কখনোই এক হতে পারবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আপ্রাণ প্রচেষ্টা পূবের সঙ্গে পশ্চিমের মেলবন্ধন ঘটানো। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বাজারি অর্থনীতির সওয়ারি হয়ে নরেন্দ্র মোদির ঘোড়া চার মাস ধরে ছুটে চলেছে পূর্ব–পশ্চিমের রাষ্ট্রে। লক্ষ্য একটাই লুক ইস্ট লিঙ্ক ওয়েস্ট (পশ্চিমের যোগ পূর্বের দিকে তাকাও) নীতি রূপায়নের মধ্য দিয়ে মেক্ ইন ইন্ডিয়ার স্বপ্নকে সফল করা। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তার প্রথম উদ্যোগ ছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ–ভুটান–নেপাল সহ সার্ক বা দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করা। তারপর জাপান চিন সহ পূবের রাষ্ট্র এবং সম্প্রতি পশ্চিমের যোগসূত্রের ক্ষেত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফর।

নরেন্দ্র মোদির একের পর এক বিদেশ সফর দেশের বাজারে বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ কতটা পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তার হিসাব নিকাশ করার সময় এখনো আসে নি। তবে বিজেপির অন্দরমহলে মোদি বিরোধী এমনকি বিরোধীদল কংগ্রেসও বুঝেছে, বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মোদির কূটনৈতিক কৌশলে বিদেশি রাষ্ট্র নেতারা আশ্বস্ত হয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। প্রসঙ্গত ৬০–এর দশকে ভারতে বিদেশ নীতির প্রনেতা প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এশিয়া আফ্রিকা–লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রের কাছে অর্থনৈতিক সম্পর্কের দ্বারা রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। নেহেরুর পর নরেন্দ্র মোদি হলেন দ্বিতীয় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি বিদেশনীতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংহতির নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৯০–এর দশকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমারাও সংস্কার অর্থনীতির স্বার্থে পূবের দিকে তাকাও নীতি গ্রহণ করেছিলেন। যাতে করে পূবের দেশগুলোর সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রথম ইউপিএ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং পূবের পাশাপাশি পশ্চিমের দিকে তাকাও নীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তা সফল হতে পারে নি। দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার শক্তি নিরাপত্তার স্বার্থে মধ্য প্রাচ্যের রাষ্ট্র সৌদি–আরব মিশর ওমানের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার পরিবেশ না থাকার ফলে সেই উদ্যোগও বানচাল হয়ে যায়। তবে ইউ পি এর দুবার শাসন পর্বে মধ্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তি সাক্ষর হয়েছিল।

মোদি বিদেশনীতির ক্ষেত্রে নরসিমা রাওর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরে এসে প্রাচ্যের দিকে তাকাও' নীতির পরিবর্তে পূর্বের কার্যকারিতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই নীতির দ্বারা ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এর ফলে পুঁজির সমস্যার সমাধান করে ভারতকে প্রথম উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা।

পূর্ব–পশ্চিমের মধ্যে সংযোগের ওপর মোদিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা আদৌ কি সম্ভবপর হবে। কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অভিমত, মোদির পক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গী কার্যকরী রূপ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কৌশলগত ভাবে মোদি দুই ধরনের পন্থা গ্রহণ করেছেন। প্রথমতঃ রাষ্ট্রপতি বিদেশমন্ত্রী এমনকি ব্যক্তিগতভাবে বিদেশ সফরের মধ্য দিয়ে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যের স্বার্থে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দেওয়া। জাপানের প্রধানমন্ত্রী সিয়াজো আবে, চিনের রাষ্ট্রপ্রধান ঝির ঝিয়াং এর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ধারা পূর্ব এশিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা। দ্বিতীয়ত বিশ্বের কাছে মোদির বার্তা হল সামরিক আগ্রাসন ছেড়ে অর্থনীতির চরম কূটনীতিতে বিশ্বের উন্নয়নকে হাতিয়ার করা। ভারতে ক্ষেত্রে মোদির শ্লোগান হল ৩ডি জনসংখ্যা (Demography) গণতন্ত্র (Democracy) এবং চাহিদা (Demand)। বহুজাতিক বিনিয়োগকারীদের কাছে এই বার্তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি মার্কিন সফল পশ্চিমে যোগসূত্র ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মোদি সম্পর্কে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার আন্তরিক মনোভাব। ২০০২ সালে গুজরাটের দাঙ্গার অপরাধে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্কিন সফরের ভিসা অনুমোদন করেনি। এমনকি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মোদির সফরের পথের কাঁটা ছিল মার্কিন ফেডারেল কোর্টের নির্দেশ, তাঁর হাতে গ্রেপ্তারি সমন ধরিয়ে দিতে পারলে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা। ওবামা প্রশাসন দক্ষতার সঙ্গে মোদির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল। তিনদিনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে দুই রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অতীতের ভাবনা চিন্তার পথ দূরে আরো মজবুত করার উপর জোর দেওয়া হয়। দুই দেশের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটে ১৯৯৯ সালে এন ডি–এর প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময়। একদিকে পোখরানে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ পরীক্ষামূলক ভাবে, প্রমাণ করা যে ভারতের

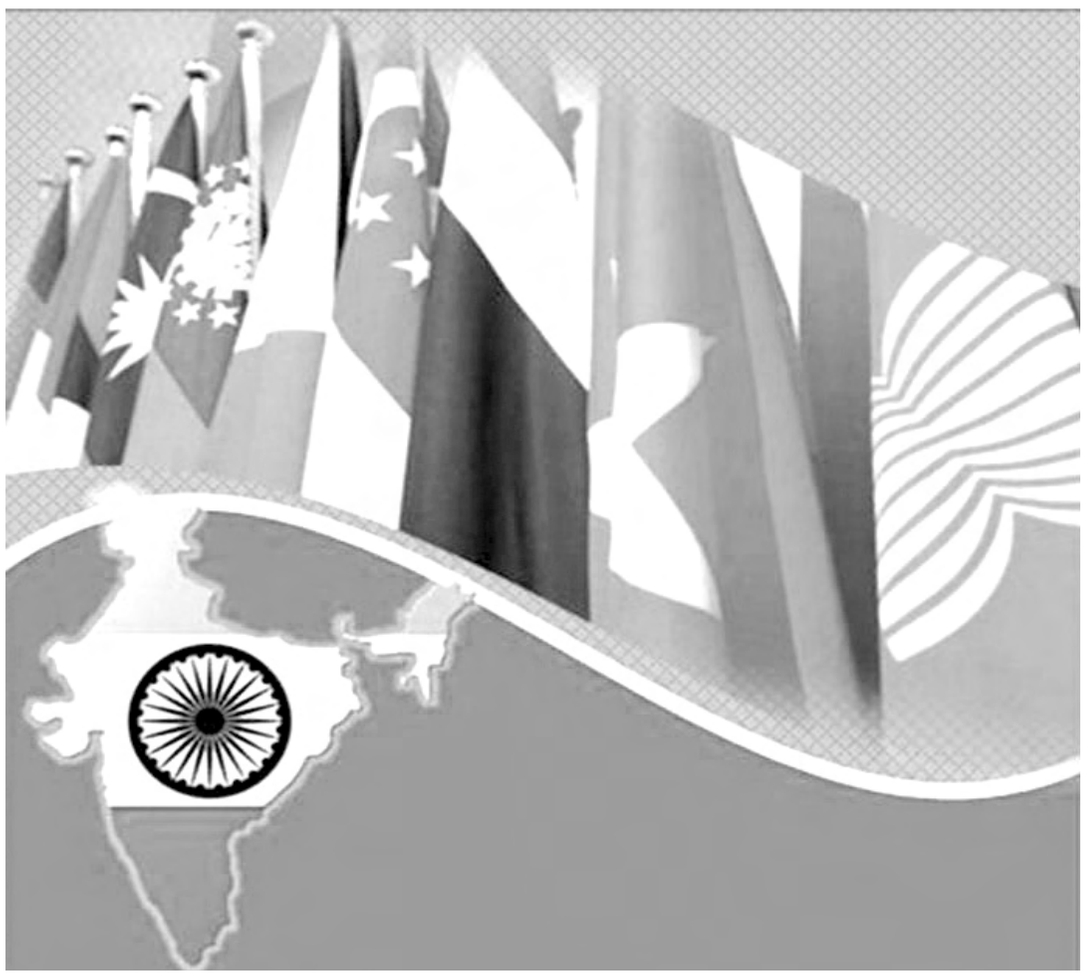

সামরিক উৎকর্ষতা অন্যদিকে আত্মশক্তির পথে মার্কিন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। এই কারণে পোখরানে পরীক্ষার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে ছয় মাসের জন্য ভারতে বাণিজ্য নিষিদ্ধ করবার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু তিনমাস যেতে না যেতেই তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টন বুঝতে পারে তাদের সিদ্ধান্ত ভুল। মার্কিন অর্থনীতির মন্দা কাটিয়ে তোলার জন্য এই অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেয়। মনমোহন সিংয়ের সময় ভারত–মার্কিন সখ্যতা আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। বহুজাতিক সংস্থার বিনিয়োগ অ–সামরিক পারমাণবিক চুক্তি, যৌথ সামরিক মহড়া সহ একাধিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়েছে। ২০১৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর বহুজাতিক সংস্থাগুলি ভারতে ৬৩.৭ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য করেছে। ভারতের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির পরিমাণ ৪১.৮ বিলিয়ন ডলার। মনমোহন সিংয়ের সময় থেকে পূর্ব মধ্য পশ্চিম এশিয়ার এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে বহুপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য আলাপ আলোচনা শুরু হয়।

হোয়াইট হাউসে ওবামার সাথে দীর্ঘ ২ ঘন্টা ধরে বৈঠকে মোদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে পূর্ব–পশ্চিম যোগাযোগ ভারত–মার্কিন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কতটা জরুরি। অ–সামরিক পারমানবিক ক্ষেত্রে মার্কিন প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলিকে ৪৯% বিনিয়োগের অনুরোধ করা হয়। মার্কিন প্রতিরক্ষা বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি ১৬ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে সম্মত হয়েছে। এই বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আগামী ১০ বছরের জন্য প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি পুনর্নবীকরণ করে। দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বাণিজ্যের প্রসারের স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান বিনিয়োগের পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলার, আগামি পাঁচ বছরে পাঁচ গুন বৃদ্ধি পাবে বলে ওবামা আশ্বস্ত করেছেন। তবে খাদ্য নিরাপত্তার স্বার্থে ভারত যে ভর্তুকি প্রদান থেকে সরে আসবে না তা তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

বর্তমানে ভারতে ৩০০টির বেশি মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা বাণিজ্য করেছে। মোদি চান, লাল ফিতার বাঁধন মুক্ত করে বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের বাজার খুলে দিতে এই কারণে তিনি দেশের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও শ্রম আসনের পরিবর্তন করেছেন। ভারত হল পঞ্চম দেশ যেখানে মার্কিন পুঁজি বিনিয়োগের পরিমান ১১.৯২ বিলিয়ন ডলার।

পশ্চিমের যোগসূত্রে পূর্বের দিকে তাকাও নীতির অর্থনৈতিক কৌশল নিঃসন্দেহে মোদির কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কিন্তু প্রশ্ন হল আদৌ কি সম্ভব হবে পুঁজির অবাধ চলাচলের মধ্য দিয়ে শান্তি নিরাপত্তা অগ্রগতিকে বাস্তবায়িত করা। ক্ষমতার রাজনীতিতে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি কি চাহিবে না নিজেদের আধিপত্যকে অর্থনৈতিক বিনিয়োগের পথ ধরে নয়া আগ্রাসনের ইন্দ্রজাল বিস্তার করতে? পুঁজি বিনিয়োগের নিয়মই হল মুনাফা–শোষন–বঞ্চনা–আধিপত্য বা হেজ মানি। তবে আমাদের অপেক্ষা করে থাকতে হবে ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষি হয়ে শিক্ষিত বেকার যদি কাজ পায়।

ভ্রম সংশোধনী

আলিপুর বার্তা'র (১৮–২৪ অক্টোবর '১৪) সংখ্যার উত্তর সম্পাদকীয়তে কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গিয়েছে। '১৯৪৪–এর ২ মার্চ ভারতের মূল ভূখণ্ডে...' জায়গায় পড়তে হবে ১৯৪৪–এর ১৪ এপ্রিল ভারতের মূল ভূখণ্ডে আজাদহিন্দ সেনারা ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

মোদি–অমিতের অশ্বমেধ ঘোড়া ছুটছে

মহারাষ্ট্র–হরিয়ানার পর নজরে কাশ্মীর

পার্থসারথি গুহ

সঙ্গীতের জগতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর এবং ওস্তাদ আলি আকবরের যুগলবন্দীতে মত্ত থাকত ভারতবাসী। দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে সুরের কলতানে এই জুটি মুগ্ধ করেছেন আমেরিকা সহ ইউরোপের দেশগুলিকে। এই মুহূর্তে ভারতীয় রাজনীতিতে একই রকম যুগপৎ ভূমিকা পালন করতে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজেপি সভাপতি অমিত শাহকে। যার জেরে দেশজুড়ে রীতিমতো অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটছে গৈরিক দলটির। অথচ গত লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরেও এই দুজন তথা বিজেপির ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা ছোটো–খাটো ফিসফাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। সৌজন্যে বা বদান্যতায় বলা যেতে পারে বেশ কিছু উপনির্বাচনের ফলাফল।

বিহার, রাজস্থান এমনকী মোদি এবং অমিত শাহর খাস তালুক গুজরাটেও এই উপনির্বাচনে সাময়িকভাবে বিধ্বস্থ মনে হচ্ছিল বিজেপিকে। যার সুযোগে কংগ্রেস এবং নীতিশ ও লালুর নয়া জোট (বিহারে) ভালো ফল করে বসে। এই উপনির্বাচনের ফল দেখে হঠাৎ করেই গেল গেল রব তুলেছিল বিজেপি বিরোধীরা। এমনকী এই আওয়াজও উঠেছিল যে, 'বন্যেরা যেমন বনে সুন্দর, তেমনই দিল্লিতে কংগ্রেসই মানানসই।' কিন্তু যাবতীয় এই সকল প্রচারকে মাঠের বাইরে পাঠালো সাম্প্রতিক হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। দুটি রাজ্যে একা লড়ে ক্ষমতা দখল করল বিজেপি। ইতিমধ্যেই নিরঙ্কুশ

গরিষ্ঠতা পাওয়ার দরুণ হরিয়ানার তখতে আসীনও হয়েছে পদ্মফুলের সরকার। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে তাদের অভিষেক শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ বিজেপিকে সমর্থন করতে সেখানে একযোগে প্রস্তুত শিবসেনা এবং এনসিপি।

যদিও শরদ পাওয়ারের দলের থেকেও প্রাক্তন জোটসঙ্গী তথা ২৫ বছরের পুরনো মিত্র শিবসেনাকে নিয়ে সরকার গড়ার অভিমত অধিকাংশ ভাজপা নেতার। শুধুমাত্র তারা অপেক্ষা করছেন শিবসেনার নমনীয় হয়ে ওঠার দিকে। যেভাবে মহারাষ্ট্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বিজেপি তা উল্টে দিয়েছে যাবতীয় ছক। বস্তুত শিবসেনাই ছিল এত দিনের জোটের সব থেকে বড় দল।

কিন্তু ভোটের আগে আসন নিয়ে সামান্য মন কষাকষিতে জোট ভেঙে যায়। অথচ এই জোট ভাঙার সুযোগে চতুর্মুখী লড়াইয়ে বিজেপি যে এই ফল করতে পারে তা বোধহয় ভূ–ভারতে কেউ ভাবতে পারেনি। এমনকী হরিয়ানার নির্বাচনে বিজেপি প্রধান দল হচ্ছে না বলেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিল বিভিন্ন বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের ভোটপরবর্তী সমীক্ষা। সকলকে রীতিমতো বোকা বানিয়ে দিল্লির লাগোয়া রাজ্যেও ফুটল পদ্মফুল। আর বিজেপির এই অধুনা সাফল্যের মূল কারিগর যে মোদি–অমিত জুটি তা বলাই বাহুল্য। কার্যত এভাবেই দেশের দখল হাতে নিয়েছেন গুজরাটের এই যুগলবন্দী। ২০১৩–র মাঝামাঝি থেকেই ভারতে বিজেপি লহরের এই সফটওয়ার কার্যত প্রথিত হয়ে উঠেছিল। গুজরাটের সাফল্যে ভরপুর এই জুটি মরণপণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন দেশে পরিবর্তন আনার কিংবা আচ্ছে দিন গড়ে তোলার।

২০১৪–র লোকসভা নির্বাচনের পর অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে এই জুটির কার্যকারিতা। উত্তরপ্রদেশে মোদির হয়ে পদ্মফুল ফোটানোর মূল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন অমিত শাহ। সেখান থেকেও বিজেপির ভাড়ারে এসেছে ৭০–এর উপর আসন। লোকসভা নির্বাচনের সাফল্যে আত্মতুষ্ট না থেকে পরবর্তী মিশনে লেগে যান এই দুই গুজরাটি রাজনীতিবিদ। বলা যেতে পারে গুরু মোদি এবং চেলা অমিত সঙ্গীতের লহরীর মতো রাজনৈতিক কূটনৈতিকতাকে রূপদান করেছেন। যাতে বন্ধা জমিতেও পদ্মফুলের চাষ ভরপুর হয়ে উঠেছে।

যেসকল রাজ্যে বিজেপি এতদিন পর্যন্ত কোনও রকম পাত্তাই পেত না এখন সেইসব রাজ্য দখলে মরিয়া এরা। সামনে তাই পাখির চোখ করেছেন ঝাড়খণ্ড এবং জম্মু কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনকে। কাশ্মীরে বন্যার সময় যেভাবে সেনাবাহিনীকে মাঠে নামিয়ে উদ্ধার কাজে মেতে উঠেছিল মোদি সরকার তা আজও ভুলতে পারেনি কাশ্মীরবাসী। হয়তো বা এই অনুদানের বিকল্প হিসাবে এককালে পণ্ডিতদের দখলে থাকা এই রাজ্যেও ভিত গড়তে পারে অমিত শাহরা। যার মাস্টার স্ট্রোক এখন থেকেই গ্রহণ করা শুরু হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া কাশ্মীরের নির্বাচন মোদির রাজনৈতিক স্পষ্টবাদিতার অন্যতম বড় পরিচয় হয়ে উঠতে পারে। চোখের সামনে যেটাকে সাদা দেখেন তাকে সাদা এবং কালোকে কালো বলা মোদির স্বভাবসিদ্ধ। একই বাচনভঙ্গী নিয়ে চলেন অমিত শাহ। নিজেদের অহেতুক ধর্ম নিরপেক্ষ করে তুলতে অন্য ধর্মের পোশাকে আবৃত হতে বিস্তর আপত্তি এই দুজনের। কিন্তু তা বলে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নকে অবহেলা করেন না তাঁরা।

একই সঙ্গে জাতি সত্ত্বা বা ধর্মের কূটচালিতার বাইরে বেরিয়ে নতুন ভারত গড়ার অঙ্গীকার নিয়েছেন মোদি। সেই মুকুটে বাড়তি পালক যোগ করতে পারে কাশ্মীর বিজেপির দখলে এলে। ঝাড়খণ্ড আকারে ছোটো রাজ্য হলেও ছোটনাগপুর মালভূমির খনিজ সম্পদ দেশের সমৃদ্ধি হিসেবে গণ্য করা হয়। স্বভাবতই এই রাজ্যটিও নিজেদের কুক্ষিগত করতে চান প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি সভাপতির যৌথ উদ্যোগ। এর বাইরেও তাদের নজরে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সহ এমন কিছু রাজ্য যেখানে বিজেপি কোনও দিনই সেভাবে কোনও শক্তি হয়ে ওঠেনি। বিগত লোকসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গবাসী ভাবতেও পারেনি এ রাজ্য থেকে দুটো আসন পাবে বিজেপি। শুধু তাই নয়, কলকাতা সহ সারা রাজ্যে পদ্মফুলের বোতামে এত মানুষ সমর্থন জানাবেন তা বোধহয় কারোরই গোচরে ছিল না। কিন্তু দার্জিলিং এবং আসানসোলে সেই স্বপ্নকে সাকার করেছে বিজেপি। দার্জিলিংয়ের থেকেও আসানসোলে সঙ্গীত শিল্পী বাবুল সুপ্রিয়র জয় আরও উল্লেখযোগ্য।

এ রাজ্যে বিজেপি পেয়েছে ১৭ শতাংশ ভোট। যা তৃণমূলের সঙ্গে জোট বেঁধেও কোনও দিন ছুঁতে পারেনি তারা। রাজ্যে মোদি ম্যাজিকের সঙ্গে তাল মেলাতে অমিত শাহ ইতিমধ্যেই তাঁর তাস বার করতে শুরু করেছেন। যে নকশায় আপাতত প্রধান গুরুত্ব পাচ্ছে সামনের পুরসভা নির্বাচনগুলি। যার মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য কলকাতা পুরসভার ভোট। ২০১৫–র এই পুরভোটে নিজেদের ৩টি আসনকে অন্তত ১০ গুণ কিংবা বিশগুণ বাড়িয়ে নিতে তৎপর রাজ্য বিজেপি। যার মূল প্রোগ্রামিং করে দিচ্ছেন স্বয়ং অমিত শাহ। এমনকী শত ব্যস্ততার মধ্যেও দেশের পূর্বাঞ্চলের সেরা রাজ্যেও পদ্মফুলের সৌরভ ছড়াতে চান মোদিও। তারজন্য যাবতীয় কাঁটা এখন থেকেই দূর করে সাংস্কৃতিক রাজধানীতে নিজেদের গৈরিক ঝান্ডা নিমজ্জিত করতে চায় ভাজপা।

ফলতায় আইটিআইয়ের স্বপ্ন সাকার

সোনামণি কুঁতি

ফলতা : সূচনা হল এক নব অধ্যায়ের যা রচনা করতে চলেছে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত। আশা এক টুকরো আলো ভুলিয়ে দিতে পারবে বেকারত্বের যন্ত্রণা। নতুন নতুন জীবিকা, প্রত্যেকের কর্মসংস্থান এমনই এক পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে এগিয়ে এসেছেন ফলতার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষ। বিধায়ক হয়েও তিনি ফলতা সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ছেলেমেয়েদের কর্মমুখী করলেন ফলতা হরিণডাঙ্গা এলাকায় আই–টি–আই কলেজ প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়ে।

ফলতা ব্লকে এরকম একটি উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এই অঞ্চলের বহু মানুষ তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এই অঞ্চলের বাসিন্দা স্কুল শিক্ষিকা মামনি কুঁতি বললেন ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়ন এবং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজন আছে। হাতে কলমে শিক্ষা না হলে এখন নিজের পায়ে দাঁড়ানো দুস্কর। তাই তমোনাশ বাবুর এই উদ্যোগ সাধুবাদ যোগ্য।

দক্ষিণ হাসিমনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বরূপ কুমার মণ্ডল জানালেন বর্তমানে শুধুমাত্র লেখাপড়া শিখে চাকরি হয় না, তারজন্য প্রয়োজন হাতে কলমে শিক্ষা। এই সুযোগটা থাকলে আমাদের রাজ্য আরো বেশি উন্নতি করতে পারত। এরফলে এলাকার শিক্ষাগত মান অনেক বাড়বে এবং পুথিগত শিক্ষার বাইরে কারিগরি শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের স্বনির্ভর করে তুলবে।

একাদশ শ্রেণির ছাত্রী নীলিমা বেড়াও ভীষণ খুশি যে নিজের ব্লকের মধ্যে এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সে গ্রহণ করতে পারবে বলে। প্রত্যেকেই বিধায়ক তমোনাশ ঘোষকে নানাভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এছাড়াও এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ তপন মন্ডল ও অভিজিৎ হালদার বলেন, সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েদের কাছে এটা অনেক বড় সুযোগ। এতে গরিব ছেলেমেয়েরা অনেকটা স্বনির্ভর হতে পারবে।

প্রায় সাড়ে দশ কোটি টাকা ব্যয়ে ২.৬ একর জায়গা জুড়ে তৈরি হচ্ছে ফলতার আই–টি–আই কলেজ যা আগামি এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা। ফলতা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি ও জেলা পরিষদের খাদ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ ভক্তরাম মন্ডল জানান, ফলতার বহু মানুষ আমতলা, বিষ্ণুপুর, হরিণডাঙ্গা এমনকি ডায়মন্ড হারবারের কিছু ছাত্রছাত্রী এই শিক্ষার সুযোগ পাবে। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বেড়েছে তার ওপর জোর দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি ব্লকে আই–টি–আই কলেজ স্থাপন করছেন। প্রচুর ছেলেমেয়ে এতে উপকৃত হবে।

ফলতার বিধায়ক তমোনাশ বাবু বলেন মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রয়াসকে ফলতা ব্লকের সমস্ত মানুষ সাদুবাদ জানিয়েছেন। ফলতা ব্লকের ছেলেমেয়েরা নিজেদের এলাকার মধ্যেই কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে রাজ্য বা তার বাইরে কাজের সুযোগ পাবে। বেকার ছেলেমেয়ের কর্মসংস্থান হবে। তিনি আরো বলেন, মা মাটি মানুষের সরকার প্রতিটি গ্রামে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন গত ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে স্বপ্ন ছিল। বিরোধীরা এখন কিছু না পেয়ে রাজ্যে খুন, সন্ত্রাস, হিংসার রাজনীতি করছে। শুধু আই–টি–আই নয় হাজারো প্রকল্পের নজির গড়ে উঠেছে এই রাজ্যে। কন্যাশ্রী প্রকল্প তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

স্বচ্ছ ভারত অভিযান

ছবি : শুভজিৎ দাস

আপরাইট অপ পিপিল ও ডায়মন্ড হারবার মহকুমার হসপিটালের যৌথ উদ্বেগে স্বচ্ছ ভারত অভিযান পালন করা হল। উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড মহকুমার হসপিটালের সুপার আনোয়ার হোসেন। এছাড়া প্রতি মাসে একবার করে তাঁরা এই পরিষ্কার কর্মসূচী পালন করবেন। ডায়মন্ড হারবারে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে আহ্বান করেন এই কর্ম সূচীতে অংশ গ্রহণ করতে।

ঝড়খালি–কালিচরণপুর কোস্টাল থানার উদ্বোধন

বিশ্বজিৎ পাল। ক্যানিং। বৃহস্পতিবার বিকাল ৫–৩০ টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর থানার গঙ্গাসাগর থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে সুন্দরবনের বাসন্তী থানার ঝড়খালির এক নম্বর নেতাজি পল্লী এলাকায় ঝড়খালি কোস্টাল থানার উদ্বোধন করলে উৎসাহে ভরে উঠে ঝড় খালি বাসী। এদিন ঝড়খালিতে উপস্থিত ছিলেন গোসাবা কেন্দ্রের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর, সুন্দরবন মৎস্যজীবী রক্ষা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা মন্ডল, বি.ডি.ও প্রমুখ। বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন ঝড়খালি বাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ঝড়খালিতে কোস্টাল থানা তৈরি করা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে সেই স্বপ্ন পূরণ হল এলাকাবাসীর। শুধু কোস্টাল থানা নয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে ঝড়খালিতে ৩০০ একর জমির উপর ইকো–ট্যুরিজম এবং টেলকো ইন্ডিয়ার উদ্যোগে পরিবেশ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্র। ফলে আগামী এলাকায় একদিকে যেমন কর্ম–সংস্থান হবে আবার সুন্দরবনে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়বে। অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবার থানার কালিচরণপুর এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে পারুলিয়া কোস্টাল থানার উদ্বোধন করেন। এই থানার এলাকায় উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের বিধায়ক দীপক হালদার, আই.সি. বিশ্বজিৎ পাত্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপ্না হালদার প্রমুখ। এদিকে বিকালে ডায়মন্ডহারবারের ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক বি.জে.পি–র কর্মী সমর্থকরা অবরোধ করলে যানজটে চরম দুর্ভোগের মধ্যে সাধারণ মানুষজন। এমনকি আটকে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবিত সফরের জন্য পুলিশি পাইলট ও জ্যামার। বীরভূমের মালডা বি.জে.পির কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল গ্রেফতার হওয়ার ঘটনায় বি জে পি এই অবরোধ করে। প্রায় ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট অবরোধ চলে। বিধায়ক দীপক হালদার বলেন মুখ্যমন্ত্রীর সফরে বি জে পি এই অবরোধকে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রাজ্যের উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে। মানুষই এর যোগ্য ব্যবস্থা নেবে। পারুলিয়া লোকাল থানা উদ্বোধনে নিরাপত্তা জোরদার হবে এর ফলে। এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পরার মতো।

গোসাবায় কালীপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গোসাবা থানার উদ্যোগে ও এস আই প্রবীর দাসের উৎসাহে থানার পাশে বিডিও মাঠে কালীপুজো এক উৎসবের চেহারা নেয়। হাজার হাজার গোসাবা বাসীর অংশগ্রহনে ২৪ থেকে ২৬ অক্টোবর তিনদিন ধরে চলে নানা অনুষ্ঠান। বসে আঁকো, ক্যুইজ, প্রবন্ধ, নৃত্য সহ নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ছোট বড় সকলে।

উৎসবে উৎসাহ দিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিশ্বজিৎ মাহাতো, গোসাবা থানার প্রদান বি আর খান। গোসাবার বিডিও, পঞ্চায়েত প্রধান ও শিক্ষক মহাশয়রা। আনন্দের আবহে মেতে গোসাবাবাসী খুব খুশি পুলিশের এই উদ্যোগে।

অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্ অ্যাকাডেমি ও
YOUTH TRAINING CENTRE Under NEST & NCVT (Govt. Of INDIA)
রায়নগর রেলগেট, ডায়মন্ড হারবার
(স্টেশানের পূর্ব দিকে লেবেল-ক্রশিং গেটের কাছে, হামিদ বাবুর বাড়িতে)
হেল্পলাইন ঃ ৭৬৭৯১৭৯৬৫৯ / ৯০৪৬৯৬১১৫৪ / ৯৭৩৫৫৫৫৫০৩
ব্রাঞ্চ ঃ সরাচি স্কুল মোড়, দেউলা, হেল্পলাইন ঃ ৮৫১৫৮৮৭১৩৫ / ৮০০১৯৭২৯৩১
100% SATISFACTION GUARANTEED FREE WIFI
পঞ্চম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সকল বিষয়, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর কলা বিভাগের (আর্টস্) সকল বিষয় এবং বি.এ. পাশ ও অনার্স-এর বিষয় পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা পড়ানো হয়।
বেসিক ও ডিপ্লমা সহ
IT, DTP, FA, Multimedia, Hardware Networking
মোবাইল রিপেয়ারিং, স্পোকেন ইংলিশ ও হিন্দি শেখানো হয়।

বর্ধমান কান্ডের প্রভাব উত্তর চব্বিশ পরগণার দীপাবলিতে

কল্যাণ রায়চৌধুরী ও অরিন্দম রায়চৌধুরী : বর্ধমান বিস্ফোরণকান্ডের আতঙ্কের মধ্যেই রাজ্যব্যাপী পালিত হল দীপাবলি উৎসব। এই উৎসবে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বারাসাত সংবাদের শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে। কয়েক বছর ধরে মধ্যমগ্রামও উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে। কিন্তু এবারে বারাসাত ও মধ্যমগ্রামের দীপাবলি উৎসব দেখা গেল কার্যত জৌলুসবিহীন। জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে চার দিনের অনুমোদন দেওয়া হয় সমস্ত পুজোকমিটিগুলোকে। পুলিশের গাইডম্যাপে বারাসতের ১১টি ও মধ্যমগ্রামের ১২টি পুজোরউল্লেখ থাকলেও এই দুটি শহরে কালীপুজো হয়েছিল প্রায় শতাধিক। এর মধ্যে গাইডম্যাপে বিশেষ বিশেষ পুজোগুলোরই উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু চারদিনের অনুমোদন থাকলেও দর্শনার্থীদের ভিড় আশানুরূপভাবে এবারে তেমন জমজমাট হয়নি। এমনিতেই চিটফান্ডগুলি বন্ধ হওয়ার কারণে বিগ বাজেটের বহু পুজোই দেখা গেল ম্যাড়মেড়ে। থিমের প্রতিযোগিতা থাকলেও তা দর্শনার্থীদের আকর্ষণের ক্ষেত্রে ছিল নিতান্ত নগণ্য। তবে এর মধ্যে বারাসতের কে এন সি রেজিমেন্ট ও নবপল্লী সার্বজনীন এবং মধ্যমগ্রামের ইয়ং রিক্রিয়েশন ক্লাব ও সুভাষ পল্লীর পুজোগুলো প্রশংসার দাবী রাখে। মানি মার্কেটের টাকা না থাকার পাশাপাশি ছিল না খুব ভাল স্পনসরশিপের সহযোগিতাও। এ কারণে এবার বহু পুজোরই তেমন জমজমাট হয়ে ওঠেনি। এর পাশাপাশি ছিল বর্ধমান বিস্ফোরণকান্ডের আতঙ্ক। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ভারত–বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি সীমান্ত জঙ্গী অনুপ্রবেশের প্রশস্ত করিডর হিসেবে চিহ্নিত থাকায় দর্শনার্থীদের মনে একটা চাপা আতঙ্ক কাজ করেছিল বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। তাই দশনার্থীদের ঢল নামলেও তা অন্যান্য বারের ভিড়কে যেমন ছাপিয়ে যায়নি তেমনই দীর্ঘস্থায়ীও হয়নি। সারারাত ধরে বিভিন্ন মন্ডপে মন্ডপে দর্শনার্থীদের যে দীর্ঘ লাইন অন্যান্য বছর দেখা গিয়েছে সেই দৃশ্য এবারে ছিল প্রায় বিরল। তবে জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা রক্ষায় কোনও খামতি ছিল না। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মত পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল আঁটোসাঁটো। এজন্য দীপাবলি উৎসব এবারে ছিল কার্যতঃ নির্বিঘ্ন। এছাড়া পুজোর আগেই বেশ কিছু অপরাধীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

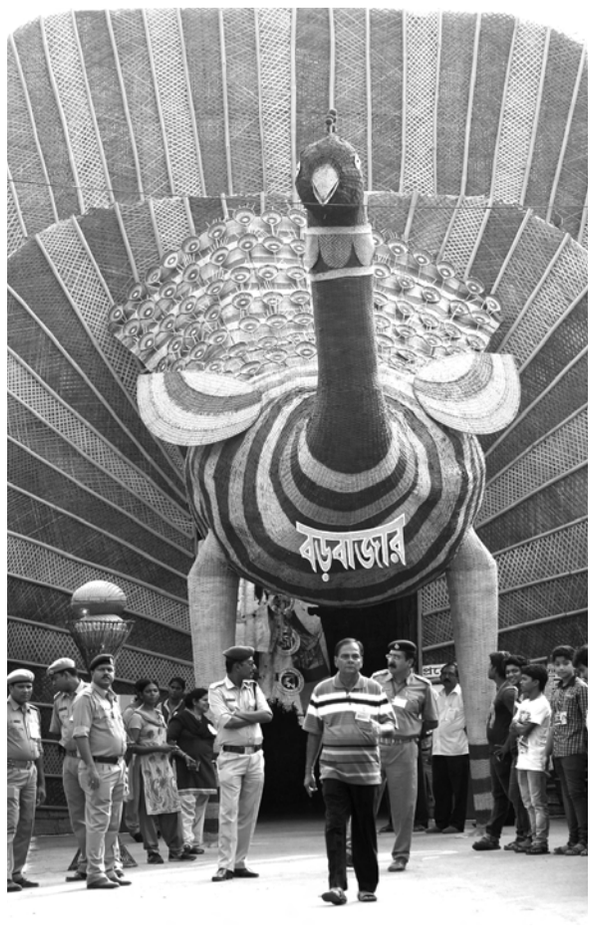

জগদ্ধাত্রী পুজোর অষ্টমীতে চন্দননগরের ঐতিহ্যশালী বড়বাজার পুজো কমিটির মন্ডপের তোরণ। যাতে কার্তিকের বাহন ময়ূরের অবয়বে গড়ে উঠেছে অভিনব মন্ডপ। ছবি বাপন মন্ডল।

LIONS
INTERNATIONAL PEACE POSTER CONTEST
THEME PEACE LOVE AND UNDERSTANDING
VENUE
Thakurpukur
Bramhachari
P. K Vidyamandir
For Girls
Date
16.11.2014
Time
10 A.M
ORGANISED BY
LIONS CLUB OF BEHALA CARE & SERVICE
&
THE LAST SUPPER (Sarsuna)
Media partner Alipur Barta
Contact: Goutam Dutta, 9903127470/ 8296170336

ঐতিহাসিক জয়
কৌশিক মজুমদার

বাংলার মানুষ শান্তি চায়
তাই এসেছেন দিদি,
দেশের মানুষ স্বস্তি চায়
হাওয়া পেলেন মোদি।
গণতন্ত্রে বিরাট পরিবর্তন
এনেছে মানব,
বহু বছর থাকুক এ'রীতি
সরেছে দানব।
পুলিশ প্রশাসন সজাগ এখন
জনসেবায় দৃষ্টি
ঐক্য শান্তি শৃঙ্খলা
থাকবে বজায়
রইবেনা অনাসৃষ্টি। Advt.

গড়ার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

একের পাতার পর

শিল্পপতিদের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মুখ্য সচিব সঞ্জয় মিত্র, পরিবহন দফতরের প্রধান সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, পর্যটন দফতরের প্রধান সচিব দেবাশিস সেন সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্টান, আমি ওবিসি, এটাই আমার ধর্ম। কেউ বাধা দিতে পারবে না। এই দিন সাগরমেলা প্রাঙ্গন থেকে মুখ্যমন্ত্রী সাগর হাই মাদ্রাসার ছাত্রী আবাস, রুদ্রনগর গ্রামীন হাসপাতালের এস এন এ সি ইউ, পাথরপ্রতিমা ঝড়খালি, পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরী ব্লকের তালপাটি ঘাট সহ সাতটি কোস্টাল পুলিশ থানা, গঙ্গা সাগরে কুড়িটি কটেজ, টুরিস্ট লজ, স্থানীয় দোকানপত্রের জন্য স্টল, সাগর পঞ্চায়েত সমিতির ভবনের সম্প্রসারণের উদ্বোধন সহ একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস এবং সরকারি পরিষেবা প্রদান করেন। পাশাপাশি যুবকল্যাণ দফতরের 'নব প্রজন্ম' নামের যুব আবাসটিরও সুইচ টিপে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। বাম জমানায় অবহেলিত গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে চিরকালীন তীর্থ–শ্লোগান ''সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার।'' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন সাগর মানচিত্রে পুণ্যার্থীদের পূণ্য শ্লোগান হল ''সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগরে বারবার'। সাগরের মাটিতে দাঁড়িয়ে তারই সূচনা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

কপিল মুনি মন্দিরের অধ্যক্ষ তথা প্রধান পুরোহিত শ্রী মহন্ত জ্ঞানদাস জী মহারাজ, সুন্দরবন উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, সাংসদ সি এম জাটুয়া, বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়্যারম্যান বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, বিধায়ক সমীর জানা, বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, বিধায়ক জয়দেব হালদার, কলকাতা পৌরসভার মেয়র তথা বিধায়ক শোভন চট্টোপাধ্যায় এ দিনে জন–সভার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

এদিন রাতে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। সেই বৈঠকে সাগরের পর্যটন শিল্পের বিকাশ বিনিয়োগের আহ্বানই জানানো হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১২টায় হোভারক্রাফটেই কলকাতা ফেরেন মুখ্যমন্ত্রী।

মৎস্যজীবী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাকদ্বীপ। গত ১৯ অক্টোবর মঙ্গলবার দুপুরে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় ভারতের জলপথ সীমানা লঙ্ঘন করে ভারতের মধ্যে ঢুকে পড়লে একটি ট্রলার সহ ১৫ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে ধরে ফেলে ভারতের উপকূল রক্ষীরা। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে বাংলাদেশের খুলনা জেলায় বোলেরহাটের ১৫জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে রহিমা নামে একটি ট্রলার ভারতের সীমানা লঙ্ঘন করে। ভারতের কোস্ট গার্ড প্রায় ১৩ কিমি জলপথ তাড়া করে বাংলাদেশের ট্রলারটিকে ধরে ফেলে। ট্রলারে ছিল ১ কুইন্ট্যাল মাছ এবং বেশ কয়েকটি জাল। কোস্ট গার্ড বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের ফ্রেজারগঞ্জের থানায় তুলে দেন। আদালতে তুললে জেল হাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ধানখেতে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর : গত ২১ অক্টোবর মঙ্গলবার সকালে সোনাখালি গ্রামে ধানখেত থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক যুবকের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত যুবকের নাম জয়নগরের হাসানপুর গ্রামের বাসিন্দা মোকারাম সরদার ওরফে পালান সরদার (২৬)। গুলিবিদ্ধ দেহটি দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ জানায়, ধানখেত থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।

উস্থিতে গুলিবিদ্ধ ওষুধ ব্যবসায়ী

ডায়মন্ড হারবার : রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হলেন এক ওষুধ ব্যবসায়ী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সত্যব্রত মণ্ডল (৪০) ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে ভর্তি। সোমবার রাত দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে উস্থির বলরামপুরে। জখম ব্যবসায়ী ফলতার বড়বেড়িয়ার বাসিন্দা। নিছক ছিনতাই না অন্য কোন কারণে গুলি তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সত্যব্রত ওষুধ নিয়ে এলাকার বিভিন্ন দোকানে পৌঁছে দেন।

সত্যমেব জয়তে
Government Of West Bengal
Office Of The Block Development Officer
Baruipur Development Block
Piyali Town, South 24 Parganas.
ADVERTISEMENT
NIT NO. 12/BPS OF 2014–15
Memo no. 571/BPS dt. 17.10.2014
Sealed tenders are invited from bonafied and experienced contractors and registered co–operative societies for different construction work under Baruipur Panchayat Samity.
A) Date of Application for tender paper : 03/11/2014 between 11 am to 4.00 pm.
B) Date and time of issuing tender paper : 05/11/2014 between 11 am to 3.00 pm.
C) Last date and time for receiving of tender form : 10/11/2014 within 2.00 pm.
D) Date and time of opening of tender form : 10/11/2014 at 3.00 pm
FOR FURTHER DETAIL THE OFFICIAL WEBSITE OF THIS ESTABLISHMENT (www.baruipurdevblock.org) OR THE UNDERSIGNED MAY BE CONTACTED.
Executive Officer
Baruipur Panchayat Samity

অমাবস্যার রাতে তারাপীঠ মহাশ্মশানের অনাবিল অভিজ্ঞতা

কুনাল মালিক

তারাপীঠ : শনিবার। আজ ঘোর অমাবস্যা। হুদহুদ ঘূর্ণিঝড় কখন আছড়ে পড়বে সেই কৌতূহল ঘিরে সকলেই আতঙ্কিত। সন্ধ্যে সাতটার পরই তারাপীঠের মন্দির সংলগ্ন রাস্তাঘাট অনেকটাই ফাঁকা হয়ে গেছে। আকাশ ছেয়ে আছে কালো মেঘে। সাড়ে সাতটা থেকে শুরু হয়েছে টিপটিপ বৃষ্টি। সন্ধ্যার সময় তারা মায়ের মূল মন্দিরে মাকে দর্শন সারা হয়ে গেছে। মহাশ্মশনের প্রবেশ পথে মায়ের পাদপদ্মশীলায় ভক্তিভরে পূজো দিয়ে হোটেলে ফিরলাম রাত সাড়ে আটটায়। অধিকাংশ পর্যটকই হোটেলে টিভির নিউজ দেখতে ব্যস্ত। হুদ হুদ কতটা এগোলো? কলকাতায় বৃষ্টি হচ্ছে কিনা? এই সব প্রশ্নে বিচলিত আমরা সবাই। আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা তারা পীঠের মহাশ্মশানে অমাবস্যার রাতে রাত্রি যাপন করার।

শিল্পী কল্যাণ, গৌতম এবং আমাদের গাড়ির সাহসী ড্রাইভার সুকুমার আমার সঙ্গী হবে ঠিক হল। ঘড়ির কাটায় তখন ১২টা বেজে ৫ মিনিট। হোটেল থেকে আমরা বের হলাম। মন্দিরের পাশ দিয়ে মহাশ্মশানের প্রবেশ পথের সম্মুখে এলাম। তারাপীঠকে কেমন যেন অচেনা লাগছে। রাস্তাঘাট শুনশান। ঝিঁঝি পোকার ডাক। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। পরিবেশকে আরো রহস্যময় করে তুলেছে। শ্মশানের ঢোকার আগে সিঁড়িতে আমরা সবাই জুতো খুলে রাখলাম। শ্মশানে পা দিতেই শরীরে যেন অন্য একটা অনুভূতি হল–যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তারা মায়ের পাদপদ্ম শিলা মন্দিরের সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

পাশেই বামদেবের সমাধি মন্দির থেকে আসছে ধূপের নিভে যাওয়া গন্ধ। নীচের বড় যজ্ঞবেদিতে কয়েকটি কুকুর কুঁকড়ি মেরে শুয়ে আছে। এরাই নাকি বামদেবের ভৈরব। সামনের রাস্তা অন্ধকার পথ চিরে চলে গেছে উঁচু কালো টিপির দিকে। যেখানে শবদাহ করা হয়। পিছন দিকে বয়ে চলেছে দ্বারকা নদী। পাশেই চালা করা বাঁধানো চিতা চুল্লি। ''শ্মশানে জাগিছে শ্যামা''–উদাত্ত কণ্ঠে গান ভেসে আসছে ডানদিকের একঝুপড়ি থেকে। মোবাইলে দেখলাম ঘড়িতে তখন ১২টা ৩৫ মিনিট। দূরে বাঁধানো চিতা চুল্লির জায়গায় চোখে পড়ছে দাউ দাউ করে হোমের আগুন জ্বলছে। লাল বসন পরিহিত এক কম বয়সের সাধু।

গলায় হাজার রকমের পুঁথি, রুদ্রাক্ষের মালা। নিবিষ্ট মনে মন্ত্র বলছে 'ওঁ হ্রীং, ক্রীং কালীকায় নমঃ.....' মাঝে মাঝে হোমের আগুনে ঘি মধু নিক্ষেপ করছেন। আমি ধীরে ধীরে তার সামনে বসলাম। আমাকে ভাল করে ওই সাধু দেখলেন। মুখে কিছু বললেন না। আমার সঙ্গীরা বেদীর নিচে দাঁড়িয়ে থাকল। ওই সাধু এক মনে মন্ত্র পড়ে চলেছেন। যজ্ঞের আগুনের পাশে চোখে পড়ল– মাটি দিয়ে তৈরি করা একটি পুরুষের অবয়ব। তাতেও ফুল ঘি মধু নিক্ষেপ করা হচ্ছে। হঠাৎ ওই সাধু বললেন–কি চাই তোর? বললাম– কিছু না।

তাহলে এখানে কেন? সাধু ক্ষোভের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন। বললাম, আমি লেখালেখি করি, শ্মশানের অভিজ্ঞতার ওপর লিখতে চাই। তাই আপনাকে দেখে বসে পড়লাম। সাধু কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বললেন–কি জানতে চাস বল, আমার সময় কম। আমি বললাম– বাবার নাম? সাধু বললেন, সন্দীপ বারিক, থাকেন মানিকতলায়। আপনি কি যজ্ঞ করছেন? সাধু বললেন, কলকাতায় আমার এক শিষ্য মৃত্যু শয্যায় আছেন, তার আরোগ্য কামনায় যজ্ঞ করছি। তুই এখন যা পরে আসবি। বাবার অনুমতি নিয়ে ওই সাধুর কয়েকটা ছবিও তুললাম। জয় তারা বলে উঠে পড়লাম। ঘড়ির কাঁটায় তখন ১টা ৫ মিনিট। এবার আমরা চললাম ডানদিকে–বামাক্ষ্যাপার সিদ্ধিলাভের ঐতিহাসিক স্থান–শিমুলতলার দিকে।

(পরের অংশ আগামী সংখ্যায়)

মাটির পুরুষমূর্তি গড়ে সাধুজির আরোগ্য–হোম

তারা মা সংঘের কালীপুজো

মলয় সুর, হুগলি : আলোর উৎসব দীপাবলিকে ঘিরে রাজ্য যেন আবেগে মেতে উঠেছিল। বুধবার বিকাল থেকেই পুজো উদ্বোধনের হিড়িক পড়ে যায়। হুগলির শেওড়াফুলি স্টেশনের কাছেই গড়বাগান লেনের ডিপি মুখার্জ্জী রোডে তারা মা সংঘের শ্যামাকালী পুজো এবার ৫৭ বছরে পা রাখল। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে পুজোর শুভ উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ সারদা মিশন মঠের স্বামী দুর্গাতানন্দ মহারাজ। এই পুজো শেওড়াফুলি পতিতাপল্লী এলাকার পুজো। তাঁরাই এই পুজোর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন।

এখানে বারবনিতাবৃন্দর দুর্বার সমন্বয় গোষ্ঠী রয়েছে। পুজো কমিটির সম্পাদক সোমনাথ মাঝি বলেন, 'থিম' পুজোর মধ্যে তাঁরা নেই। সাবেকিয়ানাই তাঁদের পুজোর মূল উদ্দেশ্য, তাই উৎসবের মরসুমে এদিন সন্ধ্যায় পতিতা পল্লী এলাকায় সংগঠনের পক্ষ থেকে শতাধিক পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়ের হাতে পাঠ্য বই, খাতা তুলে দেওয়া হয়। এখানে শ্রীরামপুর চাতরা কুমারটুলি থেকে আনা ১৪ ফুট উচ্চতার অপরূপ দেবী মূর্তি দেখলে শ্রদ্ধা ভক্তিতে মন প্রাণ ভরে যায়। বুধবার সন্ধ্যায় পুজোর উৎসবকে বর্ণময় করে তুলতে অনুষ্ঠিত হয় ছোটদের ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। ক্যুইজ মাস্টার প্রদীপ দত্ত ও সাংবাদিক স্বরূপ দত্ত শেওড়াফুলির নিষিদ্ধ পল্লী এলাকায় জানা আজানা প্রশ্নে জমজমাট ও মুখর করে তোলে ক্যুইজে সেরা হন বিশ্বনাথ মাঝি। সকলকে উৎসবের আনন্দ দিতে এই প্রয়াস দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান অজয়প্রতাপ সিং, শেওড়াফুলি থানার ওসি সুব্রত দাস, স্থানীয় কাউন্সিলর প্রবীণ পাল। পুজো উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই পুজোর বিশেষ আকর্ষণ।

শিশু সংঘের বোঁদে কালী

দীপাবলির রোশনাইয়ে আলোকিত ক্যানিং

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমাবাসী দীপাবলীর উৎসবে মেতে উঠলো। কেউ বা জলপথে কেউ বা ডাঙা পথে। যা আরও একবার সুন্দরবনের কৃষ্টি–সংস্কৃতিকে মেলবন্ধনে উদ্বুদ্ধ করে রাখলো। ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী কলোনির কার্গিল পাড়ার সবুজ সংঘের কালীপুজো ২০ তম বর্ষে পদার্পণ করে। এবারের মন্ডপের থিম ছিল দক্ষিণেশ্বর। শাস্ত্রীয় মতে নিষ্ঠা সহকারে যথাযথভাবে পুজো হয়। পুজোর বিশেষ উদ্যোক্তা এলাকার মহিলারা। সবুজ সংঘের পুজো কমিটির সভাপতি অভিজিৎ মণ্ডল বলেন এই এলাকায় প্রায় ১০ হাজার মানুষের বসবাস। এদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ দিনমজুরির কাজ করে কোন মতে সংসার চালায়। এলাকার বেশির ভাগ মহিলারা এগিয়ে এসে পুজোকে সার্থক করে তোলে। পুজো মন্ডপের পাশে সাংস্কৃতিক মঞ্চে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি প্রমুখ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া বস্ত্র এবং বই–খাতা বিতরণ করা হয়। মাতলা–১ ওয়ার্ডের শান্তি ব্যায়াম সমিতির শ্যামাপুজো ৪২তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবারের থিম ছিল যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। পুজো কমিটির সভাপতি আইনজীবী গৌতম বোস বলেন সারাবছর ব্যায়ামাগারে শরীর চর্চা হয়। মাতৃ আরাধনায় ব্রতী হয় ব্যায়ামাগারের সদস্যরা। পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনের মানুষগুলি এই উৎসবে সব কিছু ভুলে আনন্দে মেতে ওঠে। প্রতি বছরের মতন এবারও দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ক্যানিং স্বস্তিকা সংঘ, শৈলেন্দ্র স্মৃতি ব্যায়ামাগার, জঙ্গলমহল সংঘ, শিরিষতলা, নিউ স্টার প্রমুখ পুজোগুলি শহরের সাথে পাল্লা দিয়ে মেতে উঠেছে থিম পুজোতে।

ধন্যি মেয়ে

মহিলাদের হাঁড়ির খবর

শুরু হল মেয়েদের বিভাগ ধন্যি মেয়ে। আপনারাও নানা স্বাদের লেখা, অভিজ্ঞতা ও সমস্যার কথা পাঠাতে পারেন। প্রকাশ করব আমরা।

কাজল নয়না

শ্রাবন্তী সরদার

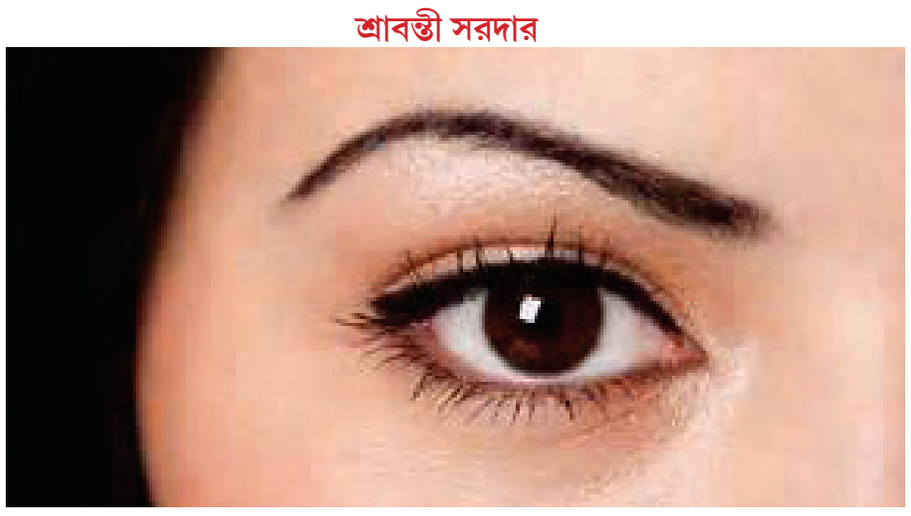

'মেঘলা দিনে দেখেছিলাম মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ' আজ বলে নয়, বহুকাল থেকেই মানুষের সহজাত আকর্ষণ একে অপরের নেত্রাভিমুখী। চোখ যে শুধুমাত্র মুখশ্রীর সৌন্দর্য্য বাড়ায় এমনটাই নয়, পাশাপাশি মনের যাবতীয় ভাবনাও তো প্রকাশ হয় দু'নয়নের নীরব চাহুনিতে। মুখে কিছু বলার আগেই আমরা চোখ থেকে অনুভব করতে পারি কোনো মানুষের রাগ, হতাশা, দুঃখ, ভয়, আনন্দ–উল্লাস, তার আভ্যন্তরীন সরলতা–জটিলতাকে। তাই সুন্দর শরীর–স্বাস্থ্য, মুখশ্রীর অধিকারিণীকে নানারকম সাজ–সজ্জা, শরীরচর্চা ছাড়াও নিজের চোখের দিকে প্রতিদিন কিছু সময় দেওয়া উচিৎ। তাই চোখের যত্ন নিতে ঘরোয়া পরিবেশে খুব সংক্ষেপে কি কি করলে সেই সময়টা কার্যকরি ভূমিকা নেবে, এইবার আলিপুর বার্তায় তারই কিছু আলোচনা করা হল।

প্রথমেই বলে রাখা দরকার আমাদের শরীরের অনান্য জায়গার চেয়ে চোখের আশেপাশের ত্বক তুলনামূলক ভাবে খুবই নরম ও পাতলা। তাই এখানে খুব সহজেই দাগ বা বলিরেখা দেখা দেয়। যে তৈল গ্রন্থির প্রভাবে ত্বকে কোমলতা ও মোলায়েম ভাব বজায় থাকে, সেই গ্রন্থি এই অংশে থাকে না। ফলে চোখের যত্ন নিতে গেলে কিছু বিশেষ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক।

আমাদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেন, বই পড়েন, কম্পিউটার বা ল্যাপটপে ব্যস্ত থাকে কিংবা খাতা–পত্তরে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে হিসাব–নিকাশ দেখাশোনা করে থাকেন। আর স্বভাবতই এইসবের প্রভাব পড়ে চোখের ওপর এবং দীর্ঘদিন ব্যাপি চলতে থাকলে চোখের আশপাশের কোমলতা নষ্ট হতে থাকে। এর দৃষ্টিশক্তি কমে আসে। একে ভালো রাখার উপায় হল পর্যাপ্ত ঘুমের। ঘুম না হলে চোখ ফোলা ফোলা লাগে, লাল হয়ে যায় ও চোখের আশেপাশে কালি পড়ে। আবার বহুক্ষণ ঘুমালেও চোখ যে ভীষণ ভালো থাকবে, এমনটাও নয়। একজন সুস্থ ও কর্মঠ মানুষের প্রতিদিন কমপক্ষে সাত ঘন্টা ঘুমের প্রয়োজোন। যদি মনে করেন, এই সাত ঘন্টা আপনি ঘুমাতে পারছেন না, তাহলে সারাদিন যখন সময় পাবেন, চোখ বন্ধ রেখে চোখকে বিশ্রাম দেওয়ার চেষ্টা করুন। আর এর পাশাপাশি নজর রাখতে হবে রোজকার খাবার–দাবারে। চোখ সুন্দর ও ঝকঝকে রাখতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' খেতে হবে। যেমন– ডিমের কুসুম, মাখন, দুধ, হলুদ ও সবুজ পাতাযুক্ত শাকসব্জি। এছাড়া দিনে অন্তত ৬–৮ গ্লাস জল ও সম্ভব হলে ফলের রস খাওয়া দরকার। ভিটামিন 'এ' ও ঘুমের অভাব হলে চোখ এ নানারকম সমস্যা দেখা দিতে থাকে। যেমন– চোখ লাল হওয়া, অনবরত জল পড়া, প্রখর রোদে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া বা তীব্র আলো সহ্য না করতে পারা, চোখে ব্যথা অনুভব করা, প্রভৃতি এইসব। তবে এইসকল সমস্যা চলতে থাকলে ডাক্তারি পরামর্শ নিতে হবে।

আমরা প্রতিদিন যে নিত্য প্রয়োজনীয় চোখের প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করে থাকি, (আইলাইনার, কাজল, মাস্কারা প্রমুখ) সেগুলি অবশ্যই একটু ভালো মানের হতে হবে। সস্তা ও অনামি ব্র্যান্ডের দ্রব্যগুলিতে চোখ ও চোখের পার্শ্ববর্তী ত্বকের ক্ষতি হয়। আর মুখের মেক–আপ করার সময় চোখের আশেপাশের জায়গা ছেড়ে রাখা উচিত। প্রতিদিন ভেজা তুলো দিয়ে চোখের ত্বক পরিষ্কার করে বাদাম দিয়ে তৈরি ক্রীম–এর আশেপাশে লাগানো দরকার। আলুর রস চোখের আশেপাশে লাগালে চোখের ফোলা ভাব কমে যায়।

চোখের ক্লান্তিভাব দূর করার জন্য কিছু কিছু ব্যায়াম করা যেতে পারে। যেমন– হাতের তালু দিয়ে বন্ধ চোখের ওপর চেপে রাখা এবং নিজের করতাল চোখের ওপর রেখেই ধীরে ধীরে চোখের পাতা খোলা। এবার তালু চাপা অবস্থাতেই অন্ধকারে দেখার চেষ্টা করুন । খানিক পরে হাত সরিয়ে নিন। এরকম বেশ কয়েকবার করতে পারেন। কখনও কখনও ঘন ঘন চোখের পলক ফেললেও চোখের ব্যায়াম হয়। চোখের পলক ফেললে কমনীয়তা দূর হয়, এবং চোখ পরিষ্কার থাকে।

মর্যাদার প্রশ্ন

প্রতিম রাহা

ইদানীং, চমকে ওঠা সকল বিষয়ই যে আমাদের চমক দিচ্ছে, তা নয়। সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধ্যান ধারণার গতিপ্রকৃতি দিন দিন যেরূপে বদলাচ্ছে, তাতে অবাক করা বিষয়গুলিও ধাতস্থে এসে পড়ছে ক্রমাগত। আরও মজার ব্যাপার হল, আজ যারা সেই ধারণার হিসাবখাতা উল্টে–পাল্টে দেখছে, কাল তারাই ওই খাতার প্রথম পৃষ্ঠায় !

উদাহরণস্বরূপ যদি ছোট একটা শব্দকে টেনে আনা হয়, তাহলে ব্যাপারটা খানিক বোঝা যেতে পারে। 'ধর্ষণ'। এক দশক আগেও এই শব্দটা ভাবাত। একটা ঘটনার জেরে শুধু ফেমিনিস্টরাই আতঙ্কিত হতেন তা নয়, মাছের বাজারের মেল শভিনিস্টরাও দরদামে ভুল করতেন। কারণ রোজকার জীবনে তারা এর সঙ্গে ছিলেন অনভ্যস্ত। কমনওয়েলথ্ হিউম্যন রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ তাদের তথ্যে বলছে, ২০০১ সালে ভারতবর্ষে রেপ্ কেসের সংখ্যা ছিল ১৬,০৭৫, যা ২০১৩–য় এসে দাঁড়িয়েছে ৩৩,৭০৭–এ । বিগত কয়েক বছর ধরে সংবাদের প্রথম পাতা থেকে ড্রয়িংরুমের এল–ই–ডি টিভিটা, যা নিয়ে চর্চা করে চলেছে অনবরত। তাই এর সঙ্গে এখন এতটাই অভ্যস্ত বর্তমান সভ্যতা যে আর শোনামাত্র ততটা চমকে উঠতে হয় না; অবাক ভাবটার আর বহিঃপ্রকাশ ঘটে না সেরূপে। 'এ আর নতুন কি'! এই মানসিকতায় তাল মিলিয়ে চলতে সঙ্গ দিয়েছে নির্ভয়া থেকে কামদুনি। তবে উন্নয়নশীল দেশে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ধারা অব্যহত রইলেও মানসিক উন্নয়নের ধারা কবে তার জয়যাত্রা শুরু করবে, এ নিয়ে বিস্তর জল্পনা চলতেই থাকে। যদিও তাতে লাভ নৈব নৈব চ !

এবার উদাহরণ হিসেবে একটা ছোটো সংখ্যা ! '৪৯৮–এ' । নারী নির্যাতনের জন্য এই আইনের মারফৎই আদালত দ্বারস্থ হওয়া যায়। চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি প্রাণগুলোকে শ্বশুরবাড়ি তথা বরপণের দাঁত–নখ থেকে বাঁচাতেই ১৯৮৩ সালে এই আইনের জন্ম। আইনি পরিভাষায় এটি অ–জামিনযোগ্য, মানে অভিযুক্ত আদালতে হাজিরা না দিলে জামিনের আবেদন করা যায় না। স্বভাবতই বধু নির্যাতনের ক্ষেত্রে এক বড় ভরসার জায়গা এই আইন। তবে তথ্য বলেছে, ১৯৯০ সালের পর থেকে, প্রধানত এই বিশের শতকেই স্বামীর দ্বারা গৃহবধূদের ওপরে অত্যাচারের পরিসংখ্যান অত্যন্ত হারে উর্ধ্বমুখী। ২০০৪ সালে দায়ের হওয়া এই ঘটনার সংখ্যা ছিল ৫৮,১২১, যা ২০১৪–য় হয়েছে আনুমানিক ১,১৮,৮৬৬। সেক্ষেত্রে ভাববার বিষয় নির্যাতিতারা কতটা লাভবান এই আইন মারফৎ। গত বছর ঠিক এই কারণের জন্য আত্মঘাতী হয়েছে ১১,২২৯ জন মহিলা।

এর কারণ খুঁজতে গেলে হয়ত দেখা যাবে ওইসকল নির্যাতিতাদের মধ্যে একাংশ '৪৯৮ এ'–এর নামই শোনেনি জীবনে। মহিলাদের ওপর অ্যাসিড হামলার বিপক্ষে ৩২৬–এ ধারায় যে ভারতীয় আইন, তাতে অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণ হলে হয়ত ১০ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড পর্যন্ত হতে পারে। তবে সেই শাস্তির ভয় যে এই ঘটনা বন্ধ হয়ে গেছে, তা কিন্তু নয়। বিবাহ প্রস্তাব নাকচের জেরেই হোক কিংবা পারিবারিক ক্ষোভের কারণেই, অ্যাসিড আক্রমণের নজির পেতে হলে খুব বেশি দিন পিছনে তাকাতে হবে না। আর সেটা এ রাজ্যেই ।

কোনও ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মোমবাতি মিছিল যে প্রতিবাদের ঝড় তোলে, সেই ঝড় কার্যক্ষেত্রে কতটা লাভজনক হয়, তা বোঝা দায়। তবে তার থেকে অনেক বেশি কার্যকরী হবে, যদি একটি ঘটনার থেকে শিক্ষা নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সঙ্গে পাল্টানো দরকার মানসিকতা, চিন্তাধারা। প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, 'মনে রাখবেন, যারা ধর্ষণ করছে, তারাও কারোর পুত্র।' তাঁর এই উক্তির মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে একটা চিত্র। একটা রাষ্ট্র, একটা সমাজ কখনই তার পাঁচতারা হোটেল কিংবা, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা নিজেকে উন্নত বলতে পারে না, সে নিজেকে উন্নত বলতে পারে তার চিন্তাধারার মাধ্যমে। তাই নারী মানেই নির্যাতন নয়, নারী মানেই হেয় নয়।

পাক–কথা/ স্বাদ–কাহন

বাধাকপির রাবড়ি

সৌমিতা চৌধুরী

উপকরণ :

বাধাকপি ১টা বড়
দুধ সাড়ে ৩ লিটার
চিনি পরিমাণ মতো
তেজপাতা ২টো
এলাচ ৩/৪টি
কাজু ৫০ গ্রাম
কিসমিস ৫০ গ্রাম।

প্রণালী :

একটি বড় বাধাকপির উপরের পাপড়ি ছাড়িয়ে ভিতরের কচি অংশ কুচি কুচি করে কেটে নিন। এবার সেটি ভালো করে ভাপিয়ে জলটা ঝরিয়ে আরেকটি পাত্রে রাখুন। এবার দুধটা ভালো করে ফুটিয়ে দুটো তেজপাতা দিন। কিছুক্ষণ নেড়ে এবার বাধাকপিটা দুধে দিয়ে নাড়তে থাকুন। ক্ষির–ক্ষির হয়ে এলে পরিমাণ মতো চিনি মেশান। নামানোর একটু আগে এলাচগুলো দিয়ে দিন। নামিয়ে কাজু ও কিসমিস দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে এবং ঠান্ডা করে পরিবেশন করুন বাধাকপির রাবড়ি।

পাউরুটির পুডিং

উপকরণ :

পাউরুটির স্লাইস : ৬ পিস
চিনি পরিমাণ মতো
দুই : ১/২ লিটার
কাস্টার্ড : ৩ চা চামচ
এলাচগুঁড়ো : ৪–৫টা
কাজু : ২৫ গ্রাম
কিসমিস : ২৫ গ্রাম
চেরি : ৩–৪টে
(কুচি করে কাটা)
জল : পরিমাণ মতো।

প্রণালী :

স্লাইস পাউরুটির চারদিকটা কেটে ভিতরের অংশটা একটু জলে চুবিয়ে, জল ভালো করে চিপে আলাদা পাত্রে রাখুন। এবার পরিমাণ মতো চিনি দিয়ে দুধ ফুটান। দুধ ভালো ভাবে ফুটে গেলে দুধটা নামিয়ে কিছুটা ঠান্ডা করুন। উষ্ণ গরম অবস্থায় কাস্টার্ড মেশান। এবার ওই পাউরুটিগুলোকে কাস্টার্ড মেশান দুধে ফুটিয়ে নিন। ফুটে গেলে এলাচগুড়ো দিয়ে ভালো করে নেড়ে নামিয়ে নিন। এবার পাত্রে ঢেলে কাজু ও কিসমিস মিশিয়ে কিছুটা ঠান্ডা করে ফ্রিজে রাখুন। নির্দিষ্ট সময়ের পর ফ্রিজ থেকে বের করে চেরি কুচি দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করুন পাউরুটির পুডিং।

যাওয়া আসার পথে পথে

বেলবনী শহিদ তীর্থ

দীপককুমার বড় পণ্ডা

এবার ২ অক্টোবর দুর্গা পুজোর অষ্টমীর দিন ছিল গান্ধি জয়ন্তী। সেদিন পূর্বমেদিনীপুর জেলার মৈতনা গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান তমালতরু দাসমহাপাত্র–র সঙ্গে মোটরবাইকে যাচ্ছিলাম। তমাল একটি আলোচনা সভায় যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গী। যাওয়ার পথে একটি শহিদতীর্থ দেখতে পাই। কৌতূহল হয়, বোঝার চেষ্টা করি, কেমন আছে এই শহিদবেদী? উপপ্রধান মশায়কে থামতে বলি। দেখতে থাকি, রামনগর থানার বেলবনী গ্রামের এই শহিদ বেদী। চারদিক ফাঁকা বালিয়াড়ির মধ্যে সিমেন্টের তৈরি একটি শহিদ বেদী, তার গায়ে শহিদদের নাম, ঠিকানা। নাম–ঠিকানাগুলোর রং মলিন হয়েছে। খানিক দূরে একটা বেড়া দেওয়া। শহিদবেদীর আনাচে কানাচে অকথ্য নোংরা, চারদিকে ভর্তি মদের বোতল এবং মদ খাওয়ার গ্লাস। তমাল উপপ্রধান, এই এলাকার যুবনেতা। খুব অস্বস্তিতে পড়লেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কর্মীদের হাঁক পাড়লেন, ডেকে নিলেন বেলবনীর গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অমিয়রঞ্জন মাইতিকে। স্থানীয় বটতলা আনন্দময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্মী শুভাশিস মাইতিও এলেন। তমাল বললেন, এখন সবাই মিলে এই জায়গা পরিস্কার করা হবে। গান্ধিজীর জন্মদিনে অন্তত একটা ভালো কাজ করা যাবে। যে–কথা সেই কাজ। সকলে মিলে মাঠে নেমে পড়লেন। নিমেষের মধ্যে মাঠ পরিস্কার হয়ে গেল।

এতক্ষণ পাশের চায়ের দোকানের লোকটা একটু ভয়ে ভয়ে ছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, এবার বুঝি তার ডাক পড়বে। উৎসাহী যুবকেরা বলতেই পারে, আপনিও আসুন, সকলকে হাত লাগাতে হবে। আর সেই কাজে না বলার সাহস দেখানো মুশকিল। যাকগে, শেষ পর্যন্ত চা–দোকানীর ডাক পড়েনি। চা দোকানের দাওয়ায় বসে উৎসাহী শুভাশিস একটা বড় কাগজে লিখে ফেলল, 'এখানে শহিদবেদী চত্বরে বসে মদ খাওয়া চলবে না।' সেটা সাঁটা হয়ে গেল একটা গাছে। একজন সাদা–কালো চুলের বৃদ্ধ লুঙ্গি পরে বসেছিলেন চা দোকানে। তাঁর কানের চুলগুলো বেশ লম্বা। তিনি চা খেতে খেতে বললেন, 'দিনকাল কী খারাপ হয়েছে, শহিদবেদী হল পবিত্র জায়গা।

সেখানে বসে মদ না খাওয়ার কথাও লিখতে হয়।' তাঁর চোখে অপার বিস্ময়। আড়চোখে একবার তাকালেন শহীদবেদীর দিকে। চায়ের

গ্লাসটা রেখে একটা আধপোড়া ছোট বিড়ি ধরালেন। তাঁর ধোঁয়াটা কুন্ডলী পাকিয়ে ওপরের দিকে যেতে লাগল।

আর সেইসময় উপপ্রধান বেশ কয়েকজন স্থানীয় মানুষকে ডেকে গান্ধি জয়ন্তী, স্বাধীনতা আন্দোলন, বিয়াল্লিশের আন্দোলন প্রভৃতি নানা বিষয়ে কথা শুরু করলেন। কিছুক্ষণের পরে সেই বৃদ্ধও সেখানে এলেন। আলোচনা চলছে। তমাল বেশ রসিক মানুষ। ভালো কথা বলতে পারেন। আলোচনার মাঝখানে এসে পৌঁছলেন ভাকুনি সিং। এখানে শহিদ হওয়া ভজহরি রাউত–এর বড় মেয়ে। বড় রাস্তা দিয়ে কোনো কাজে যাচ্ছিলেন। জটলা দেখে চলে এসেছেন। বছর ৭৪ বয়স। বললেন, '১৯৪২ সালে বাবা গুলি খেয়ে শহিদ হওয়ার সময় আমার বয়স ছিল দু' বছর। এই গ্রামেই বিয়ে হয়েছিল।' এখন বিধবা।

সাদা থান পরা ভাকুনির চোখটা কেমন জ্বল জ্বল করে উঠল। শহিদবেদী এবং শহিদদের নিয়ে আলোচনায় মানুষের আগ্রহ দেখে খুব খুশি হয়ে বললেন, 'আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবার কি কিছু টাকা পয়সা পাব? আমাদের তো খুব অভাব।' তমাল বললেন, 'না, স্থানীয় মানুষদেরকে এখানকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিষয়ে জানানো হচ্ছে। এইভাবে কি আর টাকা পাওয়া যায়? যাঁরা আমাদের দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁরা কি টাকার কথা ভেবে জীবন দিয়েছিলেন?' ঠোঁট উল্টালেন ভাকুনি। হয়তো ভাবলেন, এসব কথা শুনে আমার কী হবে! যেদিক থেকে এসেছিলেন, আবার সেইদিকেই যেতে শুরু করলেন। কিছু কথা বলার জন্য দাঁড় করালাম। তিনি বসলেন। কথাও বললেন। ভাকুনির স্বামী এখানকার 'বক্সী বাজারে' চপ–সিঙাড়া বেচতেন। নিরীহ গোছের মানুষটা বেশ ভালো ছিলেন। তিনি মারা যাওয়ার পর এখন কোনরকমে চলে ভাকুনির। তাঁর বাবা শহিদ ভজহরিও অবশ্য গরিব ছিলেন। কিন্তু একটা স্বপ্ন, একটা আগুন তাঁর মাথায় ঢুকে গেছিল। দেশটাকে যেভাবে হোক স্বাধীন করতে হবে। প্রায় দিন–মজুর মানুষটা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। অবশ্য, স্বাধীনতা তাঁর দেখা হয়নি।

তমাল আলোচনা করছেন এখানকার শহিদদের নিয়ে। পরাধীন ভারতে এই বেলবনী গ্রামে রাসমঞ্চে গড়ে উঠেছিল 'বিদ্যুৎ বাহিনী'। স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়াই করার জন্য নানারকম প্রশিক্ষণ পেতেন এই বিদ্যুৎ বাহিনীর সদস্যরা। এর নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রয়াত বলাইলাল দাসমহাপাত্র। তিনি এখানকার মানুষের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়েছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন, দেশকে স্বাধীন করতে হবে। তাঁর কথাতেই খেটে খাওয়া মানুষগুলো ঝাঁপ দিয়েছিলেন দেশের মুক্তির জন্য। রাসমঞ্চের কাছে একটা গোপন ডেরায় চলত বিপ্লবীদের নানারকম শলাপরামর্শ। চলত শরীর চর্চা। ঘরের বাইরে বসে পাহারা দিতেন এক বৃদ্ধ। ১৯৪২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ পুলিশ বেলবনীতে আসে। তাদের সন্দেহ হয়, এখানে কোনো গোপন ঘাঁটি আছে বিপ্লবীদের। তারা সেই বৃদ্ধের কাছে জানতে চায়, এখানে কোনো বিপ্লবী আছে কিনা। বৃদ্ধ জবাব না দেওয়ায় বৃটিশ পুলিশ তাকে অত্যাচার করতে থাকে। সেইসময় নিয়ম ছিল গ্রামের কোথাও পুলিশ এলে যে বা যারা দেখবে তারা শাঁখ বাজাবে। পরপর শাঁখ বাজতে থাকে। এইভাবে গ্রামের পর গ্রাম শাঁখের আওয়াজ চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলে। কারোর হাতে বঁটি, কারোর হাতে লাঠি, কারোরবা কাটারি। ব্রিটিশ পুলিশ থমকে যায়। ওরা নাকি সেইসময় ফিরে যেতে চায় রামনগরে।

ওখান থেকেই ওরা এসেছিল। গ্রামবাসী পথ আটকে রাখে। পুলিশ পথ ছাড়তে বলে। গ্রামবাসী কোনোভাবেই তাতে রাজী হয় না। একটা অসম লড়াই শুরু হয়। একদলের হাতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, অন্যদলের হাতে গ্রামীণ দৈনন্দিন ব্যবহারিক যন্ত্রপাতি। এই অবস্থায় ব্রিটিশ পুলিশ গুলি করে। ছয় জন মানুষ সেদিন ওদের গুলিতে মারা যান। আহত হন বেশ কিছু মানুষ। এঁদের মধ্যে দু'জন পরে মারা যান।

শহিদ বেদীর দিকে আমার চোখ যায়। ওখানে শহিদদের নাম, ঠিকানা লেখা। ১. ভজহরি রাউৎ, বেলবনী ২. রজনীকান্ত ঘোষ, সোনাকনিয়া ৩. ভীমচরণ দাস মহাপাত্র, লালপুর ৪. বংশীধর কর, লালপুর ৫. হেমন্তকুমার দাস, কাদুয়া ৬. চৈতন্যচরণ বেরা, মাধবপুর ৭. চন্দ্রমোহন দাস, বেলবনী (১৯৪২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আহত হয়ে মারা যান ১৯৪২ সালের ১৭ অক্টোবর) ৮. শিবপ্রসাদ দাস, কলাপুঞ্জা (১৯৪২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর আহত হয়ে মেদিনীপুর জেলে কলেরায় মারা যান ১৯৪৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর)। ১৯৬৪ সালে রামনগর শহিদ স্মৃতি সমিতি এবং বেলবনী শহিদ তীর্থ ট্রাস্টি বোর্ডের যুক্ত উদ্যোগে এই শহিদবেদীটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৪২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর বৃটিশ পুলিশের গুলিতে আহতদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, উপেন্দ্রনাথ গিরি, বিষ্ণুপদ পট্টনায়ক, অমরেন্দ্রনাথ মাইতি, নবকুমার মাইতি, রাধামোহন মাইতি, ক্ষীরোদচন্দ্র গিরি, জীবনকৃষ্ণ করণ, সর্বেশ্বর জানা প্রমুখ। শহিদ বেদী থেকে চোখ যায় বৃদ্ধা ভাকুনির দিকে। দেখি বৃদ্ধার চোখে জল। বুঝতে পারি, এই অশ্রু বাবাকে হারানোর জন্য নয়, এই অশ্রু গর্বিত পিতার জন্য। সেইসময় আগের সেই হাড় উঁচোনো বৃদ্ধ পাশের দোকান থেকে একটি বড় মালা তমালের হাতে এনে দেন। বলেন, 'ওটা বেদীতে দিন।' তমাল ওটা বৃদ্ধা ভাকুনির হাতে দেন। মালাটা নিয়ে ভাকুনি অস্বস্তিভরা অনির্দিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন শহিদ বেদীর সামনে। হাতটা তাঁর কাঁপতে থাকে। কে যেন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গেল তাঁকে।

এই শহিদ বেদীর কথা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের বইতে কোথাও গুরুত্ব দিয়ে লেখা হয়নি। শোনা যায়, সরকারিভাবে কেউ নাকি এর উদ্বোধন করেননি। এইসব হয়তো স্বাধীনতা–পরবর্তীকালের অত্যন্ত বিশ্রী রাজনৈতিক টানাপোড়েন। তাও গান্ধি জয়ন্তীর দিন আমার শহিদতীর্থ ভ্রমণ হল। কিন্তু, কোথাও যেন অনেক অনেক প্রশ্ন থেকে গেল, এ কোন স্বাধীনতা, শহিদদের প্রতি এ কি নীরবতা কিংবা উদাসীনতা? সেইসব প্রশ্ন মাথায় নিয়ে আবার চলতে শুরু করি।

"ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চ" কর্ণধার এখন দক্ষিণ কলকাতাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলা লিটল ম্যাগাজিন জগতের কিংবদন্তী পুরুষ "ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চে"র কর্ণধার আজীবন বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ, কবি, সঙ্গীত শিল্পী ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম সুরকার শ্রী ঋষিণ মিত্র এখন দক্ষিণ কলকাতাবাসী। এই কারণে দক্ষিণ কলকাতার বহু সাহিত্য সংগঠন আশা করে আগামী দিন তাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র তাঁদের অনুষ্ঠানকে উজ্জ্বল করবেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক পত্রিকারও প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক 'প্রয়াত তরুণ ভূষণ গুহর সাথেও শ্রীমিত্রর বহুদিনের পরিচয় ছিল। তিনি সমিতির 'বিবেক নিকেতন' আশ্রমেও এসেছেন। সুতরাং সমিতি আশা রাখে আগামী দিনে শ্রীমিত্র তাদের অনুষ্ঠানে আবার আসবেন।

ঋষিণ মিত্রের নতুন ঠিকানা, "বিভাবতী" আবাসন (দ্বিতল)
১৩/৪, পাম এ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০ ০১৯

মাঙ্গলিকী

বড়িশার জাদু আড্ডা

বেশ কয়েক মাস আগে অনুষ্ঠিত হল বড়িশা জাদু আড্ডার একাদশ বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে বরিষ্ঠ সাংবাদিক, জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য এক বিরাট চমক অপেক্ষা করছিল–তাঁকে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রেখেই বিরাট সম্মান–সংবর্ধনা জানানো হল বড়িশার জাদু আড্ডার তরফে । যার মূল আয়োজক ছিলেন আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর গুহঠাকুতা ও আড্ডার রেডিডেন্ট ম্যাজিসিয়ান জাদু স্রষ্টা গোরা দত্ত। প্রথমে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেওয়া হল পুষ্প স্তবক। এরপর বড়িশার জাদু আড্ডা সহ জাদুকলা চর্চার ক্ষেত্রে অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমৃদ্ধ বর্ণময় অবদানের কথা তুলে ধরলেন আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সমীর গুহঠাকুরতা, একটি লিখিত ভাষণের মাধ্যমে। একই মাত্রার অরুণবাবুর প্রশংসা ধ্বনিত হল জাদুকর গোরা দত্ত ও সতীপ্রসাদ সরকারের ভাষণে। এরপর 'অরুণ বাবুর হাতে তুলে দেওয়া হল জাদুতে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট' হিসাবে এক অনবদ্য মেমেন্টো (যেটির প্রস্তুতি মূল্য ৮০০ টাকা, যা পরে জেনে অরুণবাবু অত্যন্ত সংকোচ বোধ করেন)। এই সঙ্গে এক বিশেষ প্রস্তুত ব্যাগ ভরে তাঁকে উপহার দেওয়া হল বহু মূল্যবান জাদু সরঞ্জাম, যার মধ্যে গোরা দত্তর নিজস্ব সৃষ্ট ও বিদেশে মার্কেট হয়েছে এমন খেলাও ছিল। এছাড়া তাঁকে অতি বর্ণময় মানপত্র প্রদান করা হয়, যেটির রচয়িতা গোরা দত্ত, তিনিই সেটি পাঠ করলেন। অরুণবাবু তাঁর ভাষণে বলেন, তাঁর এই সংবর্ধনার কথা তিনি কিছুই জানতেন না। তাই তিনি এই সংবর্ধনা গ্রহণ করতে খুবই সংকোচ বোধ করছেন। তবু তিনি এই সংবর্ধনা নেবেন, কারণ যাঁরা তাকে এই সংবর্ধনা দিচ্ছেন, তাঁরা সবাই তাঁর অতি কাছের মানুষ।

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে 'চোখের আলোয় দেখেছিলাম রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশ করলেন মায়াবালা ঠাকুর। অনুষ্ঠানের সমাপ্তিও ঘটে তাঁরই পরিবেশিত 'জোনাকী ও জোনাকী' রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে।

এদিন বিবিধ জাদু প্রদর্শনীর মাধ্যমে জাদু আড্ডা জমালেন গোরা দত্ত (বিশিষ্ট রসের নিজস্ব সৃষ্টি বিস্ময়কর বিবিধ জাদু)। বরিষ্ট ব্যক্তি তপন মিত্র (নিজের হাতের তৈরি বিবিধ জাদু), তরুণ জাদুকর শুভায়ন শিকদার (অসাধারণ বিবিধ তাসের জাদু), অনুপ চক্রবর্তী (ফায়ার ইটিং–এর সাথে আগুন থেকে ফুলের সৃষ্টির সুদর জাদু সুন্দর বাচনের সাথে), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রয়াত জেফ এ্যাটদিনসের ই. 'এস স্পেশাল', শিখিয়েও দেন–যেমন গোরা দত্ত এদিন তাঁর নিজস্ব কিছু খেলা শিখিয়ে দেন), সুরজিৎ দে (এ্যানাকোন্ডা সাপের গল্পের নামে একটি পরিচিত দড়ির খেলার পেশাদারি প্রদর্শন। বিশেষ উল্লেখ্য কিছুদিন আগে জাদুকর রেশমী মিত্র টালিগঞ্জে একটি জন্মদিনের আসরে বাণিজ্যিক জাদু প্রদর্শনী দিতে যান, তাঁর সঙ্গে ছিলেন বরিষ্ঠ জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ আসরেই ফেম পেন্টার হিসবে উপস্থিত ছিলেন যুবা প্রতিভা সুরজিৎ দে। অরুণবাবুর আমন্ত্রণেই সুরজিৎ এদিন জাদু আড্ডায় এলেন), জে. পি. ব্যানার্জী (প্রয়াত এম. কে দাসের তৈরি 'ডিভানো রাইজিং কার্ডে'–র নিঁখুত প্রদর্শনী), জাদুকর স্যামুয়েল (যুবা জাদু প্রতিভা, যিনি তপন বাবুর মতনই নিজের হাতের তৈরি সুন্দর খেলা দেখালেন)। এদিন আসরে আসেন বরিষ্ঠ জাদুকর, সুলেখক শৈলেশ্বর মুখার্জী। একটি সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর একটি লেখা পড়লেন, যাতে তিনি শুনিয়েছেন গোবরা মেন্টাল হসপিটালে মানসিক রুগিদের তাঁর জাদু দেখাবার হৃদয় স্পর্শী বাস্তব কাহিনি। এছাড়াও এদিন প্রথম বড়িষার জাদু আড্ডায় আসেন বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক, দুর্দান্ত বিশিষ্ট প্লটের জাদু প্রদর্শক ডাঃ মোদক। তাঁর কৌতুকময় ভাষণে তিনি আড্ডাকে করলেন সমৃদ্ধ। (তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েই কি মায়াবালা ঠাকুর এদিন শোনালেন 'চোখের আলোয় দেখেছিলাম চোখের বাহিরে'। ডাঃ মোদককে সমীর গুহঠাকুরতা বিশেষ স্বাগত জানালেন। এদিন নানান ব্যস্ততার মাঝেই আসরের শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হন নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক (আলিপুর বার্তা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের প্রকাশনী সংস্থা) শ্রী প্রণব গুহ। তাঁকে বিশেষ স্বাগত জানালেন সমীর গুহঠাকুরতা। প্রণববাবু বললেন এই সমৃদ্ধ জাদু আড্ডায় তিনি আগেও এসেছেন, এই আড্ডার কথা নিয়মিতভাবে আলিপুর বার্তায় প্রকাশিত হয়, আগামী দিনেও হবে।

বড়িশা জাদু আড্ডার 'জননী' তথা শ্রীমতী গুহঠাকুরতা এদিন সকলকে শুধু সন্তানের মতন প্রভূত জলযোগের মাধ্যমে তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করলেন না, সেই সাছে জননী সুলভ স্নেহে সকলকে করলেন আপ্লুত। বড়িশার জাদু আড্ডা এবার দ্বাদশ বর্ষে পা দিল।

মানবাধিকার বিতর্ক

অভিজিৎ হাজরা, আমতা : সম্প্রতি হাওড়ার পানিয়াড়ায় গ্রামীণ পুলিশ সুপার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল হাওড়া জেলা 'হিউম্যান রাইটস্ বিতর্ক প্রতিযোগিতা"। এই প্রতিযোগিতায় হাওড়া জেলার ১১টি থানার মধ্যে ৯টি থানার ৯ জন প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন। আমতা থানার এস. আই সঞ্জয় কুমার দাস এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। আমতা থানার এস. আই সঞ্জয় কুমার দাসের সাফল্যে গর্বিত হয়ে আমতা থানা প্রশাসন ও আমতা থানা সমন্বয় কমিটি–র যৌথ উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়। ওই দিনই আমতা থানার সার্কেল ইন্সেপেক্টর (সি. আই) সুভাষ চক্রবর্তীকে বিদায় সংবর্ধনা জানিয়ে নতুন সার্কেল ইন্সপেক্টর তাপস কুমার মৌলিককে বরণ করে নেওয়া হয়।

স্মারক বক্তৃতা

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও ভারতীয় সমাজের ওপর বক্তব্য রাখবেন ড. ঈশিতা চট্টোপাধ্যায়, এবং ড. জয়ন্ত চৌধুরী। ৪ নভেম্বর ২০১৪ বিকেল ৪টেয় লরেটো সেন্ট ভিনসেন্ট স্কুল, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা–৬৩ (৩এ বাসস্ট্যান্ড–এর কাছে)। সভামুখ্য ড. সুরঞ্জন মিদ্দে, সভাপতিত্ব করবেন সুভাষ চক্রবর্তী, সম্পাদক স্বরূপ সরকার, সাংগঠনিক সবাপতি অলঙ্করণ করবেন ড. বিজন মন্ডল এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শুভজিৎ বিশ্বাস। সহযোগিতায় গুরুসদয় সংগ্রহশালা, ব্রতচারী গ্রাম।

ওঁ

মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়

এই পৃথিবী একটা দুর্গ। জীবকূল এই দুর্গে বন্দী দুঃখ–কষ্ট–জ্বালা–যন্ত্রণা ভোগের জন্য। পৃথিবীর বন্দিদশা থেকে মুক্তির উপায় প্রতিনিয়ত খুঁজে চলেছেন মুনি–সাধু–সন্ন্যাসী–দার্শনিকরা। কিন্তু পৃথিবীর জ্বালা–যন্ত্রণা থেকে মুক্তির উপায় ভগবান স্বয়ং বাতলে দিয়েছেন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে। গীতা জীবনের যে কোনও সমস্যার মেড–ইজি। দৈনন্দিন জীবনে গীতাকে প্রয়োগ করলে জীবনের যে কোনও সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কীভাবে? এই কলমে সেটাই জানাচ্ছেন *ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।*

আমাদের দেশের মহান ঋষিগণ মহান আচার্যগণ এবং বৈদিক শাস্ত্রকারগণ সংসারকে একটি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বলা হয় দুঃসময় সংসার সমুদ্র। এই সংসার সমুদ্রে আমরা এক একটা দেহরূপ নৌকা। সমুদ্রের মাঝে ঝড় নিম্নচাপ, Cyclone–এর মাঝে নৌকা সততই আন্দোলিত হচ্ছে, বিক্ষিপ্ত হচ্ছে আর তার বহিঃপ্রকাশ সংসারে জ্বালা, যন্ত্রণা, দুঃখ প্রতিনিয়ত আমাদের মনকে বিষণ্ণ করছে বিক্ষিপ্ত করছে। দেহরুপ নৌকায় যাত্রা করছি কিন্তু কোথায় আমাদের গন্তব্য স্থানটি? তা বেশির ভাগ মানুষই জানে না? মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।

আজ থেকে বারোশ/তেরোশ বছর আগে আদি শঙ্করাচার্য তার জীবনদর্শনের একটি স্ত্রোত্রে বলছেন

নলিনী দলগতজলমতিতরলং
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা,
ভবতি ভবার্নবেতরনে নৌকা।

জীবন পদ্মপাতায় অবস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় অত্যন্ত চপল ক্ষণস্থির। সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করে শরীর রূপ নৌকাকে সংসার সমুদ্র পার হতে যথাযথ ব্যবহার করতে বলেছেন। অর্থাৎ দেহরূপ নৌকাকে যথাস্থানে পৌঁছাবার জন্য ব্যবহার করতে হবে। কোথায়? মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়ঃ আমাদের গন্তব্য স্থান, সত্যলোক, অমৃতলোক। পৃথিবীটাকে মৃত্যুলোক, দুঃখলোক বলা হয়। এখানে থাকলেই আপনাকে জরা, ব্যধি, জন্ম মৃত্যুরও দুঃখের চক্রে প্রতি মুহূর্তে আবর্তিত হবে হবে। তাই তো শঙ্করাচার্য সঙ্গীত আকারে বলেছেন

পুনরপি জননং পুনরপি মরনং
পুনরপি জননী জঠরে শয়নম্।
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে
কৃপয়া পারে পাহি মুরারে
ভজ গোবিন্দম্ ভজ গোবিন্দম
ভজ গোবিন্দম মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে খলু মরনে
নহি নহি রক্ষতি ভুঞ করনে
ভজ গোব্দিম্ ইত্যাদি।

শঙ্করাচার্যের অনেক আগে শ্রীমদভাগবত গীতায় ভগবান বলছেন–

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নতি নরোহপবানি
তথা শরীরানি বিহায় জির্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবনি দেহি।

দেহ জীর্ণ হলে নতুন দেহ গ্রহণ করে আবার সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে। সরকার যখন টাকা ছাপায় রেশন কার্ড ছাপায় বা অন্য কিছু বাজারে ছাড়ে সব কিছু হিসাব করে ছাড়ে। ঠিক সেভাবে ব্রহ্মার মাধ্যমে যখন প্রকৃতি বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি হয় তখন ভগবান তার হিসাব করেই রেখেছেন। বিজ্ঞানীরা সৃষ্টিতে কত রকম প্রজাতি আছে তা না জানতে পারে তারা প্রতি নিয়ত স্রষ্টার সৃষ্টি সম্বন্ধে নানান তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রকে আপনারা বিশ্বাস করুন বা না করুন সৃষ্টিকর্ত্তা কিন্তু তার সৃষ্টিতে কত প্রজাতি আছে তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন– সেটা হল।

জলজা নব লক্ষানি স্থাবরা লক্ষবিংশতি
কৃময়ো রুদ্র সংখ্যকঃ পক্ষিনাং দশলক্ষণম্।
ত্রিশলক্ষানি পশবঃ চতুর্লক্ষানি মানুষা।।
৯ লক্ষ প্রজাতির জলজ প্রাণী যার প্রাণ আছে।
২০ লক্ষ প্রজাতির বৃক্ষলতাদি যার প্রাণ আছে।
১১ লক্ষ প্রজাতির কৃমি, কীট সরীসৃপ।
১০ লক্ষ প্রজাতির পাখী।
৩০ লক্ষ প্রজাতির পশু।
৪ লক্ষ মানুষের প্রজাতি।

চুরাশি লক্ষ যোনি অতিক্রম করে আমরা মানব যোনি পেয়েছি। মানবরূপ দেহ তরণী পেয়েছি। আর এই মানবরুপ দেহ তরণীর সাহায্যে আপনাকে অমৃতলোকে যেতে হবে। আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন এই জড় দেহরূপ নৌকার সাহায্যে আপনাকে সেই অমৃতলোকে, সেই জ্যোতিলোকে, সেই চিন্ময় ধামে সেই বৈকুন্ঠধামের দিকে অগ্রসর হতে হবে। সেটা হল আত্মার নিজস্ব ধাম বড় শান্তির ধাম, কুন্ঠাহীন জগৎ। মৃত্যুলোক বা পৃথিবী লোক, অন্ধকার লোক হল আত্মার অস্থায়ী বাসস্থান। প্রকৃত জ্ঞানী গুরুর তত্ত্বাবধানে আপনাকে এই জড় দেহ রুপ নৌকাকে আশ্রয় করে সংসার সমুদ্রের ওপারে যে চিন্ময় ধাম, সে ভগবৎ ধাম আছে সেখানেই পাড়ি দিতে হবে।

মৃত্যোসা অমৃতং গময়। ভগবান গীতায় ১৫/৬ শ্লোকে চিন্ময় ধাম সম্বন্ধে ভগবান নিজে ব্যাখ্যা করেছেন।

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো, নশশাঙ্ক, ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্বাম পরমং মম।।

চিন্ময় ধাম, পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধাম, কৃষ্ণলোক, অমৃতলোক বা গোলক বৃন্দাবন, সেখানে সূর্য, চন্দ্র বা অগ্নি বা কোন বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হয় না সেখানে গেলে আর জড় জগতের দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফিরে আসতে হয় না। সেটাই হল আমাদের গন্তব্য স্থান। নিত্য ধাম, আমরা আছি কারাগারে, অন্ধকারে কারাগারে থাকলেই কষ্ট–মুক্ত হবার চেষ্টা চাই, তাই তো দেহরুপ নৌকা মুন্ডক উপনিষদে ২/১০ শ্লোকে ঋষি বলছেন চিন্ময় ধাম সম্বন্ধে

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকাং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নি।
তমের ভান্ত মনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।।

সূর্যো সেখানে জ্বলে না, জ্বলে না চন্দ্র তারা এই বিদ্যুৎও সেখানে জ্বলে না। এই আগুন তবে জ্বালাবে কি করে? সে প্রজ্জ্বলিত বলে তাকে ধরে সব জ্বালছে, তারই প্রজ্বালায় এই সবই উজ্জ্বল। সেটাই অমৃতলোক।

কঠোপনিষদের ২/১৫ শ্লোকে স্বয়ং যমরাজ–

নচিকেতাকে একই কথা বলেছেন

ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নি।
তমো ভান্ডমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

আমাদের লক্ষ্য স্থল, হল পরম ধাম–অমৃতলোক–তমসো মা জ্যোর্তির্গময়। তার জন্য এই মানব শরীর–পশু শরীর পারবে না। আহার, নিদ্রা, ভয় ও বংশবৃদ্ধি এই চারিটি বৈশিষ্ট সকল প্রাণীর আছে। আপনি যদি পশু দেহ থেকে নিজেকে আলাদা করতে চান তবে নিজেকে প্রশ্ন করুন। কস্তং কোহং কুতঃ আয়তঃ। আমি কে'–আমি কোথায় থেকে এলাম–আমার গন্তব্য স্থান বা কোথায়–মৃত্যুর পর কোথায় যাব। এই প্রশ্ন না করলে পশু জীবন ও মানব জীবনের পার্থক্য কোথায়? আর আপনি যেই ওই প্রশ্নগুলি করবেন, তখনই আপনার আত্মাজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন হবে। অসতো মা সদগময়ঃ যখন জানতে চেষ্টা করবেন–জ্ঞানের আলোকে আপনি নিজেকে উদ্ভাসিত করবেন তমসো মা জ্যোতির্গময় অনন্ত আনন্দের জ্যোতির মধ্যে আপনি প্রবেশ করবেন–"দেহের মধ্যে থেকে আপনি এটা করতে পারবেন। মৃত্যু লোক থেকে অমৃতলোকে কেমন করে যেতে হবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সেই পথ দেখাবেন। গীতায় ৫/১৩ শ্লোকে তিনি বলছেন

সর্বকর্মানি মনসা সংনাসাতে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন না কারয়ন।।

সংসারের মধ্যে থেকে সমস্ত কর্ম করেও ফলের আশা ত্যাগ করে জীব নব দ্বার বিশিষ্ট দেহরুপ গৃহে পরম সুখে বাস করতে পারে। দেহকে নিজের ভাবলে যতই বিপত্তি, যতই আসক্তি, ততই দুঃখ–মনকে দেহ থেকে আলাদা করে পরমাত্মার সাথে মিলন ঘটাতে পারলেই হল। পরমাত্মার সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করলেই ব্যাস–আর দুঃখ নেই জ্বালা নেই কষ্ট নেই–শুধুই আনন্দ, আনন্দচিন্ময়রস। ভাবছেন কে খেতে দেবে? এই সংসারে এমন বহু উদাহরণ আছে যেখানে ভগবান নিজে ভক্তের ঘরে খাবার পাঠিয়েছেন–ভক্তের বোঝা বয়েছেন এবং ভগবান কথা দিয়েছেন প্রতিজ্ঞা করেছেন। পিতা যেমন পুত্রের সকল ভার নেন তেমনই আমরা অমৃতস্য পুত্র। পিতা আমাদের ভার নেন।

অন্যান্য শিচন্তয়ন্তো মাং যে জনাপর্যুপাক্ততে
তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহ্যাম্যহম।

যারা সর্বদা আমার চিন্তায় মগ্ন ভক্তি সহকারে আমার উপাসনা করে তাদের সমস্ত অপ্রাপ্য বস্তু আমিই বহন করি। ছোট একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা বুঝতে পারা যাবে।

গীত গোবিন্দ রচয়িতা কবি জয়দেব সর্বদা ভগবানের ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তার স্ত্রী পদ্মাবতী একবার জয়দেবকে বাজারে বাজার করতে পাঠিয়েছেন– বাজারে তো তার মন নেই। গীত গোবিন্দ নিয়ে চিন্তা করতে করতে বাজার না করে বাড়ি চলে এসে পদ্মাবতীকে বলছে যাঃ তোমার বাজার করতে ভুলে গেছি। পদ্মাবতী বললেন সেকি একজন লোক যে ঝুড়ি করে কত বাজার দিয়ে বললে, তুমি (জয়দেব) পাঠিয়েছে বাজারগুলি 'মা' নিয়ে নাও।

এই হলো অনন্যশ্চিন্তয়ন্ত মাং তার কথা চিন্তা করলে তিনি ব্যবস্থা করেন আচ্ছা, ভাবুন তিনি ভারতবর্ষে কত সন্ন্যাসী–ঋষি মুনি আছে তারা তো আমাদের মত টাকা পয়সা রোজগারের চিন্তা করে না। বিষয় বাসনার চিন্তা করে না তাদের কে খেতে দেয়। কে পরতে দেয়। বিষ্ণুপুরাণে ৮০ (আশি) লক্ষ প্রজাতির কথা বলা আছে। তাদের কে খেয়ে দেয়–কোথায় থেকে তারা খাবার পায়– এই হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি জগতে সবার জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন–কিন্তু সন্তান যদি পিতার অবাধ্য হয় তবে সে তো কষ্ট পাবে–আমরা তো অবাধ্য সন্তান–তাই আমরা দেহরূপ নৌকাটাকে নিজের ভাবি– তার আরামের ব্যবস্থা করি। যে নৌকার মালিক তার কথা একবারও ভাবিনা। তাতেই বিপত্তি সর্বনাশ দুঃখ। মানব দেহের যথার্থ ব্যবহার করলে আমরা দুঃসময় সংসার সমুদ্র পার হতে পারব। তমসো মা জ্যোতির্গময়। আমরা অমৃতলোকে জ্যোতিলোকে কুন্ঠাহীনলোকে যেতে পারবো। ভবতি ভবার্ণবে তরনে নৌকা।

আইএসএল কতটা উপকারে আসবে দেশের ফুটবলে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইন্ডিয়ান সুপার লিগ বা আইএসএল ভারতীয় ফুটবলকে কতটা উপরে তুলে ধরবে? বস্তুত এখন ভারতীয় ফুটবল মহলে এই প্রশ্নটি বেশ ভালোরকম নাড়াচাড়া দিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত যেকটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে দুনিয়ার তাবড় আন্তর্জাতিক তারকাদের সমাহার লক্ষ্য করা গিয়েছে। যাদের সঙ্গে নিজেদের সহজাত করে নিয়েছেন ভারতীয় তারকারাও। গার্সিয়াদের পাশে অর্ণব মন্ডলরাও যখন বুক চিতিয়ে লড়াই দিচ্ছেন তখন মনে হচ্ছে দেশের ফুটবলের নকশাটাই বুঝি পালটে গিয়েছে।

যে ভারত বিশ্ব ফুটবলের মাপকাঠিতে বামন হিসেবে পরিচিত তার তারকাদের এ ধরনের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেশবাসীর আশা আকাঙ্খাকে অনেকটাই মজবুত করছে। যে ধরনের মানুষ এই আইএসএল পর্ব ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত করছেন এজন্য এদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমাদের। এদেরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের মালকিন নীতা আম্বানি, প্রবাদপ্রতীম ক্রিকেট তারকা শচীন তেন্ডুলকর, ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অভিনেতা জন আব্রাহাম, শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা প্রমুখ। তাছাড়া আইএসএল–এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে আলোকিত করেছেন ভারতীয় সিনেমা জগতের বেতাজ বাদশা অমিতাভ বচ্চন। আসলে বিভিন্ন পেশার এই সফল মানুষেরা যতটাই ফুটবলের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দিচ্ছেন ততই উপকৃত হচ্ছে এদেশের ফুটবল। আগামী দিনে কোনও বিদেশি তারকার বা বিদেশি টিমের সামনে পড়লে দেশি ফুটবলারদের কম্পমান দশা হবে না বলে অভিমত ফুটবল বিশেষজ্ঞদের। অন্তত দিন দশেকের আইএসএল পর্ব তাই বলছে।

ক্রিকেটের ক্ষেত্রে আইপিএল অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এদেশে প্রতিভাশালী ক্রিকেটার অন্বেষণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আগে রঞ্জি ট্রফি বা দলীপ ট্রফি থেকে যে বাছাই পর্ব চলত তা অনেক সহজ করে দিয়েছে আইপিএল। বিশ্ব ক্রিকেটের চলতি হিরোদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের মেলে ধরতে পারছেন নব্যতম ভারতীয় প্রতিভারা। এদের মধ্যেই অনেকে আগামী দিনে জায়গা করে নিচ্ছেন জাতীয় দলে। অনেকটা সে ধাঁচেই অবস্থান করছে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। এদের মধ্যে আবার কলকাতার দলটি তাদের প্রস্তুতি পর্ব সেরে এসেছে স্পেনে। তাও এক মাস ধরে। যার হাতে কলমে ফল পাচ্ছে তারা।

অন্তত এখনও পর্যন্ত কলকাতার দলটি যতগুলি ম্যাচ খেলেছে তাতে প্রমাণ হচ্ছে স্পেনে শিবির করা কতটা লাভজনক ছিল। অন্যান্য দলেও বিদেশি তারকার ছড়াছড়ি। এদের মধ্যে দেল পিয়েরোর মতো তারকারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে বয়সের ভারে কিছু আন্তর্জাতিক তারকা খানিকটা শ্লথ হয়ে গিয়েছেন। তাতে করে অবশ্য ধার কমেনি তাদের। সবথেকে বড় কথা এদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার সুযোগে ভারতীয় ফুটবলাররাও নিজেদের আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে রপ্ত করে ফেলতে পারছেন। এতকিছুর পরেও অবশ্য যতদিন না ভারতীয় ফুটবল দল বিদেশের দলকে বা নিদেন পক্ষে এশিয়ার শক্তিধর দেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে ততদিন বলা যাবে না এই আইএসএল–এর ফলাফল। তবে বলা যেতে পারে চারাগাছ পোঁতা হল। আগামী দিনে যা মহীরুহ হয়ে ভারতীয় ফুটবলকে বিশ্বদরবারে মেলে ধরবে।

এ তো গেল আশার কথা। যারা দেশের উন্নতি চায় বা ভারতীয় ফুটবলের উত্থান দেখতে আগ্রহী তারা অবশ্যই চাইবেন আইএসএল সফল হোক। একই সঙ্গে ভারতীয় ফুটবল আন্তর্জাতিক মহলে দাগ কাটার মতো হয়ে উঠুক। পাশাপাশি যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এদেশের ফুটবল কাঠামোর যে ভুলভ্রান্তি তার দিকেও নজর পড়ে আমাদের। ভারতীয় ফুটবলের মূল বুনিয়াদটাই খুব আলগা ধরনের। এখানে আবেগ থাকলেও সোজাসাপটা মত বা আধুনিকীকরণের অভাব স্পষ্ট। তাই আইএসএল–এর সময় যদি তাপ্পি দিয়ে চালানোর চেষ্টা হয় তাহলে কিন্তু দেশের ফুটবলের বেআব্রু দশা কাটবে না। বরং যত দিন যাবে তা আরও ফাটলের আকার ধারণ করবে।

তাই আন্তর্জাতিক তারকাদের আনলেই হবে না। তাদের দেশের ফুটবলের পরিকাঠামোর সঙ্গে দেশীয় রকম–সকমকে আত্মস্থ করতে হবে। তবেই প্রকৃত উন্নয়ন পাবে ভারতীয় ফুটবল। এমনিতে কলকাতার কথা তুলে ধরলে দেখা যাবে এখানে সদস্য সমর্থকের সংখ্যা অগণিত। এখনও ইস্টবেঙ্গল–মোহনবাগান যখন মুখোমুখি হয় তখন কাতারে কাতারে সমর্থক মাঠ ভরিয়ে দেন। এ রেওয়াজ দীর্ঘ দিনের। এই কিছুদিন আগের ডার্বি ম্যাচেও যা পরিলক্ষিত হয়েছে।

আইএসএল–এ সদস্য সমর্থকদের মাঠে আনা এবং আকর্ষণ তৈরি করার বিশেষ পরিকল্পনা রয়েছে। যাতে প্রায়শই দেখা যাচ্ছে ভারতের বিভিন্ন মাঠে আইএসএল–এর ম্যাচে পুরুষের পাশাপাশি মহিলা সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি। এমনকী যুগলেও দেখা যাচ্ছে অনেককে। এই ধারণাটা বা ট্রেন্ড ভারতীয় ফুটবলে নতুন। এটাই যদি আরও সার্বিক আকারে তুলে ধরা যায় ফুটবলের ক্ষেত্রে তবে নিঃসন্দেহে লাভের ফসল তোলা সম্ভব হবে। এই আইএসএল পর্ব শেষের পরেই দেখা যাবে এক ঝাঁক ভারতীয় তারকা ফুটবল মানচিত্রে উঠে এসেছেন।

বলাবাহুল্য নতুন প্রতিভাদের অনেকেই হয়তো আগামী দিনে স্টার হয়ে উঠবেন। যারা শুধুমাত্র মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল বা ডেমপো, সালগাওকরে খেলবেন না। প্রতিভার জোরে এদের ডেকে নেবে স্পেন, ইংল্যান্ড কিংবা ইতালির কোনও ক্লাব। তবেই প্রকৃত শিরোপা লাভ করবে ভারতীয় ফুটবল।

সেক্ষেত্রে বিশ্ব ফুটবলের সঙ্গে আপ–টু–ডেট হয়ে নিজেদের পতাকা তুলে ধরা সম্ভব হবে। বাইচুং ভুটিয়া বা সুনীল ছেত্রীরা কলকাতা কিংবা দেশের অন্য বড় ক্লাবে খেলে কোটি টাকা পেমেন্ট পেলেও আগামী দিনে হয়তো আইএসএল–এর কল্যাণে দেশের নব্য প্রতিভারা এর দশগুণ অর্থ বেশি পাবেন বিদেশের ক্লাব থেকে।

সারা দুনিয়ায় ভারতীয় ফুটবলের মান সম্পর্কে একটা ধারণা প্রকট হবে। তখনই ফিফার প্রেসিডেন্টের অমোঘ উক্তি সফলতা লাভ করবে। যিনি ভারতীয় ফুটবলকে 'ঘুমন্ত দৈত্য' বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই দৈত্য জেগে উঠলে আগামী দিনে অনেক দেশেরই ঘুম কেড়ে নিতে পারে। ভারতীয় রাজনীতি এখন একটা সন্ধিক্ষণের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার গান্ধি নেহেরু পরিবারের দীর্ঘদিনের ভাবধারা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের মেলে ধরতে চাইছেন।

এমতাবস্থায় দেশের ফুটবলেও যে পরিবর্তন ইপ্সিত হচ্ছে তা যথেষ্ট মঙ্গলজনক। একই সঙ্গে ফলদায়কও বটে। যার সুফল হয়তো আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই ঘরে তুলতে পারবে ভারত। তার আগে এশিয়ার মানের দলগুলির সঙ্গে নিজেদের লড়াইকে হাড্ডাহাড্ডি পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। একইসঙ্গে তুলনামূলকভাবে কম শক্তিশালী ইউরোপ এবং আফ্রিকার দেশের সঙ্গেও যুঝতে হবে ভারতীয়দের।

রাজ্য স্কুল ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৬০তম অনূর্ধ্ব ১৯ রাজ্য বিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় হুগলিতে। ছেলেদের ভদ্রেশ্বর চাঁপদানি পুরসভার মাঠেও মেয়েদের দিগড়া মল্লিকহাটি দেশবন্ধু স্কুলের মাঠে ১৭ থেকে ১৯ অক্টোবর এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করে। হুগলি জেলা স্কুল ক্রীড়া পর্ষদ। ছেলেদের মধ্যে ৯টি জেলার স্কুলের দল অপরদিকে মেয়েদের ৮টি দল অংশ নেয়।

ছেলেদের ফাইনালে জলপাইগুড়ি ও নদিয়া জেলা তীব্র উত্তেজনার মধ্য দিয়ে নির্ধারিত সময়ে অমীমাংসিত থাকায় ট্রাইব্রেকারে দুটি দলই ৪–৪ গোল করলে সাডেন ডেথ–এ জলপাইগুড়ি ৫–৪ গোলে নদিয়াকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। অপরদিকে মেয়েদের ফাইনালে পশ্চিম মেদিনীপুরের মেয়েরা হেলায় ৩–১ গোলে বাঁকুড়াকে উড়িয়ে দেয়। হুগলির স্কুল ক্রীড়া পর্ষদের স্পোর্টস শিক্ষক সুবীর ঘোষ বলেন, এখানে থেকেই স্কুল ন্যাশনালে বাংলাদল বাছাই হবে। যারা আগামী ডিসেম্বর মাসে মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে যাবে খেলতে। এমনিতে ফুটবলের মক্কা হিসেবে ভারতবর্ষে পরিচিত বাংলা।

অনেকটা ব্রাজিলের মতো এ রাজ্য দেশের ফুটবল নকশায় উঠে এসেছে। একসময় বাংলার সোনালী ফুটবলের ঝলকে মোহিত হত সারা দেশ। দেশের প্রায় সব ট্রফি এবং জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপেও রমরমা ছিল বাংলার। গোয়া, পাঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্যের দলগুলি বাংলার সামনে পড়লে হেরে ভূত হত। অথচ পরবর্তীকালে পাল্টাতে থাকে সেই সমীকরণ। যার জেরে এখন গোয়া এবং অন্যান্য বেশ কিছু রাজ্যের দাপট সহ্য করতে হচ্ছে বাংলার ফুটবলকে। তার প্রেক্ষিতে এই ধরনের স্কুল ফুটবলের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মধ্য দিয়েই উঠে আসবে নব্য প্রতিভারা। যারফলে আগামী দিনে ফের বাংলার ছেলেরা মাঠে তাদের দামাল প্রদর্শনী তুলে ধরতে পারবে। এবং অবশ্যই দেশের সেরা হয়ে উঠবে তারা।

ভারতের টেনিসনামা

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটা সময় পর্যন্ত টেনিস খেলা সম্পর্কে ভারতবাসীর ধারণা ছিল খুবই সীমিত। আপামর দেশবাসী মনে করতেন এই খেলা ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরবর্তীকালে বিশ্বায়নের হাত ধরে আরও পাঁচটি খেলার মতো টেনিসের সঙ্গে সরগড় হয়েছে ভারতীয়রা। এখন ফুটবল বা ক্রিকেটের উত্তেজনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টেনিসের ডিউজ পর্ব উপভোগ করেন

এখানকার নাগরিকরা। হ্যাঁ অবশ্যই তা টিভির পর্দায়। তাও সানিয়া মির্জার খেলা দেখতে যে পরিমাণ আগ্রহ চোখে পড়ে তা দেশে টেনিসের বিপণনের পক্ষে যথেষ্ট।

একই আগ্রহ চোখে পড়ে লিয়েন্ডার পেজ কিংবা মহেশ ভূপতিদের ম্যাচ থাকলেও। বিশেষ করে এরা যখন পার্টনার ছিলেন তখন এই আগ্রহ ছিল গগনচুম্বী। কিন্তু কয়েকটা বছর আগেও চিত্রটা কিন্তু এইরকম ছিল না। বছর পঁচিশেক আগে ভারতের টেনিস বলতে যে কয়েকটি নাম উঠে আসত তারা হলেন, বিজয় অমৃতরাজ, রমেশ কৃষ্ণান প্রমুখ। যদিও ব্যক্তিগত সার্কিটে এদের বিচরণ ছিল একেবারেই নগণ্য। দেশের হয়ে ডেভিস কাপ মোকাবিলায় মাঝেমধ্যে চোখে পড়ত এই তৎকালীন তারকাদের। তাও দূরদর্শনের সৌজন্যে যেসব ম্যাচ দেখানো হত।

তখনকার দিনে অনেক খেলাই টাটকা দেখা যেত না। পরবর্তীকালে ভিডিও রেকর্ডিং দেখে সন্তুষ্ট থাকতে হত দর্শককে। যদিও ভারতীয় টেনিস ঘরানায় রমেশ কৃষ্ণনের পিতৃদেব রমানাথন কৃষ্ণনদের নাম কিন্তু স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যেহেতু সেসময় এদেশে টেনিস সর্বজনীন আকার ধারণ করেনি তাই পর্দা থেকে ব্রাত্য থেকে গিয়েছেন এই অতীত তারকারা। রমেশ কৃষ্ণন বা বিজয় অমৃতরাজরাও সেই ভাবে কৌলিন্য লাভ করেননি। পরের দিকে অবশ্য বিজয় অমৃতরাজ এবং তাঁর ভাই প্রকাশ অমৃতরাজ হলিউড ফিল্ম নির্মাণে বেশি মনোনিবেশ করেন। সেই প্রসঙ্গের অবতারণায় না গিয়ে বরং হালফিলের চালচিত্রটা নজর করা যাক। যে পটচিত্রে সানিয়া, লিয়েন্ডাররা উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। আশা করা যায় ক্রিকেট এদেশে যেভাবে পূজিত হয় আগামী দিনে আইএসএল–এর সৌজন্যে ফুটবল একই সঙ্গে টেনিসও সমান ব্যাপ্তি লাভ করবে। তারজন্য অবশ্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। সুদিন হয়তো খুব বেশি দূরে নেই। সেই সুসময়ের দিকে কোটি কোটি মানুষের নজর থাকবে নিঃসন্দেহে।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল,
জন্ম : ৭ নভেম্বর, ১৮৫৮

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চরমপন্থী ত্রয়ী লাল–বাল–পালের অন্যতম বিপিনচন্দ্র ভারতীয় রাজনীতিতে আধুনিক চিন্তাধারা ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছিলেন। তিনি সারা দেশ পরিভ্রমণ করে স্বরাজের মন্ত্র প্রচার করেন। ১৯০৭ সালে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস,
জন্ম : ৫ নভেম্বর, ১৮৭০

স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বজনবন্দিত অধিনায়ক। ব্যারিস্টারি পাশ করে তিনি আইন ব্যবসায় আসেন। আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দর মুক্তি ছিনিয়ে আনেন। তিনি একাধিকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি কলকাতার প্রথম মেয়র। নিজেকে নিঃশেষ করে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেন। তিনি 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

দেশনায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত,
মৃত্যু : ৭ নভেম্বর, ১৯২৩

বরিশালের মুকুটহীন জননেতা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোধারূপে ১৯০৭–এ দ্বীপান্তরিত হন। মুক্তিলাভের পর তিনি জনশিক্ষা ও লোকহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অশ্বিনীকুমার রচিত 'ভারতগীতি', 'ভক্তিযোগ', 'প্রেম' হাজার হাজার যুবককে দেশপ্রেমে দীক্ষা দান করে।

বিপ্লবীনায়ক নরেশচন্দ্র চৌধুরী
মৃত্যু : নভেম্বর, ১৯২৮

ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লব–মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন মুখার্জির সংস্পর্শে এসে নিজের আদর্শকে চিনে নেন। কিশোরগঞ্জ ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘকাল কারাগারে কাটান। অসহযোগ আন্দোলন, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ও ময়মনসিংহে স্বরাজ্য দল সংগঠনে তিনি উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন। কারাগারে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। পরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কারাগারে তিনি একাধিক পুস্তক রচনা করেন।

চিরঞ্জীলাল শ্রফ
জন্ম : ১ নভেম্বর, ১৯০৭

স্বাধীনতা যুগে (চাচা) নামে পরিচিত চিরঞ্জীলাল শ্রফ এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত। ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে অস্ত্রশস্ত্র লুট–সংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রফের এক আত্মীয় গ্রেপ্তার হলে শিশু শ্রফের উপর নানাভাবে হয়রানি ও অত্যাচার চলে। এই পরিস্থিতিতে মাত্র ১৬ বছর বয়সেই তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। কুখ্যাত বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের ভিত্তিতে ১৯৩০ সালের জুলাই থেকে ১৯৩১ সালের মে পর্যন্ত তিনি জেলে থাকেন এবং ছাড়া পাবার পর ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত নিজের বাড়িতে অন্তরীণ থাকেন।

ম্যাজিক মোমেন্ট

আন্ডা কা ফান্ডা

অনেক দিন পর আবার 'আলিপুর বার্তা'র পাতায় ম্যাজিক শেখাচ্ছেন অনুপ... প্রচুর মজার মজার অঙ্কের ম্যাজিকের পর চটপট শিখে নাও চোখ ধাঁধানো একটা ডিমের ম্যাজিক।

ম্যাজিক—দর্শকদের সামনে একটা খোলা ট্রেতে কয়েকটা কাঁচা ডিম রাখা আছে। জাদুকর তার থেকে একটা বা দুটি ডিম দর্শকদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে আবার ট্রেতে রেখে দিলেন তারপর তার মধ্য থেকে একটা ডিম হাতে তুলে পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে ডিমটা ঢাকা দিয়ে ম্যাজিকের মন্ত্র পড়বার পর এক ঝটকায় রুমাল সরিয়ে নিতেই দেখা গেল জাদুকরের হাতে বিভিন্ন রঙের ছোট ছোট কাগজের টুকরো।

ডিমের ফাটা অংশ
আঠা দিয়ে আটকানো

গোটা একটা কাঁচা ডিম ভ্যানিশ। জাদুকর তার রুমালটা ঝেড়ে দেখিয়ে দিলেন তাতে সত্যিই আর কিছু নেই। আর হাতের রঙিন কাগজগুলো ছুড়ে দিলেন দর্শকদের দিকে। খেলাটা সত্যিই চমকপ্রদ যদি একটু অভ্যাস করে দেখাতে পারো।

কৌশল — একটা সাধারণ ট্রেতে চার পাঁচটা কাঁচা ডিম আর তার সাথে একটি বিশেষভাবে প্রস্তুত করা ডিম। এই ডিমটা তৈরি কীভাবে করবে সেটা বলছি। একটা আস্ত কাঁচা ডিমকে একটা পাতলা চামচের (টি স্পুন) সরু অংশের দিকটা দিয়ে সামান্য অংশ ফাটাবে। তারপর খুব সাবধানে একটা কাপে বা গ্লাসে ডিমের কুসুমটা ঢেলে ডিমটা রোদে কিছুক্ষণ শুকিয়ে নেবে। তারপর খুব ছোট ছোট রঙিন কাগজের টুকরো ডিমের ওই ছোট ফাঁটা অংশের মধ্য দিয়ে ডিমটার মধ্যে ভরবে। ডিমটা ভর্তি হয়ে গেলে একটা সাদা কাগজ, ডিমের খোলার রং–এর সাথে মিলিয়ে আঠা দিয়ে ফুটোটা বন্ধ করে দেবে।

এখানে খেয়াল রাখতে হবে কাগজের টুকরোটা যেন ঠিক ডিমের ফাটা অংশটার মাপ মতন হয়। এরপর আর পাঁচটা কী ছটা ডিমের সাথে একটা ট্রের মধ্যে সাজিয়ে রাখলে কারোর পক্ষেই ধরা সম্ভব নয় ডিমগুলোর মধ্যে তোমার প্রস্তুত করা একটা বিশেষ ডিম আছে।

এর পর ডিমের ট্রেটা দর্শকদের কাছে নিয়ে যাওয়ার আগে ডিমের গায়ে একটা বিশেষ চিহ্ন কর যেটা দেখে তুমি অনায়াসেই ধরতে পারবে কোনটা তোমার প্রস্তুত করা ডিম, সেটা একটু পেছনের দিকে রাখবে, তার কারণ যাতে দু একটা ডিম পরীক্ষা করার সময় ওই বিশেষ ডিমটা পরীক্ষা করার কথা তাদের মনে না আসে।

এরপর তোমরা একটা বা দুটি ডিম দর্শকদের সামনে ভেঙেও দেখিয়ে দিতে পারো যে ডিমগুলো সব আসল। তারপর কথা বলতে বলতে বিশেষ চিহ্ন করা ডিমটা সাবধানে ধরে একটা রুমাল পকেট থেকে বের করে রুমালটা দর্শকদের দেখিয়ে ডিমটা চাপা দাও। তারপর হাতের চাপে ডিমটা গুড়ো করে ফেলে রুমালের তলা থেকে রঙিন কাগজের টুকরো সমতে ছুড়ে দাও দেখবে যে খোলার সাদা অংশ ঐ রঙিন কাগজের টুকরোর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। নিচে ছবি দেখে ব্যাপারটাও ভালভাবে বুঝে নাও। আর খেলাটা কেমন লাগল জানিও কিন্তু? শুভেচ্ছা ও ভালবাসা নিও।

দেবকান্তি চক্রবর্তী, ষষ্ঠ শ্রেণী, সাউথপয়েন্ট স্কুল।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা *JPEG* ফরম্যাটে

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭বি১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭বি১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।